Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গোপন গুনাহ থেকে বাচার উপায়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি মুজিবুল ইসলাম মুজিব

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহরিয়া ইসলাম

রোলঃ ২০২০২২৮৫২১৫

১০ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গোপন গুনাহ থেকে বাচার উপায়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি মুজিবুল ইসলাম মুজিব

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহরিয়া ইসলাম

রোলঃ ২০২০২২৮৫২১৫

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "গোপন গুনাহ থেকে বাচার উপায়" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাহরিয়া ইসলাম, আইডিঃ ২০২০২২৮৫২১৫ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি মুজিবুল ইসলাম মুজিব
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গোপন গুনাহ থেকে বাচার উপায় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি মুজিবুল ইসলাম মুজিব উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Fahria Islam

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

ফাহরিয়া ইসলাম

আইডিঃ ২০২০২২৮৫২১৫

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
লেখকের কলাম	৬
ভূমিকা	৭
গুনাহ	৯
গুনাহ-এর প্রকারভেদ	১০
১.কবীরা গুনাহ	১০
কবীরা গুনাহসমূহের সংখ্যা	১১
২.সগীরা গুনাহ	১৩
কাবীরা গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ঃ	১৫
সগীরা গুনাহ থেকে বেচে থাকার উপায়ঃ	১৭
গুনাহের ক্ষতিকর দিক	১৭
গোপন গুনাহ	২৫
যিনা-ব্যাভিচার	২৯
কুধারণা	৩৪
প্রেমাসক্তি	৩৭
আসক্তি	৪৪
প্রবৃত্তির অনুসরণ	৫০
নিফাক	৫৬
হিংসা	৬৬
রিয়া	৭৩
নেতৃত্বের লোভ	৮০
দুনিয়ার প্রতি মুহাব্বত	৮৭
আল্লাহর উপর মানুষকে প্রাধান্য দেওয়া	৯৩
অহংকার	৯৬
পর্ণ আসক্তি	১১০

বিষয়বস্তু	**পৃষ্ঠা সংখ্যা**
শেষ কথা	১১৭
গ্রন্থপঞ্জি	১১৮

লেখকের কলাম

الحمد الله احمدة والسلعيلة واستغفرة ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ

শুরু করছি আর রাহমান, আর রাহিমের নামে। যিনি সর্বদ্রষ্টা এবং সর্বজ্ঞানী। যিনি কলম সৃষ্টি করেছেন এবং মানবজাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন পড়তে।

সেই ইলম আহরণের ক্রমধারায় ইসলামিক অনলাইন মাদরাসায় আলিম কোর্সের ৬ষ্ঠ সেমিস্টারে রিসার্চ এবং মাসায়েল বিষয়ের অধীনে আমি গোপন গুনাহ থেকে বাচার উপায় শীর্ষক এসাইনমেন্টটি নিয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। মহান রবের প্রতি অগণিত শুকরিয়া আমাকে এত তাৎপর্যপূর্ণ একটি প্রসংগে আলোচনা করার তৌফিক দেওয়ার জন্য।

এই এসাইনমেন্টটিতে যা কিছু কল্যান আছে তা আমার অতি দয়ালু পালনকার্তার পক্ষ থেকে। আল্লাহ তাআলা যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করে নেন, ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে যেন, এর মধ্যে যা কিছু

শিক্ষণীয় বিষয় আছে তা নিজের এবং অপরের দুনিয়ার জীবনে প্রয়োগ করার দুয়ার খুলে দেন, মৃত্যু

পরবর্তি জীবনে নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন।

।।আমীন।।

ফাহরিয়া ইসলাম

Fahriamsr95@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আকাশ-যমীনের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর জন্য। যিনি জীবন-মরণের একমাত্র মালিক। তিনি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করার জন্য এবং সীমা লংঘণকারীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্যে সমস্ত মাখলুকের মৃত্যু ও পুনরুত্থান অবধারিত করেছেন। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর বংশধর ও সৎকর্মশীল সাথীদের উপর।অবনতি ও ধ্বংসের মূল কারণ 'গোপন পাপ'।গোপনে পাপ করার সময় বান্দার সামনে থাকেন শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলা। আর গোপনে পাপ করার অর্থই হলো, মহান আল্লাহকে ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, আল্লাহর কোনো দামই নেই। নাউজুবিল্লাহ। সুতরাং সাধারণ গুনাহের চেয়ে গোপনে করা গুনাহের জঘন্যতা অনেক বেশি।

গোপনে যারা গুনাহ করেন, তারা কেউ না বুঝে করেন না। ভুল করেও করেন না। জেনে বুঝে এবং আয়োজন করেই করেন। কারো ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে, তুলনামূলক ছোট গুনাহ দিয়ে শুরু করেছিলেন, পরে ধীরে ধীরে শয়তানের জালে ফেঁসে গেছেন। এক্ষেত্রেও শুরুটা কিন্তু তিনি নিজেই করেন এবং ইচ্ছে করেই করেন।

গোপনে পাপ করায় অভ্যস্থ বান্দা প্রথমে যে সম্পদ হারান, সেটি হচ্ছে তাকওয়া। মুমিন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদটি হারিয়ে ফেলার কারণে আল্লাহর ইবাদতে তিনি আর স্বাদ পান না। অন্তর হয়ে যায় পাথর। কোরআন তেলাওয়াত করতে ইচ্ছে করে না; করলেও মধুর লাগে না। ধীরে ধীরে তিনি দীন থেকেই ছিটকে পড়েন। এক পর্যায়ে ধ্বংস আর অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছে যান তিনি।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ) বলেন,

أجمع العارفون بالله ان ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، وأن عبادات الخفاء هي أعظم أسباب الثبات

অর্থাৎ 'সকল আউলিয়ায়ে কেরাম একমত যে, বান্দার গোপন গুনাহ দীনের পথে তার পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ এবং দীনের পথে অবিচল থাকার অন্যতম উপায় হচ্ছে গোপন ইবাদত।

গোপন গুনাহের সবচেয়ে জঘন্য পরিণতি হলো, ঈমানহারা অবস্থায় তার মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা বেশি। হজরত সাহল বিন সাদ আস সায়েদি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে জান্নাতিদের মতো আমল করবে; অথচ সে জাহান্নামী। আর কোনো ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে জাহান্নামীদের মতো আমল করবে, অথচ সে জান্নাতী।' (সহিহ মুসলিম: ৬৬৩৪)

সাওবান (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই। তিনি বললেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক, যারা একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত কর্মে লিপ্ত হবে।' (ইবনে মাজা: ২/১৪১৮)

লক্ষ করুন, ভালো মানুষ হলেও আসলে তিনি ছিলেন গুনাহগার। গোপন গুনাহে লিপ্ত থাকতেন, যা পরিচিতরা জানতেন না।

এসব মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰي مِنَ الْقَوْلِ ؕ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا

'তারা মানুষের কাছ থেকে নিজেকে গোপন করে আর আল্লাহর কাছ থেকে গোপন করে না, অথচ তিনি তাদের সঙ্গেই থাকেন, যখন তারা রাতের বেলা এমন কথার পরিকল্পনা করে, যা আল্লাহ পছন্দ করেন না। তারা যা করছে, আল্লাহ সবই বেষ্টন করে আছেন।' (সুরা নিসা: ১০৮)

হজরত ইবনুল জাওযি (রহ.) বলেন, গুনাহ থেকে পরিপূর্ণরূপে বেঁচে থাকো; বিশেষত গোপন গুনাহ থেকে। কেননা, আল্লাহর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বান্দাকে তার নজর থেকে ফেলে দেয়। আল্লাহ ও তোমার মাঝে গোপনীয় বিষয় সংশোধন করো; তাহলে তিনি তোমার বহিরাগত বিষয় সংশোধন করে দেবেন।' (সাইদুল খাতির : ২০৭)

শায়খ ইবনুল আরাবি বলেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত সে-ই, যে মানুষের সামনে ভালো আমল করে, কিন্তু যে মহান সত্ত্বা তার শাহরগ থেকেও অধিক নিকটবর্তী, তার সামনে বদ আমল করে। (তারিখু দিমাশক: ৫/৩৫৬)

গুনাহ

'গুনাহ' শব্দটি মূলত ফার্সি একটি শব্দ। প্রচলিত অর্থে গুনাহ কে পাপ ও বলা হয়ে থাকে।বাংলা অভিধানে এর অর্থ লেখা হয়েছে অন্যায়, কলুষ, দুষ্কৃতি ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থে গুনাহ বলতে বোঝায় আল্লাহ তা'আলার ও তাঁর রাসূল-এর বিধানকে অমান্য করা বা তাঁদের বিধানের বিরোধিতা করা এবং প্রকাশ্যে বা গোপনে তাঁদের নিষেধকৃত কাজ করা।

এক কথায় কোরআন ও হাদীসের পরিপন্থী কাজকেই গুনাহ বলে।গুনাহের দৃষ্টান্ত হল ক্যান্সারের মত। শরীরের কোন অঙ্গে এই রোগ হলে, সেখান থেকে সেই জীবানুকে দ্রুততার সাথে বের করে ফেলতে হয়। নতুবা রোগী ইন্তেকাল করেন। তদ্রুপ গুনাহের চিকিৎসা অপরিহার্য। যদি না করা হয়, গুনাহের অভ্যাস পাকাপোক্ত হয় এবং মানুষের আধ্যাত্মিক মৃত্যুর কারন হয়ে দাঁড়ায়। গুনাহ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ

আর তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন পাপ ত্যাগ কর। নিশ্চয় যারা পাপ অর্জন করে, তাদেরকে অচিরেই প্রতিদান দেয়া হবে, তারা যা অর্জন করে তার বিনিময়ে।(সূরা আন-আম,আয়াত:১২০)

গুনাহ্-এর প্রকারভেদ

গুনাহ বা পাপগুলোকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

১. কবীরা গুনাহ

২. সগিরা গুনাহ

১.কবীরা গুনাহ

কবীরা শব্দের শাব্দিক অর্থ বড়।কবীরা গুনাহের অর্থ হলো বড় গুনাহ বা বড় পাপ।পারিভাষিক অর্থে কবীরাহ্ গুনাহ বলতে বোঝায় এমন সব পাপ কাজ যার মাধ্যমে মানুষ ঈমান হারা হয়ে যায়,আল্লাহর গযব বা লানত নাযিল হয়,আখিরাতে শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়।

শারী'আতের পরিভাষায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম যে সকল কাজ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং সে সকল কাজের জন্য শাস্তির বিধান অথবা আল্লাহর রাগের কথা বলা হয়েছে, তাকে কাবীরা গুনাহ বলা হয়।

উল্লেখযোগ্য কিছু কবীরা গুনাহের উদাহরণ হলো:

- শিরক করা
- পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া
- মিথ্যা বলা
- যাদু করা
- সুদ খাওয়া,অন্যের হক নষ্ট করা

- আত্নীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করা
- আত্নহত্যা করা
- যিনা-ব্যাভিচার করা
- মানুষকে গালি দেওয়া
- চুরি করা
- প্রতিবেশীদের কষ্ট দেওয়া
- হারাম উপার্জন করা

কবীরা গুনাহসমূহের সংখ্যা

কুরআন ও হাদীসে কাবীরা গুনাহের পূর্ণ সংখ্যার বর্ণনা এক সাথে উল্লেখ নেই। তবে কুরআনে ও হাদীসে যে সকল গুনাহকে কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, উলামায়ে কেরাম এর সংখ্যা ৭০টি বলে বর্ণনা করেছেন। আবার তাঁদের কেউ কেউ তার সংখ্যা এর চেয়ে অধিক বলেও উল্লেখ করেছেন। এসকল কাবীরা গুনাহের মধ্যে কোনটি কোনটির চেয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুতর।

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا: {وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} الآي

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)- কে জিজ্ঞেসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তোমার সন্তান তোমার সাথে খাবে এ ভয়ে তাকে হত্যা করা। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, তারপর কোনটি? রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাব দিলেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।(সহীহ বুখারি ৬৮৬১)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ«

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ৭টি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে তোমরা দূরে থাকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে ৭টি কাজ কি কি?

তিনি বললেনঃ (১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা; (২) যাদু করা; (৩) শারী'আতের বিধান ছাড়া কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা, যা আল্লাহ হারাম করেছেন; (৪) ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা; (৫) সুদ খাওয়া; (৬) জিহাদের ময়দান থেকে পালায়ন করা; (৭) নিরাপরাধ ও পবিত্র মুসলিম মহিলাদের নামে যিনার অপবাদ রটানো। (বুখারী ২৬৬৬, মুসলিম হাঃ ১৪৫)

কবীরা গুনাহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো শীরক করা।তওবা না করলে আল্লাহ তায়ালা এই গুনাহ ক্ষমা করবেন না।

আল্লাহ শিরককারীকে ক্ষমা করবেন না বলে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓي اِثْمًا عَظِيْمًا

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শিরক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন।আর যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শিরক) করে, সে এক মহাপাপ করে। (সুরা নিসা আয়াত: ৪৮)

অর্থাৎ, এমন অপরাধ ও গুনাহ, যা থেকে তওবা না করেই মু'মিন মারা গেছে। আল্লাহ তাআলা কারো জন্য চাইলে কোন প্রকারের শাস্তি না দিয়েই তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং অনেককে শাস্তি দেওয়ার পর ক্ষমা করবেন। আবার অনেককে নবী করীম (সাঃ)-এর সুপারিশে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করার অপরাধ কোন

অবস্থাতেই মাফ হবে না। কেননা, মুশরিকের উপর তিনি জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন।

হাদীসেও শিরককে সব থেকে বড় পাপ গণ্য করা হয়েছে।

কোন ব্যাক্তি যদি কবীরা গুনাহ থেকে তওবা না করে এবং আল্লাহ ক্ষমা না করেন, তবে সে ব্যক্তিকে মাত্র একটি কবীরা গুনাহের জন্য জাহান্নামে যেতে হবে। যদিও নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত শাস্তি ভোগের পর ঈমানের কারণে ক্ষমা পেয়ে আল্লাহর দয়ায় জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

২.সগীরা গুনাহ

সগীরা শব্দের শাব্দিক অর্থ ছোট। সগীরাহ গুনাহ বলতে ছোট গুনাহ বা ছোট পাপ কে বোঝায়। ইসলামের পরিভাষায় সগীরা গুনাহ বলতে বোঝায় এমন সব গুনাহ যে সকল গুনাহের ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) সতর্ক করেছেন কিন্তু কোন শাস্তির কথা বলেননি। যা নেক আমল করলেই ক্ষমা হয়ে যায় তওবার প্রয়োজন হয় না। অন্যকথায় কবীরা গুনাহ ব্যাতিত সব গুনাহ ই সগীরা গুনাহ।

রাসূলুল্লাহ সালল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুম‘আ হতে আরেক জুম‘আ, এক রমজান হতে আরেক রামজান এর মধ্যবর্তী সকল গোনাহের জন্য কাফফারা হবে যদি কবীরা গোনাহ সমূহ থেকে বিরত থাকা যায়’(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৪)

সগীরাহ গুনাহের উদাহরণ হলো

- নামাযরত অবস্থায় এদিক ওদিকে দৃষ্টিপাত করা।
- নামায অবস্থায় কাপড়, দাড়ি, বা শরীরের কোন অঙ্গ নিয়ে খেলা করা।
- জুমার ২য় আযানের সময় বেচাকেনা করা।

- কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোনো মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাবের উপর তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে অন্যজন প্রস্তাব করা।
- বেচাকেনার ক্ষেত্রে কেউ দরদাম করছে এমতাবস্থায় তার শেষ হওয়ার আগে আরেকজন এসে দরদাম শুরু করা।
- কোন পর নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করা।
- স্ত্রীকে এক বৈঠকে একাধিক তালাক দেয়া।
- ঋতু চলাকালীন সময়ে তালাক দেয়া।
- অতিরিক্ত ঝগড়া-ঝাটি করা।
- গীবত শুনে চুপ থাকা।
- পাপাচারী লোকদের সাথে (সংশোধন ও দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া) উঠবস করা।
- খোলা স্থানে কিবলার দিকে মুখ করে বা কেবলাকে পেছনে করে পেশাব-পায়খানা করা।
- বিনা প্রয়োজনে উপকার হীন কথাবার্তা বলা ইত্যাদি।

এই সব কাজ মাকরুহ বা অপছন্দনীয়। এর জন্য বিচারে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে না। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا

তোমরা যদি সেসব কবীরা গুনাহ পরিহার কর, যা থেকে তোমাদের বারণ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের ছোট গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেব এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাব সম্মানজনক প্রবেশস্থলে।(সুরা- নিসা, আয়াত: ৩১)

বিভিন্ন কারণে করীরা গুনাহ সগীরা গুনাহতে পরিণত হতে পারে যেমন

১.সগীরা গুনাহকে তুচ্ছ মনে করা

২.বার বার একই সগীরা গুনাহ করতে থাকা

৩.সগীরা গুনাহের জন্য গর্ববোধ করা এবং তা প্রকাশ্যে করা।

হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

»إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ.«

'সাবধান! গুনাহকে তুচ্ছ মনে করার ব্যাপারে সর্তক হও। কেননা গুনাহকে তুচ্ছ মনে করার উদাহরণ হল:

একদল লোক কোন এক পাহাড়ের উপত্যকায় যাত্রা বিরতি করলো। এরপর সেখানে কেউ একটা কাঠি নিয়ে এলো, আরেকজন আরেকটা কাঠি নিয়ে এলো।তারপর তারা (এই ছোট ছোট কাঠিগুলো জমা করে সেগুলো দ্বারা) রুটি পাকালো। ঠিক তদ্রূপ যে সব গুনাহকে তুচ্ছ ভাবা হয় সেগুলোই এতে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে।" (মুসনাদ আহমাদ ৫/৩৩১। সহীহুল জামে', নাসিরুদ্দিন আলবানী, আল মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, হাদিস নং: ২৬৮৬।)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ ، فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ

"তোমারা ছোট গুনাহ থেকেও দূরে থাকবে। কেননা, এগুলো জমা হয়ে মানুষকে ধ্বংস করে ছাড়ে।" (সহীহুল জামে লিল আলবানী, হা/২৬৮৭-সহীহ)

কাবীরা গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

"আপনি বলুন, হে বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর রহমাত হতে তোমরা নিরাশ হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সব পাপ ক্ষমা করে দিবেন, তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আযযুমার-৫৩)

মূলত একনিষ্ঠ তাওবাহর মাধ্যমে সকল গুনাহ থেকে মুক্তি লাভ করা যায় তবে এ জন্য চারটি শর্ত রয়েছে। যেমনঃ

(১) আন্তরিকভাবে খালিস নিয়্যতের সহিত অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া;

(২) ভবিষ্যতে আর ঐ গুনাহ না করার ওয়াদাহ করা;

(৩) অবিলম্বে উক্ত গুনাহ একেবারেই ত্যাগ করা;

(৪) গুনাহর সাথে মানুষের অধিকার জড়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি জীবিত থাকে তবে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া এবং প্রয়োজনে তাকে বা তার উত্তরাধিকারীদেরকে সন্তোষজনক ক্ষতিপূরণ দান।

এই চারটি শর্ত পালনপূর্বক ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সগীরা গুনাহ থেকেও সাবধান!

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, হে লোকসকল! তোমরা এমন সমস্ত কাজ করে থাক যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চাইতেও সূক্ষ্ম। অথচ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সময়ে আমরা সেগুলোকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম। (বুখারী, মিশকাত হাঃ ৫১২৩)

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, হে আয়িশাহ! তুমি ঐসব গুনাহ থেকে বেঁচে থাক যেগুলোকে ক্ষুদ্র ধারণা করা হয়। কেননা, এ সমস্ত ছোট ছোট গুনাহগুলোর খোঁজ রাখার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে (মালাইকা) নিয়োজিত রয়েছেন। (ইবনু মাজাহ, দারেমী ও বায়হাকী, মিশকাত হাঃ ৫১২৪)

সগীরা গুনাহ থেকে বেচে থাকার উপায়ঃ

১.ছোট কোন গুনাহকে তুচ্ছ মনে না করা।

২.গুনাহের পুনরাবৃত্তি না করা।

৩.গুনাহের ব্যাপারে সর্বদা সর্তক থাকা।

পাপ ছোট না বড় সে দিকে না তাকিয়ে আমাদের উচিৎ সব ধরণের পাপাচার থেকে বিরত থাকার সর্বাত্বক চেষ্টা করা। তারপরও শয়তানের কুমন্ত্রণা ও কু প্রবৃত্তির তাড়নায় কোনো পাপাচার করে ফেললে তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হৃদয়ে সেই ক্ষমাশীল দয়াময় প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা আবশ্যক। তাহলে তিনি ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়।

গুনাহের ক্ষতিকর দিক

ছোট-বড় গুনাহ আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে করে থাকি। বহু জাতির ধ্বংস, বহু পরিবারের অধঃপতন, সর্বত্র মত ও পথের দ্বন্দ্ব, অন্তরের কঠিনতা ও বিনাশ, রিজিকের অপবিত্রতা, আল্লাহর রাগ, মানুষের মধ্যকার ভয়ভীতি ও অস্থিরতা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাবলি বৃদ্ধি, সব কিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী বস্তুর উপকার কম এবং ক্ষতি বেশি হয়ে যাওয়া সবই তো গুনাহের কারণে।

আল্লাহ বলেন,

‘পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর’ (সূরা আল মায়িদাহ-২)। ‘

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ؕ

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে, সে তা দেখতে পাবে।আর কেউ অণু পরিমাণও খারাপ কাজ করলে সেও তা দেখবে’ (সূরা আল যিলযাল,আয়াত:৭-৮)

গুনাহের কারণে দুনিয়াতে নানা ধরনের বিপদ আসে। আল্লাহ বলেন,

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ؕ

‘তোমাদের ওপর যে বিপদই উপনীত হয় তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল, তিনি অনেক অপরাধই ক্ষমা করে দেন’ (সূরা আশশুরা,আয়াত:৩০)

আনাস রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এমন সব কাজ তোমরা করে থাকো তোমাদের দৃষ্টিতে যেগুলো চুল থেকেও অধিক হালকা-পাতলা। কিন্তু আমরা সেগুলোকে রাসূলুল্লাহ সা:-এর জামানায় ধ্বংসাত্মক বলে গণ্য করতাম (বুখারি-৬৪৯২)।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নিশ্চয়ই মুমিন গুনাহকে এমন মনে করে যে, যেন সে পাহাড়ের নিচে। ভয় পাচ্ছে পাহাড়টি কখন যে তার মাথার ওপর ভেঙে পড়ে। আর ফাসিক (আল্লাহর অবাধ্য) গুনাহকে এমন মনে করে যে, যেমন কোনো একটি মাছি তার নাকে বসল আর সে হাত দিয়ে মাছিটিকে তাড়িয়ে দিলে তা উড়ে গেল।

ইমাম আওজায়ি বলেন, গুনাহ যে ছোট তা দেখো না বরং কার শানে তুমি গুনাহ করছ তাই ভেবে দেখো।

ফুজাইল বিন ইয়াজ বলেন, তুমি গুনাহকে যতই ছোট মনে করবে আল্লাহ তায়ালার কাছে তা ততই বড় হয়ে দেখা দেবে। আর যতই তুমি তা বড় মনে করবে ততই তা আল্লাহ তায়ালার কাছে ছোট হয়ে দেখা দেবে।

কখনো কখনো গুনাহের প্রতিক্রিয়া দ্রুত দেখা যায় না। তখন গুনাহগার মনে করে থাকে, এর প্রতিক্রিয়া আর দেখা যাবে না। তখন সে ওই গুনাহের কথা একেবারেই ভুলে যায়। অথচ এটি একটি মারাত্মক ভুল চিন্তা। তাই এর কয়েকটি পরিণতি তুলে ধরা হলো-

১.গুনাহের কারণে দুনিয়াতে নানা ধরনের বিপদ আসে

গুনাহের কারণে দুনিয়াতে নানা ধরণের আযাব আল্লাহ পাঠিয়ে থাকেন।এর মধ্যে অন্যতম হলো অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি,খরা,হত্যা,গুম,ছিনতাই রাহাজানি বেড়ে যাওয়া,অশ্লীলতার প্রসার,সমাজে শান্তি বিনষ্ট হওয়া ইত্যাদি। এই সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানা তায়ালা কুরআনে বলেছেন-

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰي دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

আর অবশ্যই আমি তাদেরকে গুরুতর আযাবের পূর্বে লঘু আযাব আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে।(সূরা আস সাজদাহ,আয়াত:২১)

২.গুনাহের শাস্তি দুনিয়াতে পেয়ে যাওয়া

যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালোবাসে সে এ দুনিয়াতে তিন প্রকারের শাস্তি ভোগ করে। সে জিনিস পাওয়ার আগে তা পাচ্ছে না বলে মানসিক শাস্তি, তা পাওয়ার পর হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কাগত শাস্তি এবং তা হাতছাড়া হয়ে গেলে বিরহের শাস্তি।

কিছু পাপের শাস্তি আল্লাহ সুবহানা তায়ালা দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন।এর মধ্যে অন্যতম হলো বাবা মায়ের অবাধ্যতা, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা।কবরের জীবন ও আখিরাতেও তার জন্য অনেকগুলো শাস্তি রয়েছে।

৩. অন্তরের নূর নষ্ট হয়ে যাওয়া

গুনাহের কারণে গুনাহগারের অন্তর ধীরে ধীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তখন যে বিদয়াত, শিরক, কুফর সবই করে ফেলবে অথচ যে তা একটুও টের পাবে না। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা: বলেন, কোনো নেককাজ করলে চেহারায় উজ্জ্বলতা ফুটে উঠে। অন্তরে আলো জন্ম নেয়। রিজিকে সচ্ছলতা, শরীরে শক্তি ও মানুষের ভালোবাসা

অর্জন করা যায়। আর গুনাহ করলে চেহারা কালো, অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। রিজিকে ঘাটতি আসে এবং মানুষের অন্তরে তার প্রতি এক ধরনের বিদ্বেষভাব জন্ম নেয়।

৪. একটি গুনাহ আরেকটি গুনাহর জন্ম দেয়

পরিশেষে গুনাহ করতে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় যে, গুনাহ থেকে বের হওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি এ ব্যাপারে দয়া করেন। সে একের পর এক গুনাহ করতেই থাকে। গুনাহকে গুনাহ মনে করে না।গুনাহ তার কাছে স্বাভাবিক বিষয় হয়ে যায়।যার ফলে তওবা করার ও প্রয়োজন মনে করে না।যেমন কেউ মিথ্যা কথা বলা শুরু করলে একটি মিথ্যাকে ঢাকতে হাজার মিথ্যা বলে যায়।

৫.গুনাহগার ও নেককারের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি

গুনাহের কারণে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে নেককার লোকদের মাঝে ও গুনাহগারের মাঝে বিরাট এক দূরত্ব জন্ম নেয়। যার দরুন পাপী কখনো ভালো মানুষদের নিকটবর্তী হতে চায় না। বরং সর্বদা সে শয়তান প্রকৃতির লোকদের সাথেই ওঠাবসা করা পছন্দ করে।

৬.আল্লাহর সাথে দূরত্ব সৃষ্টি

গুনাহ করতে করতে গুনাহগারের অন্তরে গুনাহের এক আস্তর পড়ে যায়। তখন বিপদের সময়ও তার অন্তর তা কাটিয়ে উঠতে তার সহযোগিতা করে না। আল্লাহ তায়ালার কাছে ফরিয়াদ করতে চায় না। জিকিরে ব্যস্ত হয় না এবং একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করতে রাজি হয় না। দিন দিন আল্লাহর সাথে দূরত্ব বাড়তেই থাকে আর সে গুনাহ থেকে ফিরে আসার পথ পায়না এবং গুনাহের সাগরে ডুবতে থাকে।

৭.হিদায়েত থেকে দূরে সরে যাওয়া

গুনাহের কারণে গুনাহগারের অন্তর একেবারেই অন্ধ হয়ে যায়। পুরো অন্ধ না হলেও তার অন্তরদৃষ্টি দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন তা অন্তরে আর হিদায়াতের আলো প্রবেশ করে না।হিদায়েত থেকে দূরে জাহান্নামের পথে ধাবিত হয়।

৮.দ্বীনি ইলম থেকে বঞ্চিত হওয়া

গুনাহগার ব্যক্তি দ্বীনি ইলম থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ, দ্বীনি ইলম হচ্ছে নূর বা আলো যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যে কারোর অন্তরে ঢেলে দেন। আর গুনাহ সে নূরকে নিভিয়ে দেয়।

৯.রিজিক থেকে বঞ্চিত হওয়া

গুনাহগার ব্যক্তি গুনাহের কারণে রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়।

সাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ

"দু'আ ব্যতীত আর কিছুই ভাগ্যকে ফেরায় (পরিবর্তন করে) না, পুণ্য ব্যতীত আর কিছু আয়ুকে বাড়ায় না এবং কৃত পাপের কারণেই বান্দা জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়। "(ইবনে মাজাহ, হা-৪০২২)।

ঠিক এরই বিপরীতে আল্লাহভিরুতাই রিজিক বর্ধনের কারণ হয়। সুতরাং রিজিক পেতে হলে গুনাহ অবশ্যই ছাড়তে হবে।

১০.অন্তরের বিক্ষিপ্ততা

গুনাহের কারণে গুনাহগারের অন্তরে এক ধরনের বিক্ষিপ্ত ভাব সৃষ্টি হয়। যার দরুন আল্লাহ তায়ালা ও তার অন্তরের মাঝে এমন এক দূরত্ব জন্ম নেয় যার ক্ষতিপূরণ আল্লাহ তায়ালা না চান তো কখনোই সম্ভব নয়।

১১. গুনাহের কারণে অন্য পশু ও মানুষের ক্ষতি

গুনাহের কারণে শুধু গুনাহগারই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বরং তাতে অন্য পশু এবং অন্য মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিপর্যয়ের কথাই আল্লাহ তা'আলা বলেন:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে ফাসাদ প্রকাশ পায়। যার ফলে আল্লাহ তাদের কতিপয় কৃতকর্মের স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে। "(সূরা রুম, আয়াত:৪১)

মুজাহিদ রা: বলেন, যখন এলাকায় দুর্ভিক্ষ বা অনাবৃষ্টি দেখা দেয়, তখন পশুরা গুনাহগারদের প্রতি লানত করে এবং বলে, এটি আদম সন্তানের গুনাহরই অপকারিতা। গুনাহগার ব্যক্তি রাসূল সা: ও ফেরেশতাদের দোয়া থেকে বঞ্চিত হয়। তাই আমাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করে গুনাহ বর্জন করা অন্যথায় করোনাভাইরাসের মতো বিভিন্ন আজাব-গজব এসে সব কিছু ধ্বংস করে দেবে। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা ও হিফাজত করুন।

১২.জ্ঞান ও মুখস্থশক্তি কমে যাওয়া

জ্ঞান ও মুখস্থ শক্তি আল্লাহর দেয়া অন্যতম নি'আমত। গুনাহের কারণে এই নি'আমত দূর হয়ে যায় । ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) একদিন মাদীনায় ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) -এর সামনে বসা ছিলেন। তখন ইমাম মালিক ইমাম শাফি'ঈকে দেখে বুঝলেন যে, ছেলেটির মধ্যে প্রতিভা আছে। তাই তিনি তাকে নসীহত হিসেবে বলেন,

"إني أرى الله قد ألقى على قلبك نوراً فلا تطفئه بظلمة المعصية"

"আমি দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ তোমার অন্তরে আলো (জ্ঞান) দান করেছেন, অতএব তুমি এই আলোকে গুনাহের অন্ধকার দিয়ে নিভিয়ে দিও না।"

আমরা যদি কুরআন হিফজ করতে যায় বা হাদিস মুখস্ত করি বা যেকোন দ্বীনি ইলম হাসিল করতে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের উচিত গুনাহ থেকে বেচে থাকা।

১৩.মুসলিমদের একতা নষ্ট হওয়া

গুনাহের কারণে মুসলিমদের একতা নষ্ট হয়। মুসলিম মুসলিমে ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়।মুসলিমরা তখন একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয়।মুসলিমদের মাঝেই তখন হানাহানি শুরু হয়।এই অবস্থার কারণে কাফিররা আর মুসলিমদেরকে ভয় পায় না। বর্তমানেও ঠিক এক ই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অথচ এই মুসলিমরাই ইসলামের প্রথম যুগে অস্ত্রশক্তিতে দুর্বল হওয়ার পরও শুধু ঈমানের ও 'আমলের বলে কাফিরদের পরাজিত করেছিল। কিন্তু আজ মুসলিমরা গুনাহে নিমজ্জিত হয়ে নিজেদের ঈমান ও 'আমলের শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে।

যে মুসলিমরা শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হলেও মৃত্যু পর্যন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে গিয়েছে সেই মুসলিমরাই আজ পায়ে একটি কাঁটা বিধলে ভয়ে ঘর থেকে বের হয় না।

সাওবান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ বলেছেন:

يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا. فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ». فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْوَهَنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَة

الْمَوْتِ.«

"অদূর ভবিষ্যতে অন্য জাতির লোকেরা তোমাদের ওপর বিজয়ী হবে, যেমন খাদ্য গ্রহণকারী বড় পাত্রের দিকে আসে। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, আমাদের সংখ্যা কি তখন কম হবে? তিনি বলেন, না, বরং সে সময় তোমরা সংখ্যায় অধিক হবে। কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে সমুদ্রের ফেনার মত। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর হতে তোমাদের ভীরুতা দূর করে দেবেন।

জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! 'আল ওয়াহ্ন' কী? তিনি (3) বললেন, দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।(সুনান আবু দাউদ: ৪২৯৯, মুসনাদে আহমাদ: ২২৩৯৭, হাদীসটি সহীহ।)

১৪. লজ্জা-শরম কমে যাওয়া

গুনাহের কাজ করলে ধীরে ধীরে লজ্জা-শরম কমে যেতে থাকে। তখন সে যা ইচ্ছা তা-ই বলতে পারে, করতে পারে। হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন:

إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

“যখন তোমার থেকে লজ্জা চলে যাবে তখন তুমি যা ইচ্ছা তা-ই করো। "(সহীহুল বুখারী: ৬১২০)

অর্থাৎ লজ্জাহীন মানুষ যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে। আর লজ্জার পুরোটুকুই কল্যাণ। যার লজ্জা নাই তার কাছে কল্যাণও থাকার কথা না। তাই লজ্জাহীন মানুষ কল্যাণহীন

হতে পারে। আর যখন কারো মধ্যে কল্যাণ থাকলে না তখন তার কর্মকাণ্ড বিপথে পরিচালিত হবে। এগুলো সবই তার গুনাহের কুপ্রভাবে হয়।

রাসূলুল্লাহ অন্যত্র বলেছেন:

وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

"লজ্জা ঈমানের একটি শাখা। "(সহীহুল বুখারী: ৯)

১৫.আল্লাহর নি'আমত থেকে বঞ্চিত হওয়া

গুনাহের কারণে ব্যক্তি আল্লাহর অনেক নি'আমত থেকে বঞ্চিত হয়। 'আলী বলেন,

إذا كنت في نعمة فارعها.... فإن الذنوب تزيل النعم.

"যদি তুমি আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে থাকো তাহলে তার যত্ন নাও। কারণ গুনাহ নি'আমতকে দূর করে দেয়।"

গোপন গুনাহ

যেসকল গুনাহ গোপনে বা লোকচক্ষুর আড়ালে করা হয়ে থাকে সেগুলোকে গোপন গুনাহ বলা হয়ে থাকে। আমাদের সমাজে এমন বহু মানুষ রয়েছে, যারা অন্যদের কাছে ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত। নিয়মিত নামাজ পড়ে, দ্বীনদার, ধার্মিক, আলেম কিংবা আল্লাহওয়ালা হিসেবে তার পরিচিতি রয়েছে। প্রকাশ্যে তাকে পাপ কাজ করতে দেখা যায় না। কিন্তু গোপনে গোপনে তিনি নানা ধরনের গুনাহের কাজে লিপ্ত। অনেকে তো এমন ও আছে প্রকাশ্যে ভালো মানুষ হলেও গোপনে নানা ধরণের কবিরা গোনাহ করে থাকে। এটি একদিকে মুনাফেকি, অন্যদিকে ধীরে ধীরে তার আমল ও ইবাদত নষ্ট করে দেয়।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ

তোমরা প্রকাশ্য এবং গোপন পাপ বর্জন কর। যারা পাপ করে, তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি তাদেরকে দেওয়া হবে। (সুরা আনআম, আয়াত: ১২০)

এ ধরনের গোপন পাপ কথার দ্বারাও হতে পারে, চিন্তা বা নিয়তের দ্বারাও হতে পারে, আবার কর্মের দ্বারাও হতে পারে। গোপন পাপ ধ্বংস ডেকে আনে।

গোপনে গাইরুল্লাহর নাম নিয়ে পশু জবাই করা - কথার গোপন পাপ।

রিয়া বা অন্যকে দেখানোর জন্য ইবাদত করা - নিয়ত বা চিন্তার গোপন পাপ।

আর অপ্রকাশ্য ব্যভিচার বা গোপন জিনা - কর্মগত গোপন পাপ।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَي اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

‘বলে দাও, নিশ্চয়ই আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোনো কিছুকে আল্লাহর শরিক করা—যার কোনো সনদ তিনি প্রেরণ করেননি।আর আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা তোমরা জানো না।’ (সুরা আরাফ, আয়াত : ৩৩)

পাপ হল আল্লাহর অবাধ্যতার নাম। একটি হাদীসে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "পাপ হল সেই জিনিস, যা তোমার অন্তরে খটকা ও উদ্বেগ সৃষ্টি করে এবং মানুষ জেনে নিক -এ কথা তুমি অপছন্দ কর।" মুসলিম,

প্রকাশ্য গোনাহের চেয়ে গোপনে করা গোনাহ বেশি ভয়াবহ। কেননা যখন কেউ গোপনে গোনাহ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় বিদায় নিয়ে নেয়। ক্রমাগত সে ধ্বংস ও অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। অবস্থা কখনো এত ভয়ানক হয় যে তার ঈমান পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায় এবং ঈমানহীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। বর্তমান সময়ে গোপন গোনাহের সরঞ্জাম অনেক বেশি, আর উপকরণগুলোও

সহজলভ্য। তাই সমাজের মানুষ দিন দিন গোপন গোনাহে বেশি জড়িয়ে পড়ছে। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া দ্বীনদার শ্রেণির মানুষ থেকে শুরু করে আলেমরাও বাদ পড়ছেন না এই ধ্বংসাত্মক পাপ থেকে।

আল্লামা ইবনে জাওজি (রহ.) বলেন, 'সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত সে, যে মানুষের সামনে ভালো আমল করে, কিন্তু যে মহান সত্তা তার শাহ রগ থেকেও অধিক নিকটবর্তী, তার সামনে বদ আমল করে।' বলা হয়, 'গোপন গোনাহ ও অবাধ্যতার কারণে মানুষের খারাপ মৃত্যু (অপমৃত্যু) হয়।'

পাপ খুবই মন্দ ও নিন্দনীয় কাজ। পাপের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। পৃথিবীতে যেমন পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে হয়, পরকালেও তেমনি পাপের ফল হবে জাহান্নামের আগুন। প্রকাশ্য পাপের চেয়ে গোপনে করা পাপ বেশি ভয়াবহ। কারণ গোপনে যে পাপে লিপ্ত হয়, সে জেনে-বুঝে সচেতনভাবেই পাপে লিপ্ত হয়। আর কেউ যখন জেনে-বুঝে পাপে লিপ্ত হয়, তখন তার অন্তর থেকে তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় বিদায় নেয়। অন্তর তাকওয়াশূন্য হয়ে পাথরের মতো শক্ত হতে থাকে। ফলে অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয় না। মোনাজাতে চোখের পানি আসে না। একপর্যায়ে কোনো আমলেই আর মন বসে না। ইবাদত করতে ভালো লাগে না। কোরআন তেলাওয়াত মধুর লাগে না।

এভাবে ক্রমান্বয়ে সে ধ্বংস ও অধঃপতনের দিকে এগোতে থাকে। সে বাঁচতে চায়, কিন্তু বাঁচতে পারে না। একপর্যায়ে অবস্থা এতটা ভয়ানক হয় যে, তার ঈমান পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায় এবং ঈমানহারা অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে। এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যে, সারাজীবন নেক আমল করেছে, লোকে তাকে ভালো জানত, কিন্তু মৃত্যুর সময় ঈমান নসিব হয়নি। কেউ কেউ আবার ইসলামকেই অস্বীকার করে বসে। পরবর্তী সময়ে অনুসন্ধান করে জানা যায়, মনুষ্যসমাজ তাকে ভালো জানলেও গোপনে মারাত্মক ধরনের গুনাহে লিপ্ত ছিল সে।

গোপন পাপের মাধ্যম

বর্তমানে গোপন পাপের মাধ্যম ও উপাদান সবার হাতের নাগালে সয়লাব। হাতের কাছে, বালিশের পাশে গুনাহের অসংখ্য বস্তু। আধুনিক পৃথিবীতে প্রযুক্তির সয়লাবের পাশাপাশি গুনাহের সয়লাবও হয়েছে। যেখানে গুনাহ করলে কেউ কিছু জানতে পারে না। শয়তানের প্ররোচনায় অনেক বড় পরহেজগার মুত্তাকি কঠিনতম গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। ইন্টারনেট গুনাহের রাশি রাশি উপাদেয় হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। প্রযুক্তির ভালো দিক যেমনি রয়েছে, তেমনি অশ্লীল গান, মুভি, পর্নো ইত্যাদি খারাপের দিকও ঢের কম নয়। তাই গোপন গুনাহের আশঙ্কা থেকে খুব অল্প মানুষই নিরাপদ!

গোপন গুনাহের উদাহরণ

- যিনা-ব্যাভিচার
- কুধারণা
- প্রেম আসক্তি
- আসক্তি
- প্রবৃত্তির অনুসরণ
- নিফাক
- হিংসা
- রিয়া
- নেতৃত্বের লোভ
- দুনিয়ার প্রতি মুহাব্বত
- আল্লাহর উপর মানুষকে প্রাধান্য দেওয়া
- অহংকার
- আসক্তি

- পর্ন আসক্তি

যিনা-ব্যাভিচার

যিনা ব্যাভিচার অন্যতম গর্হিত পাপ।বর্তমান সময়ের সামাজিক অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে যিনা ব্যভিচার। ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যভিচার হলো- চারিত্রিক অধঃপতন, অনৈতিকতা, নোংরামি ও অশ্লীলতার শেষ ধাপ। ইসলাম এ কাজকে ঘৃণা করে তা থেকে দূরে থাকার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছে।

অনেকেই নর-নারী সম্মতিতে স্থাপিত যৌন সম্পর্ককে পাপ মনে করে না। শুধু ধর্ষণকে অপরাধ মনে করে। এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। মহান আল্লাহ বিয়ে বহির্ভূত সব ধরনের যৌন সম্পর্ককে হারাম করেছেন। ধর্ষণ যেমন অপরাধ, ব্যাভিচারও তেমনি গর্হিত দণ্ডনীয় অপরাধ। প্রকৃত মুমিন হতে হলে, জান্নাতে প্রবেশ করতে হলে ব্যভিচার থেকে পবিত্র হতে হবে।

ইসলামে ব্যভিচার যেহেতু বড়ই অপরাধমূলক কাজ; এত বড় অপরাধ যে, কোন বিবাহিত পুরুষ অথবা মহিলার দ্বারা এ কাজ হয়ে গেলে, ইসলামী সমাজে তার জীবিত থাকার অধিকার থাকে না। আবার তাকে তরবারির এক আঘাতে হত্যা করাও যথেষ্ট হয় না, বরং নির্দেশ হল, পাথর মেরে মেরে তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। যাতে সে সমাজে (অন্যদের জন্য) শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে যায়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানা তায়ালা যিনা ব্যাভিচার থেকে সতর্ক করে বলেছেন

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا

আর তোমরা ব্যভিচারের কাছে যেয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।(সুরা বনী ইসরাঈল, আয়াত:৩২)

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُو مُؤْمِنٌ.

ব্যভিচারী ব্যক্তি ব্যভিচার করার সময় (পূর্ণ) মুমিন থাকে না। (মুসলিম, ১/৫৬; আত-তারগিব ওয়াত তারহিব, ৩/১৮৫।)

হযরত উসমান ইবনে আবুল আস রা. বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইয় ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

تفتح أبواب السماء نصف الليل، فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فَيُعْطَى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له إلا زانية تسعى

بفرجها أو عشار.

মাঝরাতে আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর একজন আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে, 'কোনো দোয়াকারী রয়েছে কি, যার দোয়া কবুল করা হবে? কোনো প্রার্থনাকারী আছে কি, যার প্রার্থনা গৃহীত হবে? কোনো বিপদগ্রস্ত আছে কি, যার বিপদ দূর করা হবে?' তখন প্রত্যেক মুসলমানের দোয়া আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন। তবে দুজনের দোয়া কবুল করেন না: ১. ব্যভিচারিণী, যে নিজের লজ্জাস্থানকে খারাপ কাজে ব্যবহার করে, ২. অন্যায় কর আদায়কারী।(তাবারানী,মুসনাদে আহমদ,আত-তারগিব ওয়াত তারহিব ৩/১৮৬)

অন্য এক হাদিসে এসেছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তিন ব্যক্তির সঙ্গে নাকথা বলবেন, আর না তাদের গুনাহ মাফ করবেন: ১. বৃদ্ধ ব্যভিচারী, ২. মিথ্যুক রাজা, ৩. দরিদ্র অহংকারী। (মুসলিম ১/৭১)

আরেক স্থানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লম্বা স্বপ্নের কথা উল্লেখ করে বলেন,

ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أَشَدَّ شَيْءٍ اِنْتِفَاخًا وَأَنْتَنَهُ رِيحًا كَانَ رِيحُهُمْ الْمَرَاحِيضُ قُلْتُ مَنْ هُؤُلَاءِ؟ قَالَ هُؤُلَاءِ الزَّانُوْنَ.

অতঃপর আমাকে এমন কতিপয় লোকের পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো, যাদের শরীর (পঁচে) ফুলে গিয়েছিল এবং তাদের শরীর থেকে ভীষণ দুর্গন্ধ আসছিল; অনেকটা মলমূত্রের গন্ধের মতো। আমি এদের পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে ফেরেশতা বললেন, এরা ব্যভিচারী। (সহিহ ইবনে খুযাইমা; ইবনে হিব্বান; আত-তারগিব ওয়াত তারহিব, ৩/১৮৭)

হযরত মাইমুনা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لا تزال أمتى بخير مالم يفش فيهم ولد الزنا، فاذا فشا فيهم ولد
الزنا فاوشك ان يعمهم الله بعذاب

আমার উম্মত ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের মাঝে বসবাস করবে, যতদিন পর্যন্ত তাদের মাঝে জারজ সন্তানের ছড়াছড়ি না হবে। জারজ সন্তান ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেলে শীঘ্র আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করবেন।(মুসনাদে আহমদ, ৬/৩৩৩)

অপর এক সহিহ হাদিসে এও বর্ণিত হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি রোসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো গোত্রে ব্যভিচারী ও সুদখোরের সংখ্যা কর মতো। বেড়ে গেলে তারা নিজেরাই নিজেদের আযাবের উপযুক্ত বানিয়ে নেয়। (আত-তারগিব ওয়াত তারহিব, ৩/১৯১)

যিনা ব্যাভিচার থেকে বেঁচে থাকার উপায়ঃ

১.আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা

আল্লাহ তাআলার কাছে বেশি বেশি কান্নাকাটি করে দোয়া। তিনি যেন তার অবাধ্যতা, নাফরমানি ও সব ধরনের গোনাহ থেকে রক্ষা করেন।

২.নফসের কুমন্ত্রণা থেকে বেচে থাকা

নফস তথা আত্মার সঙ্গে মোজাহাদা (লড়াই) করা, মনের কুমন্ত্রণা দূর করা এবং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা।

৩.কিয়ামতের কথা স্মরণ করা

কিয়ামতের দিন গোপন গোনাহকারীদের আমলগুলো ধূলিকণার মতো উড়িয়ে দেওয়ার কথা চিন্তা করা। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে,

মহানবী (সা.) বলেন, 'আমি আমার উম্মতের কিছু মানুষ সম্পর্কে জানি, যারা কিয়ামতের দিন তিহামার (বিখ্যাত পাহাড়) শুভ্র পর্বতমালা সমতুল্য নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন।

হজরত সাওবান (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তিনি বললেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক, যারা একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত কর্মে (গোপন গোনাহ) লিপ্ত হবে।' (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৪১৮)

৪.আল্লাহর উপস্থিতির কথা চিন্তা করা

আল্লাহ তাআলার উপস্থিতির কথা চিন্তা করা। তিনি আমাকে সর্বদা দেখছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁকে ভয় করা। এ প্রসঙ্গে কোরআনে কারিমে ইরশাদ করেছেন

ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক।' (সুরা নিসা, আয়াত : ১)

৫.লজ্জাবোধ জাগ্রত করা

গোনাহ করার সময় এ কথা চিন্তা করা, কেউ কি দেখলে আমি এমন গোনাহ করতে পারতাম? এভাবে নিজের ভেতরের লজ্জাবোধ জাগ্রত করা। এ বিষয়ে হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তুমি তোমার পরিবারের কোনো প্রভাবশালী সদস্যকে যেমন লজ্জা পাও, আল্লাহকে (কমপক্ষে) তেমন লজ্জা করো।' (মুসনাদুল বাজ্জার : ৭/৮৯)

৬.মৃত্যুর কথা স্মরণ করা

এ চিন্তা করা, গোনাহরত অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহলে কিভাবে আমি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব?

মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তিকে (কিয়ামতের দিন) ওই অবস্থায় ওঠানো হবে, যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২২০৬)

৭.জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে চিন্তা করা

আল্লাহর নিয়ামত ও জান্নাতের সুখ-শান্তির কথা স্মরণ করা এবং জাহান্নামের আজাব ও ভয়ানক শাস্তি কল্পনা করা।

৮. জিকির করা

অবসরে জিকির ও ফিকিরে থাকার চেষ্টা করা। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۙ
الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰي جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

'নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলি রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে আর বলে, হে আমাদের রব! আপনি এগুলো নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। আপনি পবিত্র। আপনি আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।' (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯০-১৯১)

৯.একাকী না থাকা

গোপন গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে একাকী না থাকার পরামর্শ দিয়ে থাকেন আলেম-উলামারা। ভালো মানুষের সান্নিধ্যে থাকা, অবসর সময়ে বেশি বেশি কোরআন

তিলাওয়াত, জিকির-আজকার ও ইসলামী বই বেশি বেশি অধ্যয়ন করা। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

'হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।' (সুরা তওবা, আয়াত : ১১৯)

মহান আল্লাহ আমাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পাপ থেকে দূরে থাকার তৌফিক দিন।

কুধারণা

আমাদের অন্তরের অন্যতম ব্যাধি হলো কু-ধারণা করা। মানুষকে নিয়ে কুধারণা করা আমাদের নিত্যদিনের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। আমরা কাউকে দেখলে এটা সেটা ধারণা করে ফেলি সহজেই তার অবস্থান, পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা না করেই।

কেউ হয়ত জামাতের সাথে শুধু ফরজ আদায় করে মসজিদ থেকে বের হয়ে যান। তাকে দেখে বাকি মুসল্লীরা ভাবেন যে সুন্নত নামাজের প্রতি লোকটার কোনো গুরুত্ব নেই।কিন্তু এমন ও তো হতে পারে লোকটি বাসায় গিয়ে সুন্নত বা নফল নামাজ আদায় করবেন। অথবা তার আজকে কোন জরুরি কাজ আছে যার কারণে আজকে একটু আগে আগেই তাকে মসজিদ থেকে বের হতে হচ্ছে। নফল ছেড়ে দেওয়া দোষের কিছু না। তবে কু-ধারণার কারণে আমরা ঠিক ই গুনাহের অংশীদার হচ্ছি।

আল্লাহ সুবহানা তায়ালা আমাদের যাদের সঠিক ভাবে পর্দা করার তৌফিক দিয়েছেন আমরা অনেকেই যারা পর্দা করছে না ঠিক মত তাদের সম্পর্কে আমাদের অন্তরে কুধারণা পোষন করে থাকি। অন্তরের খবর তো একমাত্র আল্লাহ ই জানেন। হয়ত সেই বোনটি পর্দা করার জন্য অনেক সংগ্রাম করছেন, প্রতিনিয়ত আল্লাহর কাছে সঠিক ভাবে পর্দা করার তৌফিক চেয়ে যাচ্ছেন, তাহাজ্জুদে জায়নামাজ ভিজিয়ে যাচ্ছেন পর্দার বিধান মেনে চলার জন্য। আবার এমন ও হতে পারে যে সেই মানুষটির পর্দার সঠিক জ্ঞান নেই। আমাদের উচিত যেসব বোনেরা পর্দা করতে পারছেনা তাদের দেখে খারাপ

ধারণা না করে তার জন্য দুয়া করা,তাকে পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত করা,সঠিকভাবে পর্দা করতে সাহায্য করা। একই কথা ভাইদের জন্য ও প্রযোজ্য।

কাউকে হয়ত আমরা বাসায় দাওয়াত করেছি।সেও দাওয়াতে আসবে বলে কথা দিয়েছে। কিন্তু দেখা গেল সে দাওয়াতে আসেনি। আমরা সহজেই কুধারণা পোষন করি যে মানুষটি কথা দিয়ে কথা রাখলো না।তার কথার কোনো দাম নেই। সে মিথ্যুক, সে কথা দিয়ে কথার বরখেলাপ করেছে। কিন্তু আমরা খোজ নিয়ে দেখিনা যে সে কেন আসলো না,তার কোনো বিপদ হলো কিনা।

কুধারণা থেকে বেচে থাকার উপায়ঃ

১.অন্তরের সাথে মুজাহাদা করা

অন্তরের সঙ্গে মুজাহাদা করা বা নিজেকে পরিশুদ্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۪ۙ
فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۪ۙ
قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۪ۙ
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ؕ

‘শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তার। অতঃপর তাকে অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। আর যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।’ (সুরা শামস,আয়াত: ৭-১০)

২. কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত থাকা

সর্বদা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণকর কোনো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা।

৩.বেশি বেশি দুয়া করা

বেশি বেশি আল্লাহর নিকট দোয়া করা। যেন আল্লাহ নাফরমানি ও সব গুনাহ থেকে হেফাজত করেন। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হেফাজত করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে; বস্তুত আমি তো রয়েছি সন্নিকটেই। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করি, যখন তারা আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য, যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।' (সুরা বাকারা: ১)

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে গোপন গুনাহ থেকে বাঁচার তাওফিক দিন এবং দীনের পথে অবিচল থাকা সহজ করে দিন। আমিন।

৪.গোপন পাপের ভয়াবহতা নিয়ে চিন্তা করা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা কিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালা সমতুল্য নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন।

সাওবান (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই। তিনি বললেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক, যারা একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত কর্মে লিপ্ত হবে।' (ইবনে মাজা : ২/১৪১৮)

প্রেমাসক্তি

সুস্থ অন্তর একমাত্র আল্লাহর ভালোবাসা দ্বারাই পূর্ণ স্বাদ ও প্রকৃত আনন্দ লাভ করে। এমন অন্তর আল্লাহর পছন্দনীয় মাধ্যমগুলোতে তাঁর নৈকট্য কামনা করে এবং তাঁর অপছন্দনীয় বিষয়গুলো বর্জন করে।

এ ভালোবাসা তাওহীদের কালেমা, তাওহীদের সাক্ষ্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র প্রকৃত অর্থ। এ ভালোবাসা ইবরাহীম আ. এর আদর্শ, সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ।

এমন সুস্থ অন্তরকে ধ্বংসের মুখে নিপতিতকারী, আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে প্রসারণকারী রোগের নাম ইশক বা প্রেমাসক্তি। এ রোগ আক্রান্ত ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দেয়, কল্যাণের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, রোগীকে গোমরাহির পথে নিয়ে ছাড়ে, হিদায়াত থেকে বিচ্যুত করে পথভ্রষ্ট বানিয়ে ফেলে।

এ রোগের ফলে অন্তরে লাঞ্ছনা সৃষ্টি হয়। তাতে জং পড়ে যায়। এটি দুনিয়াতে অপমান এবং আখিরাতের আযাব টেনে আনে।

এ রোগ সাথে নিয়ে যায় বহু প্রাণ। এতে নেই কোনো আরামবোধ। বরং তা উত্তাল সমুদ্রের ন্যায়। যে-ই তাতে পড়ে, সে ডুবে যায় অতল গহ্বরে। কেননা, কূলে ওঠার তার কোনো উপায় থাকে না।

ভালোবাসার সীমা অতিক্রম করাকে প্রেমাসক্তি বলে।'

ইবনে মানজুর বলেন, ভালোবাসায় বাড়াবাড়ির নাম হলো ইশক বা প্রেমাসক্তি। এভাবেও বলা হয়, প্রেমাস্পদ নিয়ে প্রেমিকের দম্ভ-অহমিকার নাম প্রেমাসক্তি।

এ প্রেম এমন দুসত্তার মাঝে হয়েছে যারা স্বামী-স্ত্রী, এমনটা তো বৈধ। কিন্তু কখনো কখনো প্রেম এমন দুতরফ থেকে হয়, যা কোনো মতেই বৈধ নয়। যেমন, আমরা বর্তমান সমাজে এ ধরনের হারাম প্রেম-ভালোবাসার বহু উদাহরণ দেখছি।

প্রেমাসক্তির লক্ষণ

প্রেমাসক্তির কয়েকটি লক্ষণ হলো:

০১. এমন সম্পর্ক লুকোনোর চেষ্টা এবং গোপন রাখতে বলা।

০২. প্রেমাস্পদের সাথে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা।

০৩. অন্যদের নিকট উভয়পক্ষই তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করা।

০৪. এমন কথার মাধ্যমে প্রেমাস্পদের আলোচনা করা, যা দ্বারা প্রেম ও এমন সম্পর্কের আতিশয্য বোঝা যায়।

০৫. একে অপরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া এং তৃতীয়জনের হস্তক্ষেপে অধৈর্য হওয়া।

০৬. প্রেমাস্পদ যা কিছুই করুক না কেন, চাই তা অন্যায় হোক বা গুনাহ- তার মর্জি ও কাজকে গ্রহণ করা।

০৭. বেশি বেশি মেলামেশা এবং একাকী থাকতে পছন্দ করা।

প্রেমাসক্তি থেকে রক্ষার উপায়

প্রেম রোগ ও তার বিবিধ মাধ্যম থেকে বাঁচার কিছু উপায় নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

০১.প্রেমে আসক্ত হওয়ার মাধ্যমগুলোকে পরিহার করা

স্বাভাবিকভাবেই মানুষের স্বভাবের মধ্যে প্রবৃত্তির প্রতি ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা রয়েছে। তাই প্রত্যেকের উচিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে আসক্তির প্রতিটি মাধ্যমকে পরিহার করা। শুরু থেকেই এগুলো পরিহার করতে হবে। নিজের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হেফাজত করবে আসক্তির মাধ্যম থেকে।

০২. মনের ভেতরে একমাত্র আল্লাহর ভালোবাসা রাখা এবং এ ভালোবাসায় অন্তর পূর্ণ করা

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, বান্দার সবচেয়ে বড় সংশোধন হলো, সে তার শক্তির প্রতিটি কণা একমাত্র আল্লাহর জন্যই ব্যয় করবে। যেন সে অন্তরের পুরোটা দিয়ে আত্মা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে একত্র করে আল্লাহকে ভালোবাসতে পারে। ফলে সে তার প্রেমাস্পদ (প্রিয়তম) একমাত্র আল্লাহকেই রাখবে এবং একমাত্র তাঁকেই ভালোবাসবে। আর প্রেমাস্পদ একজন রাখার অর্থ হলো, প্রেমাস্পদের সংখ্যা না বাড়ানো।

তাই প্রতিটি মানুষের ওপর ওয়াজিব যে, তার অন্তরে একমাত্র আল্লাহরই ভালোবাসা থাকবে। অন্তরকে সে আল্লাহর ভালোবাসায় নিয়োজিত রাখবে। সে আল্লাহকে ভালোবাসবে। আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে। আল্লাহর জন্য শত্রুতা করবে। অন্য কিছু ছেড়ে একমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই তার নিকট অধিক প্রিয় হবে। এ ভালোবাসা বান্দার সংশোধনের চূড়ান্ত উপায়। তার জন্য নেয়ামত। তার চোখকে শীতলকারী। অন্তর এর দ্বারাই প্রশান্ত হয়, এর দ্বারাই প্রফুল্ল হয়।

সকল প্রেমীর ও সকল প্রেমিকের তার প্রিয়তম ও প্রেমাস্পদের ভালোবাসার ওপরে আল্লাহর ভালোবাসা। নিশ্চয়ই এ ভালোবাসা সম্পদ, সন্তান, পিতা- মাতার ভালোবাসার চেয়েও বড়, পূর্ণ, অধিক ও অত্যধিক। কেননা, আল্লাহর ভালোবাসায় রয়েছে পূর্ণ নত হওয়া, বিনয়ী হওয়া, সম্মান করা, ইবাদত, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য আনুগত্য করা।

৩. সম্পর্ক শুদ্ধিকরণ

প্রত্যেক বুদ্ধিমানের ওপর আবশ্যক অন্যের সাথে তার সম্পর্ককে হালাল প্রক্রিয়ায় শুদ্ধ করা। সে চিন্তা করে দেখবে, কেন সে অমুককে ভালোবাসে, কেন অমুককে অপছন্দ করে। এ বলে নিজেকে ধোঁকা দেবে না যে, সে অমুককে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে। অথচ, প্রকৃত অর্থে সে উক্ত ব্যক্তির মাঝে থাকা সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের জন্য ভালোবাসে।

০৪. দৃষ্টি অবনত রাখা

কেউ যদি কোনো পছন্দসই জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে স্বাদ উপভোগ করে। তাহলে তার ওপর আবশ্যক হলো তার দৃষ্টি সেদিক থেকে ফিরিয়ে নেবে। কারণ, যখন সে বার বার সে জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দেবে; বিবেক ও শরয়ী বিবেচনায় তা নিন্দনীয় হবে।

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি নিয়ে চিন্তা করুন-

(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ

"মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য উত্তম পবিত্রতা রয়েছে। (সূরা নূর,আয়াত:৩০)

আল্লাহ তাআলা এ আয়াতের মধ্যে দৃষ্টি অবনত রাখা, লজ্জাস্থান হেফাজত করা অধিক পবিত্রতার বিষয় বলে বর্ণনা করেছেন। আত্মার পবিত্রতার মধ্যে রয়েছে সকল মন্দ জিনিসকে দূর করা, আর প্রেমাসক্তিও তার একটি।

দৃষ্টির সাথে প্রেমাসক্তির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এর চিকিৎসা হলো দৃষ্টি অবনত রাখা এবং বারবার দৃষ্টি না দেওয়া। কেননা, বারবার তাকানো হলো জমিনে বীজ রোপণ করার মতো।

০৫. নিজেকে হারাম থেকে বাঁচানো

প্রত্যেক মানুষের ওপর আব্যশক হারাম কাজ থেকে নিজেকে সর্বদা বিরত রাখা। যদি কোনো প্রেমরোগীর প্রেমিকা অন্য কারো স্ত্রী হয়। তবে নিজেকে বলবে, এ মহিলা তো আরেক জনের স্ত্রী। তাহলে তার প্রতি আমার আসক্ত হওয়া সাজে না।

যদি আসক্তি কোনো পুরুষের পুরুষের প্রতি হয়! তখন এমন আসক্তির জন্য নিজেকে নিজে তিরস্কার করবে। বলবে, এমন সম্পর্কের কারণেই তো আল্লাহ কওমে লূতকে অভিশাপ দিয়েছেন। তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন এমন শাস্তি, যা অন্য কাউকে দেননি। যে ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে-

فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ

"তখন আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম।"(সূরা কামার,আয়াত : ৩৭)

جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ

"আমি ঐ ভূখণ্ডের উপরিভাগকে নিচে করে দিলাম এবং ওর ওপর ঝামা পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম, যা একাধারে ছিল (বর্ষিত হচ্ছিল)। " (সূরা হুদ,আয়াত: ৮২)

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ

"অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল।"(সূরা হিজর,আয়াত:৭৩)

কওমে লূতের মতো অন্য কোনো কওমকে আল্লাহ এমন ঘোর আযাব দেননি।

যখনই কারো মনে কোনো পুরুষের আসক্তি আসবে, তখন সে নিজেকে এমন কষ্টদায়ক শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে প্রেমাসক্তি থেকে বিরত থাকবে।

০৬. নিজেকে আল্লাহ তাআলা'র বড়ত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া

প্রত্যেক এমন আসক্ত ব্যক্তির ওপর আবশ্যক হলো মহান রবের বড়ত্ব নিজেকে মনে করিয়ে দেওয়া। কেননা, তিনি শাস্তিদানে কঠোর। অত্যন্ত কঠিন তাঁর রাগ।

০৭. আসক্তির শাস্তির কথা মনে রাখা

প্রেমাসক্তি সর্বদা বিষাদগ্রস্ত থাকার বিপদ নিয়ে আসে। এ আসক্তির ফল হয় লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। এ আসক্তির ক্ষতি অনেক মারাত্মক।

প্রেমাসক্তি একজন পূর্ণ মানুষকে তুচ্ছ নির্বোধে পরিণত করে। তার বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা কমিয়ে আনে নিম্ন স্তরে। প্রেমাসক্তি দুঃখ-চিন্তায় ভরা। এর ভেতর থাকে বিচ্ছিন্নতার ভয়। দুনিয়ার লাঞ্ছনা। আখিরাতের হতাশা।

বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যখন দেখবে, কোনো কঠিন রোগ অচিরেই তাকে ধ্বংসে নিপতিত করবে। তখন সে অবশ্যই চিকিৎসার চেষ্টা করবে। তেমনই প্রেমাসক্তি। এটি অন্তরের একটি রোগ। সুতরাং প্রত্যেক বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন লোকের জন্যই জরুরি, সে যখন এমন রোগে আক্রান্ত হবে, তখন দ্রুতই এর চিকিৎসা নেবে।

০৮. দুআ করা

দুআ মুমিনের মোক্ষম এক অস্ত্র। বিপদে-আপদে এ অস্ত্র লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না। এ কার্যকর অস্ত্র প্রত্যেক মুমিনের প্রতিটি সময়ই ব্যবহার করা উচিত। আল্লাহ বলেন-

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا
دَعَانِ

"আর আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে (তখন তাদেরকে বলে দিন), নিশ্চয়ই আমি রয়েছি সন্নিকটে। কোনো আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই। (সূরা বাকারা,আয়াত:১৮৬)

আসক্তির মোকাবেলা করার জন্য সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশসমূহের একটি ছিল আল্লাহর নিকট দুআ করা। শাকাল ইবনে হুমাইদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

قُلْتُ: يَا رَسُولَ، عَلِّمْنِي دُعَاءً، قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ
بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِي

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটি দুআ শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, তুমি বল-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي،
وَمِنْ شَرِّ مَنِي

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আমার কর্ণের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমার চোখের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমার জবানের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমার অন্তরের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আমার বীর্যের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"(সুনানে আবু দাউদ: ১৫৫১, ইমাম হাকিম এ হাদীসকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় সময়ই দুআ করতেন।

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট হিদায়েত,তাকওয়া, সুস্থতা-নিষ্কলুষতা এবং ধনাঢ্যতা প্রার্থনা করছি।(সহীহ মুসলিম ২৭২১)

০৯. ধৈর্যধারণ করা

ধৈর্যের পরিণাম মিষ্ট হয়। বিজয় হলো ধৈর্যের সাথে। ধৈর্য কখনো তিক্ত হয়। কিন্তু আজকের এ তিক্ততা আস্বাদন তার জন্য জাহান্নামের আগুনে থেকে পুঁজের তিক্ততা থেকেও উত্তম। আল্লাহ রক্ষা করুন।

১০. নফসের সাথে সাধনা করা

আল্লাহ তাআলা বলেন-

(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

"যারা আমার উদ্দেশ্য প্রচেষ্টা চালায়, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।"(সূরা আনকাবুত আয়াত ৬৯)

আসক্তি

আসক্তি মানুষের দৈহিক একটি স্বভাব, যার ওপর ভিত্তি করেই মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে মানব সৃষ্টির রহস্য, মহান উদ্দেশ্য ও মহৎ লক্ষ্য সাধিত হয়। আসক্তি হলো কোনো বস্তুর প্রতি অন্তরের চাহিদা।

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, আমাদের দুনিয়ার জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ অর্জনে আমরা যেন সহযোগিতা লাভ করতে পারি, তাই আল্লাহ তাআলা আমাদের মধ্যে আসক্তি ও কামনা-বাসনাকে সৃষ্টি করেছেন। এ ছাড়াও তিনি আমাদের মধ্যে খাবারের চাহিদা ও তা থেকে স্বাদ গ্রহণের চাহিদা সৃষ্টি করেছেন। বস্তুত, এটি মহান আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত। এর মাধ্যমে আমরা দুনিয়াতে আমাদের দৈহিক ক্ষমতা সচল রাখার শক্তি লাভ করি।

অনুরূপভাবে বিবাহের আসক্তি, এর মাধ্যমে যৌন চাহিদা মেটানো। এটিও মহান আল্লাহর অনেক বড় একটি নেয়ামত। এর দ্বারা বংশ পরিক্রমা ও তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যেসব কর্ম ও ইবাদত-বন্দেগী করার নির্দেশ দিয়েছেন, যদি আমরা আমাদের শক্তি দ্বারা তা পালন করতে পারি; তাহলে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ লাভে সক্ষম হব এবং আমরা সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হব, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ নেয়ামত দান করেছেন।

আর যদি আমরা আমাদের আসক্তির পূজা করি এবং যা আমাদের ক্ষতির কারণ হয়, তা করতে থাকি, যেমন হারাম খাওয়া, অন্যায়ভাবে উপার্জন করা, অপচয় করা, স্ত্রীদের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা ইত্যাদি; তাহলে আমরা আল্লাহর নিকট জালিম ও সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে গণ্য হব। কখনোই তাঁর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়কারী বান্দা হিসেবে বিবেচিত হব না।"

সুতরাং কামনা-বাসনা ও আসক্তি মূলত কোনো খারাপ বিষয় নয়, তবে এর ব্যবহারের কারণে তা ভালো ও খারাপে পরিণত হয়। কামনা-বাসনা ও আসক্তিকে যদি বৈধ ও কল্যাণের কাজে ব্যবহার করা হয়, তখন তা অবশ্যই ভালো এবং প্রশংসনীয়। আর তা না করে যদি তাকে খারাপ ও মন্দ কাজে ব্যবহার করা হয়, তখন তা অবশ্যই খারাপ বলে বিবেচিত হবে।

দুনিয়ার যেসব বিষয়ের প্রতি পুরুষদের সবচেয়ে বেশি আসক্তি জাগে এর অন্যতম হলো নারী। এ কারণে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে আসক্তিকর বিষয়গুলোর মাঝে নারীদের কথা প্রথমে আলোচনা করেছেন। তিনি মানবজাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন, নারীদের ফেতনা সর্বাধিক মারাত্মক, ক্ষতিকর এবং সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে এর প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী ও ভয়াবহ। তিনি ইরশাদ করেন-

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

"মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে কামনা-বাসনা ও আসক্তির ভালবাসা- নারী, সন্তানাদি, রাশি রাশি সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত। এগুলো দুনিয়ার জীবনের ভোগসামগ্রী। আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।"(সূরা আলে ইমরান,আয়াত:১৪)

উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

"আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য অধিক ক্ষতিকর নারীদের চেয়ে খারাপ কোনো ফেতনা রেখে যাইনি।"(সহীহ বুখারী: ৫০৯৬; সহীহ মুসলিম: ২,৭৪০)

আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

اتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ

"তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাক এবং নারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। কারণ, বনী ইসরায়ীলদের সর্বপ্রথম ফেতনা ছিল নারীদের ব্যাপারে।"(সহীহ মুসলিম: ২৭৪২)

আসক্তি থেকে পরিত্রাণের উপায়

আল্লাহ তাআলা'র বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে নিঃসঙ্গ ছেড়ে দেন না। আর তিনি তাদেরকে অনর্থকও সৃষ্টি করেননি। বরং তিনি তাদের জন্য নাযিল করেছেন এমন এক সঠিক দীন, যার মধ্যে রয়েছে- তাদের জীবনের যে কোনো সমস্যার সমাধান এবং তা সংশোধনের উপায়। আর মানুষের সমস্যাগুলোর অন্যতম হলো কুআসক্তি বা নিষিদ্ধ কামনা-বাসনা। আল্লাহ তাআলা এর জন্য চিকিৎসার অনেক উপায় রেখেছেন। যা এর উত্থানকে দমন করবে এবং অতিমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

০১. বিবাহ করা

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،

"হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য আছে, সে যেন বিবাহ করে। কারণ, তা (তোমাদের) চোখের জন্য অধিক হেফাজতকারী এবং (তোমাদের) লজ্জাস্থানের সংরক্ষক।..."(সহীহ মুসলিম ১৪০০)

আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন

النكاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحُ، وَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَعَلَيْهِ بالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءُ

"বিবাহ আমার সুন্নাত। যে আমার সুন্নাত অনুযায়ী আমল করে না, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তোমরা বিবাহ কর, কারণ আমি আমার উম্মতের আধিক্য নিয়ে (আল্লাহর দরবারে) গর্ব করব। যার সামর্থ্য আছে সে অবশ্যই বিবাহ করবে। আর যার সামর্থ্য নেই তার ওপর কর্তব্য হলো রোজা রাখা। কেননা, রোজা তার জন্য প্রতিষেধক। (সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৮৪৬)

বিবাহের মাধ্যমে মানুষ তার দীন ও ঈমানের হেফাজত করতে পারে। পক্ষান্তরে, জিনা-ব্যভিচারের কারণে মানুষ থেকে ঐ নূর ছিনিয়ে নেওয়া হয়, যে নূরের দ্বারা সে আলোকিত থাকত।

০২. রোজা রাখা

নিশ্চয়ই রোজা যুবকদের জিনা-ব্যভিচার ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে হেফাজত করে। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকদেরকে রোজার চিকিৎসা গ্রহণ করার প্রতি উপদেশ দেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি বলেন-

مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ ، فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ

"(তোমাদের মধ্যে) যার সামর্থ্য আছে, সে যেন বিবাহ করে। কারণ, বিবাহ চোখের জন্য অধিক হেফাজতকারী এবং লজ্জাস্থানের সংরক্ষক। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না, তার ওপর কর্তব্য হলো রোজা রাখা। কেননা, রোজা তার জন্য প্রতিষেধক।(সহীহ বুখারী ১৯০৫)

০৩. দৈহিক শক্তিকে নেক আমলে ব্যয় করা

যুবকদের ওপর কর্তব্য হলো, তারা নিজেদের দৈহিক শক্তি ও যৌবনকে মূল্যায়ন করবে। তাদের সময়গুলো বিভিন্ন নেক ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করবে। বিশেষভাবে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। আল্লাহর দীনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া, সমাজের দরিদ্র-অভাবগ্রস্ত লোকদের সাহায্যে এগিয়ে আসা, বিপদ ও দুর্যোগ কবলিত এলাকার মানুষদের পাশে ছুটে যাওয়া- এছাড়াও

সমাজে যে কোনো প্রকারের জনকল্যাণমূলক কাজে তারা নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে পারে।

০৪. অন্যদের মধ্যে অশ্লীলতা ও যৌন উত্তেজনা ছড়ানো হতে বিরত থাকা

বর্তমানে আমরা যে যুগে বাস করছি, তা অশ্লীলতা-বেহায়াপনা, নোংরামিতে ভরা এক যুগ। মারামারি, কাটাকাটি, হত্যা-গুম, ছিনতাই-রাহাজানি এসব এ যুগে আজ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। রাস্তাঘাট, হাটবাজার, দোকানপাট এ ধরনের প্রায় জায়গায় আজ চলছে অশ্লীল গান-বাজনা, নগ্ন সিনেমা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। এসবের কারণে বর্তমানে যুব সমাজের চরিত্র প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি। তাদের নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের মাত্রা বেড়েই চলছে। বর্তমান যুগে আমরা যে অবস্থা দেখতে পাচ্ছি, অতীতে আমাদের বাপ-দাদারা তা কোনোদিন কল্পনাও করেনি।

বর্তমান যুগে মানুষের পোশাকগুলোকে এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে, পোশাক পরিধান করার পরও কত মানুষ প্রায় নগ্ন, অর্ধ-উলঙ্গ। যা দেখলে অন্যের নফসের আসক্তি ও কামনা-বাসনা আরও বৃদ্ধি পায়। নারীদের পোশাক তৈরি ও ডিজাইন করার জন্যও বর্তমানে কিছু লোক নিযুক্ত আছে, এরা সবসময় এ চিন্তাই করে, কোন ধরনের পোশাক তৈরি করলে পুরুষরা তাদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হবে এবং বিভিন্ন ধরনের ফেতনায় জড়াবে।

০৫. একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত নারীদের ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করা

নারীরা যখন ঘর থেকে বাইরে বের হয়, শয়তান তখন মাথা উঁচু করে দেখতে থাকে এবং তাদেরকে মানুষের দৃষ্টির মাঝে খুব সুন্দর করে দেখায়। বাস্তবে কোনো নারীর যতটুকু সৌন্দর্য আছে, শয়তান তাকে তার চেয়ে একটু বেশি আকর্ষিত করে দেখায়, যাতে সে মানুষকে অশ্লীল কাজ ও অপকর্মের মধ্যে লিপ্ত করাতে পারে।

এজন্য অভিভাবকদের উচিত হলো, তারা তাদের মেয়েদেরকে রাস্তায় বের হওয়া হতে নিষেধ করবে এবং প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যেতে দেবে না; যাতে তারা তাদের ইজ্জত-সম্মান ও পবিত্রতা সংরক্ষণ করতে পারে। এবং বর্তমান জমানার মাঝে জ্বলে ওঠা আসক্তির ফেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

০৬. ঘরের মধ্যে নফল ইবাদতগুলো অধিকহারে করা

তোমরা তোমাদের ঘরকে কবর বানাবে না; যেখানে কোনো যিকির নেই, দুআ নেই, নেই কোনো ইবাদত ও আনুগত্য। বরং তোমরা তোমাদের ঘরকে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী দ্বারা আবাদ কর, ঘরে নফল নামাজ আদায় কর ও কুরআন তিলাওয়াত কর। ঘরের মধ্যে নামাজের জন্য একটি বিশেষ জায়গা নির্ধারণ করবে, যেখানে তোমরা নফল নামাজ আদায় করবে, কুরআন তিলাওয়াত করবে। আর কুরআনের তিলাওয়াত শোনার জন্য কোনো ব্যবস্থা রাখবে। ঘরে কুরআন ও হাদীসভিত্তিক দীনি বই-পুস্তক রাখবে এবং এগুলো তা'লীমের পরিবেশ কায়েম করবে; যাতে তোমাদের পরিবারের লোকদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের কল্যাণ নিশ্চিত হয়। এ আমলগুলো মানুষকে তাদের রবের দিকে ধাবিত করবে এবং এর দ্বারা তাদের আসক্তির চাহিদা দুর্বল হবে।

০৮. দুআ করা

দুআ মুমিনের মজবুত হাতিয়ার, যা বিপদাপদে তার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে না। দুআ কখনোই বেকার যায় না। অবশ্যই তা সফলতা বয়ে আনে। মুমিনের কর্তব্য হলো, সে সব সময় দুআর হাতিয়ারকে ব্যবহার করবে। আল্লাহ তাআলা

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا
دَعَانِ

"আর যখন আমার বান্দাগণ আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বস্তুত, আমি রয়েছি সন্নিকটে। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে।" (সূরা বাকারা: ১৮৬)

প্রবৃত্তির অনুসরণ

শরয়ীভাবে বৈধতা নেই এমন কোনো বস্তুকে পছন্দ করে তার প্রতি নফসের ঝুঁকে পড়াকে প্রবৃত্তি বলা হয়।

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, প্রবৃত্তি হলো- মানুষের স্বভাব এমন জিনিসের প্রতি ঝুঁকে পড়া, যা তার জন্য প্রয়োজন ও উপযোগী। মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই তাদের মাঝে এ ধরনের নফসের চাহিদা ও প্রবৃত্তি দিয়ে আল্লাহ

তাআলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অন্যথায় যদি মানুষের মধ্যে পানাহার ও বিবাহ করার চাহিদা না থাকত; তাহলে তারা খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করত না, বিয়ে-শাদি করত না। দুনিয়ার জীবনের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ থাকত না। প্রবৃত্তিই মানুষের জন্য চাহিদাকে জাগিয়ে তোলে। ক্রোধ-ক্ষোভ যেভাবে একজন মানুষ থেকে কষ্টদায়ক বস্তুগুলো প্রতিহত করে, অনুরূপভাবে নফস বা মানবাত্মা যা চায়; তা পূরণ করার জন্য স্বীয় প্রবৃত্তি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে।

যেহেতু আল্লাহ তাআলা-ই মানুষকে নফস বা প্রবৃত্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর এ প্রবৃত্তি তাদের দুনিয়াতে বেঁচে থাকার আগ্রহকে জাগিয়ে তোলে, তাই স্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্যে এ ধরনের চাহিদা ও প্রবৃত্তি থাকা কোনো অপরাধ বা দোষের কিছু নয়। কিন্তু এ প্রবৃত্তি বা নফসের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রবৃত্তির অনুসরণ করে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হওয়া যাবে না।) কুরআন ও হাদীসে বহু প্রমাণ রয়েছে, যাতে ইসলাম প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে মানবজাতিকে নিষেধ করেছে।

কখনো সরাসরি প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিষেধ করার প্রমাণ পাওয়া যায়

আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا

"অতএব, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।(সূরা নিসা,আয়াত:১৩৫)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

হে দাউদ! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে জমিনে খলীফা বানিয়েছি, অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার কর। আর প্রবৃত্তির অনুসরণ কোরো না। কেননা, তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। (সূরা সদ,আয়াত:২৬)

কখনো কাফের-মুশরিক ও পথভ্রষ্টদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা থেকে নিষেধ করার প্রমাণ পাওয়া যায়:

আল্লাহ তাআলা বলেন-

(وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

"আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ নির্ধারণ করে। "(সূরা আনআম,আয়াত:১৫০)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি যেন কাফেরদের বলেন-

(قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

"বলুন, আমি তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করি না, (যদি করি) তাহলে আমি তখন পথভ্রষ্ট হয়ে যাব এবং আমি সুপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হব না।"(সূরা আনআম,আয়াত:৫৬)

(وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

"এবং ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ কোরো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। (সূরা মায়েদা,আয়াত:৭৭)

তিনি আরও বলেন-

(فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحق

"সুতরাং, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, আপনি তার মাধ্যমে ফায়সালা করুন এবং আপনার নিকট যে সত্য এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। (সূরা মায়েদা,আয়াত :৪৮)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-

فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

“এ কারণে আপনি আহবান করুন এবং দৃঢ় থাকুন যেমন আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আর আপনি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না।"(সূরা শূরা,আয়াত:১৫)

অন্যত্র বলেন-

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

"আর ঐ ব্যক্তির আনুগত্য করবেন না, যার অন্তরকে আমি আমার যিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে।" (সূরা কাহফ,আয়াত ২৮)

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা প্রবৃত্তিকে কাফের-মুশরিকদের দিকে নিসবত করেছেন; কেননা, তাদের প্রবৃত্তি সত্য থেকে বিচ্যুত। অপরদিকে মুমিনদের প্রবৃত্তি

কাফের-মুশরিকদের প্রবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, কাফেরদের প্রবৃত্তি ও চাহিদা সবই বাতিল। আর যারা মজবুত ঈমানের অধিকারী মুমিন, তাদের প্রবৃত্তি সব সময় আল্লাহ তাআলা'র আদেশ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিধান নিয়ে দুনিয়াতে আগমন করেছেন, তাঁর আদর্শ ও সুন্নাত-মোতাবেক।

মুমিনদের প্রবৃত্তি যখন কোনো বস্তুর দিকে ঝুঁকে, তখন তা অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত বা তাঁর নির্দেশের অনুগত হবে। আর যদি তা না হয়, কমপক্ষে তা হবে মুবাহ বা বৈধ। এক কথায়, মুমিনদের প্রবৃত্তির চাহিদা শরীয়তের পরিপন্থী হবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ

"যে ব্যক্তি তার রবের পক্ষ থেকে আগত সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত সে কি তার মতো, যার মন্দ আমল তার জন্য চাকচিক্যময় করে দেওয়া হয়েছে এবং যারা তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে?"(সুরা মুহাম্মাদ,আয়াত:১৪)

আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, নিশ্চয় জান্নাতই হবে তার আবাসস্থল।

প্রবৃত্তির চিকিৎসা

যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির ধোঁকায় পতিত হবে, বাবের ভিত্তর শারিক পরিত্রাণ পাতের জন্য যে বাকি গ্রহণ করতে হবে। সে যখন তার প্রবৃত্তির চিকিৎসার প্রতি মনোকোল চিকিৎস্যা বন আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অনুগ্রহ করাবেন এক দেবে, তখনকার লোকদের সাথে সম্পৃক্ত করবেন। নিময়ে কোপুর্ণ ও উপক কিছু চিকিৎসার কথা আলোচনা করা হলো, যার মাধ্যমে প্রবৃত্তির ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হবে।

০১. আল্লাহর নিকট তাওবা ও দুআ করা

প্রবৃত্তির অনিষ্টতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর নিকট তাওবা ও দুআ করয়ে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সালাফে সালেহীন এ আমলে অভ্যস্ত ছিলেন।

কুতবা ইবনে মালেক রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلَاقِ، وَالأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট গর্হিত চরিত্র, গর্হিত আমল ও প্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (সুনানে তিরমিযী: ৩৫৯১)

উমর ইবনে আব্দুল আজীজ রহ. খালিদ ইবনে সাফওয়ানকে বলেন, তুমি আমাকে সংক্ষিপ্ত ওয়াজ ও নসীহত কর। তখন সে বলল, হে আমীরুল মুমিন! অনেক মানুষকে আল্লাহর পর্দা ধোঁকায় ফেলেছে, আর তাদের প্রশংসা তাদেরকে বিপদে ফেলেছে। তোমার সম্পর্কে তোমার জানাকে অন্যের অজানা যেন পরাভূত করতে না পারে। আল্লাহ আমাকে এবং তোমাকে আমাদের গুনাহসমূহ গোপন রাখার মাধ্যমে ধোঁকায় পড়া থেকে হেফাজত করুন! মানুষের প্রশংসায় খুশি হওয়া থেকে হেফাজত করুন। আর আল্লাহ আমাদের ওপর যা ফরয করেছেন, তাতে যাতে আমরা পিছপা না হই। এবং কোনো প্রকার দুর্বলতা প্রদর্শন না করি। আর আমরা যাতে আমাদের প্রবৃত্তির প্রতি না ঝুঁকে পড়ি। এ কথা শোনে তিনি ক্রন্দন করেন এবং বলেন, আল্লাহ আমাকে এবং তোমাকে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে হেফাজত করুন। (হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৮/১৮)

২.প্রবৃত্তির পরিপন্থী বস্তু দ্বারা অন্তর পূর্ণ থাকা

আল্লাহর মহব্বতকে অন্তরে স্থান দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হওয়া যায়। আর যখন অন্তরে আল্লাহর মহব্বত পরিপূর্ণ হবে, তখন মানুষের অন্তর থেকে যাবতীয় খারাপ চাহিদা দূর হয়ে যাবে।

৩.আলেম-উলামা ও নেককার লোকদের সাথে ওঠাবসা করা

ইবনে আব্দুল কাবী রহ. বলেন-

وَخَالِطُ إِذَا خَالَطَتَ كُلَّ مُوَفَّقٍ *** مِنَ العُلَمَاءِ أَهْلِ التَّقَى وَالتَّسَدُّدِ يُفِيدُكَ مِنْ عِلْمٍ وَيَنْهَاكَ عَنْ هَوَى *** فَصَاحِبُهُ تُهْدَى مِنْ هُدَاهُ وَتَرْشُدِ

وَإِيَّاكَ وَالهَمَّازَ إِنْ قُمْتَ عَنْهُ وَال *** بَذِي فَإِنَّ المَرْءَ بِالْمَرْءِ يَقْتَدِي

وَلَا تَصَحِبِ الحَمْقَى فَذُو الْجَهْلِ إِنْ يَرُمْ * صَلَاحًا لِشَيْءٍ يَا أَخَا الحَزْمِ يُفْسِدِ

'যদি তুমি কারো সাথে ওঠাবসা করতে চাও; তবে তুমি আলেম- উলামা, মুত্তাকী, পরহেজগার এবং আল্লাহ যাদের কবুল করেছেন তাদের সাথে ওঠাবসা কর। তারা তাদের ইলম দ্বারা তোমার উপকার করবে এবং তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা থেকে নিষেধ করবে। আর তুমি খারাপ ও পথভ্রষ্ট লোকদের অনুসরণ করা থেকে বিরত থাক। কারণ, মানুষ মানুষের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তুমি যখন খারাপ ও পথভ্রষ্ট লোকদের সাথে ওঠাবসা করবে, তখন তোমাদের মধ্যে তাদের ভ্রান্তি ও খারাপ প্রভাব বিস্তার করবে। আর তুমি কোনো অজ্ঞ-জাহেল ও আহমক লোকের সাথে মিশবে না। তাদের সাথে মিশলে তুমি তাদের মতোই হবে। কারণ, একজন জাহেলের কাজ হলো, তুমি যখন কোনো বিষয়ে সংশোধন চাইবে, তখন সে তা ধ্বংস করে দেবে, তোমাকে সংশোধন হতে দেবে না। (আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ: ৩/৩০৪)

ইবনুল কায়্যিম রহ. কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেন, আল্লাহ তাআলা'র সাহায্যের পর এসব বিষয়গুলোর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা হতে মুক্তি পেতে পারে। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির অনুসরণে ডুবে আছে, কোনোভাবে কি তার পক্ষে তা থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব? তাকে বলা হবে, অবশ্যই সম্ভব! আল্লাহর তাওফীক ও তাঁর সাহায্য থাকলে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।

নিফাক

মুনাফিকী একটি ভয়ংকর মারাত্মক ব্যাধি। এ ব্যাধি মানুষের অন্তরকে নষ্ট করে দেয় এবং এমন ভাবে নষ্ট করে দেয় মানুষ ঈমান হারা হয়ে যায়।মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে ঠেলে দেয়। এর ক্ষতিকর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। মানুষের মনকে কলুষিত করার যত রকম ব্যাধি আছে তন্মধ্যে মুনাফিকী অন্যতম বড় ব্যাধি। মানুষ স্বেচ্ছায় মুনাফিক হয়ে যায় না, বরং তার অজান্তেই এ ব্যাধিতে সে আক্রান্ত হয়।

নিফাক

নিফাক শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো কপটতা,গোপন করা,লুকিয়ে রাখা।নিফাক কে এভাবে নামকরণ করা হয়েছে কারণ মুনাফিকরা অন্তরে কুফরকে লুকিয়ে রাখে।

শরীয়তের পরিভাষায় ভালকে প্রকাশ করা এবং মন্দকে গোপন রাখার নাম মুনাফিকী। ইবনু জুরাইজ বলেছেন, মুনাফিক সেই যার কথা তার কাজের, গোপনীয়তা প্রকাশ্যতার, ভেতর বাহিরের এবং বাহ্যিকতা অদৃশ্যমানতার বিপরীত।

নিফাকের প্রকারভেদ:

ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেছেন, ‘কুফরের মতই মুনাফিকীর স্তর ভেদ আছে। এজন্য অনেক সময় বলা হয়, এমন কুফর যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং এমন কুফর যা ইসলাম থেকে বের করে না।

নিফাককে মূলত ২ ভাগে ভাগ করা যায়:

১. বড় নিফাক

২. ছোট নিফাক

বড় নিফাক

বড় নিফাক হচ্ছে সেই নিফাক যাতে মুখে মুখে ইসলাম ও ঈমানকে স্বীকার করা হয়ে থাকে কিন্তু অন্তরে কুফর লুকানো থাকে।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর

যুগে এ প্রকারের নিফাকই ছিল। পবিত্র কুরআনে এ প্রকারের মুনাফিকদেরকে নিন্দা করা হয়েছে এবং তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দেন যে, এ ধরনের মুনাফিক জাহান্নামের একেবারে নিচের স্তরে অবস্থান করবে।

আল্লামা ইবনে রজব রহ. বলেন, নিফাকে আকবর হলো, একজন মানুষ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা ও রাসূলগণ, আখিরাত দিবস এবং আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান প্রকাশ করা আর অন্তরে উল্লিখিত প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি অথবা এর কিছু বিষয়ের প্রতি ঈমানের পরিপন্থী বিষয়কে গোপন করা।

ছোট নিফাক

ছোট নিফাক হচ্ছে, গোপনে দীনি আমল ছেড়ে দেওয়া, আর জন-সমক্ষে আমল করা। তবে ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস আছে এবং সে সঠিক আকীদা পোষণ করে।

আল্লামা ইবনে রজব রহ. বলেন, নিফাকে আসগর বা ছোট নিফাক হলো আমলের নিফাক। অর্থাৎ, কোনো মানুষ নিজেকে সৎকর্মশীল প্রকাশ করা আর অন্তরে এর পরিপন্থী বিষয়কে গোপন করা।

সাহাবীগণ এবং তাদের পর সালাফে সালেহীন নিফাককে কঠিন ভয় করত।এমনকি আবুদ-দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি যখন সালাতে তাশাহহুদ পড়ে শেষ করতেন, তখন তিনি আল্লাহর নিকট নিফাক হতে পরিত্রাণ কামনা করতেন এবং বেশি বেশি আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তাঁর অবস্থা দেখে একজন সাহাবী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন-

وَمَا لَكَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ أَنْتَ وَالنِّفَاقُ؟ فَقَالَ: دَعْنَا عَنْكَ، دَعْنَا عَنْكَ. فَوَاللَّهِ إِنِ الرَّجُلَ لَيُقْلَبُ عَنْ دِينِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ فَيُخْلَعُ مِنْهُ

"কি ব্যাপার হে আবুদ-দারদা! আপনি নিফাককে এত ভয় করছেন কেন? তখন তিনি বললেন, আমাকে আপন অবস্থায় থাকতে দাও। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, একজন লোক মুহূর্তের মধ্যেই তার দীনকে পরিবর্তন করে ফেলতে পারে। ফলে সে

দীন হতে বের হয়ে যায়।" (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ৬/৩৮২, আল্লামা যাহাবী বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ।)

উমর রাযি. যিনি দুনিয়াতে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের মধ্যে অন্যতম, তিনিও নিফাককে ভয় করতেন। যেমন, হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন-

دُعِيَ عُمَرُ، لِجِنَازَةٍ، فَخَرَجَ فِيهَا أَوْ يُرِيدُهَا فَتَعَلَّقْتُ بِهِ فَقُلْتُ: اجْلِسْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهُ مِنْ أُولَئِكَ أي: من المنافقين، فَقَالَ: نَشَدْتُكَ اللَّهَ أَنَا مِنْهُمْ، قَالَ: لَا وَلَا أُبَرِّئُ أَحَدًا بَعْدَكَ

একবার উমর রাযি.কে একটি জানাযায় উপস্থিত হতে দাওয়াত দেওয়া হলে, তিনি তাতে অংশগ্রহণ করার জন্য বের হলেন অথবা বের হওয়ার ইচ্ছা করেন। আমি তাঁর পিছু নিয়ে তাঁকে বললাম, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি বসুন। কারণ, আপনি যে লোকের জানাযায় যেতে চান সে ঐসব লোকদের অর্থাৎ, মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর শপথ করে বলছি! তুমি বল তো আমি কি তাদের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন, না। আপনার পর আমি আর কাউকে এভাবে দায়মুক্ত ঘোষণা করব না।

ইবনে আবী মুলাইকা রহ. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ত্রিশজন সাহাবীকে স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছি, তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের নফসের ওপর নিফাকের আশঙ্কা করতেন। তাঁদের কেউ এ কথা বলেননি যে, তাঁর ঈমান জিবরীল আ. বা মিকাইল আ. এর ঈমানের মতো মজবুত। (ইবনে আবু শাইবা এটি বর্ণনা করেছেন, আল-মুসান্নাফ: ৮/৬৩৭)

তাঁদের উল্লিখিত উক্তির অর্থ এ নয় যে, তাঁরা ঈমানের পরিপন্থী আসল নিফাক বা বড় নিফাককে ভয় করছে। বরং তাঁরা ভয় করছে ঈমানের সাথে যে নিফাক একত্র হতে পারে সে ধরনের নিফাককে। অর্থাৎ ছোট নিফাক। সুতরাং এ নিফাকের কারণে সে মুনাফিক মুসলিম হবে, কাফের হবে না। (সহীহ বুখারী: ১/২৬)

মুনাফিকদের পরিণাম ভয়াবহ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۙ

নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। আর তুমি কখনও তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না।(সুরা নিসা: ১৪৫)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۙ ۝

আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী ও কাফিরদেরকে জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাতে তারা চিরদিন থাকবে, এটি তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের লা‘নত করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব। (সূরা তওবা আয়াত ৬৮)

মুনাফিকরা মানুষের সামনে এক ধরনের এবং পেছনে আরেক ধরনের আচরণ করে থাকে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ‘চারটি স্বভাব এমন যার সবগুলো কারও মধ্যে থাকলে সে পুরোদস্তুর মুনাফিক, আর যার মধ্যে তার কোনো একটি থাকবে, সে যতক্ষণ তা পরিত্যাগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকির একটি স্বভাবই থাকবে। স্বভাব চারটি হচ্ছেঃ

১. যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় সে তাতে খেয়ানত করে।

২. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে।

৩. যখন কোনো ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং

৪. যখন কারও সঙ্গে ঝগড়া করে গালাগালি করে।’

(বুখারি : ২৬৮২, মুসলিম : ৫৯)।

এসব স্বভাব কারও মধ্যে থেকে থাকলে অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

নিফাক থেকে বাঁচার উপায়

প্রত্যেক মুসলিমের ওপর কর্তব্য হলো, সে নিজেকে নিফাক থেকে হেফাজত করবে। আর নিফাক থেকে বাঁচার জন্য তাকে অবশ্যই নেক আমল করার প্রতি আগ্রহী ও যত্নবান হতে হবে এবং ভালো গুণে গুণান্বিত হতে হবে। বিশেষভাবে যেসব নেক আমল গুরুত্বের সাথে করতে হবে তা নিম্নরূপ:

০১. ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর প্রথমভাগে নামাজ আদায় করা এবং ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমায় শরীক হওয়া।

আমরা জেনেছি, মুনাফিকদের স্বভাব হলো, তারা দেরিতে অর্থাৎ, শেষ ওয়াক্তের মধ্যে গিয়ে কোনো রকম নামাজ আদায় করে। সুতরাং এ স্বভাব পরিত্যাগ করতে হবে।

আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ

بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ

"যে ব্যক্তি প্রথম তাকবীরের সাথে চল্লিশ দিন জামাআতে নামাজ আদায় করে, তার জন্য দুটি পুরস্কার লিপিবদ্ধ হয়, এক. তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। দুই. নিফাক থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।(সুনানে তিরমিযী: ২৪১)

০২. উত্তম চরিত্র ও দীনের জ্ঞান

উত্তম চরিত্রের বিপরীত গুণাবলি অর্থাৎ, মন্দ বিষয়গুলোই মুনাফিকদের মাঝে বেশি পাওয়া যায়। এ ছাড়া দীনি জ্ঞান অর্জন থেকেও তারা গাফেল থাকে।

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ، حُسْنُ سَمْتٍ، وَلَا فِقْهُ فِي الدِّينِ

“একজন মুনাফিকের মধ্যে দুটি চরিত্র কখনোই একত্র হয় না, সুন্দর চরিত্র ও দীনের জ্ঞান। (সুনানে তিরমিযী: ২৬৮৪)

সুন্দর চরিত্র বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে, সালেহীনদের গুণে গুণান্বিত হওয়া এবং কল্যাণকর কাজগুলো অনুসন্ধান করে তার ওপর জীবনযাপন করা। আর খারাপ ও মন্দ কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখা।

০৩. সদাকা করা

সদাকার করার দ্বারা মানুষের অন্তর থেকে কৃপণতা, হিংসা, ধন সম্পদের প্রতি অত্যধিক লোভ, দুনিয়ার মহব্বত এ ধরনের অনেক মন্দ স্বভাব দূর হয়ে অন্তর স্বচ্ছ ও সুন্দর হয়। অন্তর স্বচ্ছ হলে তাতে নিফাক সৃষ্টি হবে না।

আবু মালেক আল-আশআরী থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

الطهورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا

"পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ, আলহামদু লিল্লাহ মীযানকে ভরে দেয়, আর সুবহানাল্লাহ ও আলহামদু লিল্লাহ উভয়টিকে ভরপুর করে দেয় অথবা আসমানসমূহ ও জমিনের মধ্যবর্তী সবকিছুকে ভরপুর করে দেয়। সালাত হলো নূর, সদাকা হলো প্রমাণ, ধৈর্য হলো আলো, আর কুরআন হয় তোমার পক্ষে দলিল অথবা তোমার বিপক্ষে প্রমাণ। বস্তুত প্রত্যেক মানুষই প্রতিদিন সকালে নিজেকে আমালের বিনিময়ে বিক্রি করে। তার আমল দ্বারা সে নিজেকে মুক্ত করে অথবা সে তার নিজের ধ্বংস সাধন করে। (সহীহ মুসলিম: ২২৩)

সদাকা করা একজন মানুষের ঈমানদার হওয়ার ওপর বিশেষ প্রমাণ। কারণ, একজন মুনাফিক তার মধ্যে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস না থাকায় সে কখনোই সদাকা করবে না। সুতরাং যে সদাকা করল, তা তার ঈমানের সত্যতার ওপর প্রমাণস্বরূপ।

০৪. কিয়ামুল লাইল করা

কাতাদাহ রহ. বলেন, একজন মুনাফিক কখনোই রাত জেগে ইবাদত করতে পারে না। (হিলইয়াতুল আউলিয়া: ২/৩৩৮)

কারণ, মুনাফিক তো তখন নেক আমল করে, যখন লোকেরা তাকে দেখে। আর যখন লোকজন ঘুমিয়ে থাকে বা কেউ না দেখে, তখন তার নেক আমল করার কোনো কারণ থাকে না। সুতরাং কেউ যদি রাতে ওঠে নামাজ আদায় করে; তাহলে বুঝতে হবে লোকটি মুনাফিক নয় বরং ঈমানদার। আমাদের সকলেরই

উচিত কিয়ামুল লাইল করা (রাতে আল্লাহর সামনে নামাজে দণ্ডায়মান হওয়া)। এতে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ ও নিফাক থেকে বাঁচা সহজ হয়।

০৫. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা

মুনাফিকরাই জিহাদের কথা শুনলে ভয়ে আঁতকে ওঠে। জিহাদে অংশগ্রহণ না করার জন্য নানান ওযর-আপত্তি পেশ করতে থাকে। সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা বা জিহাদের আহবানে সাড়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকা- নিফাক দূর করার অন্যতম উপায়।

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

“যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ সে যুদ্ধ (জিহাদ) করেনি এবং এর প্রতি তার অন্তরে আকাঙ্ক্ষাও জাগ্রত করেনি, সে নিফাকের একটি অধ্যায়ের ওপর মৃত্যুবরণ করল। (সহীহ মুসলিম: ১৯১০)

ইমাম নববী রহ. বলেন, (এখানে এ হাদীস দ্বারা) অর্থ হলো, যার অবস্থা এমন হবে সে তাদের মতোই হবে; যেসব মুনাফিকরা জিহাদ করা থেকে বিরত থাকে। কারণ, জিহাদ ছেড়ে দেওয়া নিফাকের অন্যতম শাখা। হাদীস দ্বারা একটি বিষয় প্রমাণিত হয়

যে, যদি কেউ কোনো ইবাদত করার নিয়ত করে এবং কাজটি করার আগেই সে মারা যায়; তাহলে তাকে নিন্দা করা হবে না। যেমনটি নিন্দা করা হবে ঐ ব্যক্তিকে যে নিয়তই করল না।

৬.মিথ্যা কথা পরিহার করা

মুনাফিকের আরেকটি আলামত হলো মিথ্যা কথা বলা।মুনাফিকি থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই মিথ্যা থেকে বিরত থাকতে হবে।মিথ্যা সর্বাবস্থায় হারাম।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ

‘মিথ্যা তো তারাই বানায়, যারা আল্লাহর নিদর্শনগুলোর ওপর ইমান রাখে না। বস্তুত তারাই মিথ্যাবাদী।’ (সুরা নাহাল : ১০৫)

৭.ওয়াদা পালন করা

মুনাফিক মাত্রই ওয়াদার বরখেলাপ করে। কাউকে কথা দিলে সে কথা রাখে না। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে আমানত রক্ষার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓي اَهْلِهَا ۙ

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত তার মালিককে ফেরত দেবে।’(সুরা নিসা : ৫৮)।

আমানতের খেয়ানত প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

‘যার মধ্যে আমানতদারি নেই, সে মুমিন মুসলমান নয়।’ (মুসনাদে আহমাদ : ১১৯৩৫)

আমাদের উচিত কাউকে কোন কিছু ওয়াদা করলে তা অবশ্যই পালন করা। পালন করতে পারবো না এমন ওয়াদা কখনোই করা উচিত না।

০৮. বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করা

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, আল্লাহর যিকির বেশি করে করার দ্বারা নিফাক থেকে নিরাপদ থাকা যায়। কারণ, মুনাফিকরা আল্লাহর তেমন যিকির করে না। আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন-

وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

"এবং আল্লাহকে তারা (মুনাফিকরা) অল্পই স্মরণ করে।"(সূরা নিসা: ১৪২)

আর কা'ব রহ. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির বেশি করে সে নিফাক থেকে মুক্ত থাকবে। এ কারণেই হতে পারে আল্লাহ তাআলা সূরা মুনাফিকূনের শেষে এ আয়াত উল্লেখ করে তা সমাপ্ত করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ)

"হে মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ উদাসীন হবে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।(সূরা মুনাফিকূন: ৯)

কারণ, এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের ফেতনা থেকে সতর্ক করেন। যারা আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল হওয়ার কারণে নিফাকে নিপতিত হয়। কোনো কোনো সাহাবীকে খারেজিদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো, তারা কি মুনাফিক? উত্তরে তারা বললেন, না। কারণ, মুনাফিকরা আল্লাহর যিকির করে না। আল্লাহর যিকির না করা নিফাকের আলামত। আল্লাহর যিকির করা নিফাক থেকে বাঁচার অন্যতম উপায়। যে অন্তর আল্লাহর যিকিরে মশগুল ঐ অন্তরকে নিফাকে লিপ্ত করা কোনো ক্রমেই সমীচীন নয়। নিফাক হলো ঐ অন্তরের জন্য যে অন্তর আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল ও বেখবর।

৯.গান শোনা থেকে বিরত থাকা

গান-বাজনার সাথে নিফাকের সম্পর্ক। গান-বাজনা অন্তরকে কঠিন করে ফেলে, এবং এর কারণে অন্তরে নিফাক সৃষ্টি হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন-

الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النَّفَاقَ فِي الْقَلْبِ

"গান মানুষের অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে।”

তাই আমাদের উচিত হবে গান বাজনা থেকে দূরে থাকা।নিজে থেকে তো গান শোনায় যাবেনা। কোথাও গান বাজলে সেখান থেকে দ্রুত প্রস্থান করতে হবে।

১০. দুআ করা

যুবাইর ইবনে নুফাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ مَنْزِلَهُ بِحِمْصَ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِهِ، فَلَمَّا جَلَسَ يَتَشَهَدُ، جَعَلَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ النِّفَاقِ، فَلَمَّا انْصَرَف، قُلْتُ: غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ مَا أَنْتَ وَالنِّفَاقُ؟ قَالَ:

اللَّهُمَّ غَفْرًا، ثَلَاثًا، مَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ ؟ مَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ ؟ وَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُفْتَتَنُ فِي سَاعَةٍ فَيَنْقَلِبُ عَنْ دِينِهِ

"আমি আবুদ-দারদা রাযি, ঘরে প্রবেশ করে দেখি, তিনি নামাজ আদায় করছেন। তারপর যখন তিনি তাশাহহুদের জন্য বসলেন, তখন তাশাহহুদ পড়ে আল্লাহর নিকট নিফাক হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছেন, যখন সালাম ফেরালেন, আমি তাঁকে বললাম, আল্লাহ তাআলা আপনাকে ক্ষমা করুক, হে আবুদ-দারদা! আপনি নিফাককে এত ভয় করছেন কেন? আপনার সাথে নিফাকের সাথে সম্পর্ক কী? এ কথার জবাবে তিনি 'হে আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন' এ কথা তিনবার বললেন এবং আরও বললেন, বিপদ হতে কে নিরাপদ? এ বিপদ থেকে কে নিরাপদ? আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি,

একজন লোক মুহূর্তের মধ্যে ফেতনার সম্মুখীন হয়, তারপর সে তার দীন থেকে ফিরে যায়।(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ৬/৩৮২, যাহাবী রহ. বলেন, সনদটি সহীহ।)

হিংসা

হিংসা হলো ভয়ানক গোপন ব্যাধি যা মানুষের সুন্দর জীবনকে বিষময় করে তুলতে পারে।হিংসা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে করে তুলে দুর্বিষহ ও ভয়ানক।

হিংসা:

হিংসা শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো পরশ্রীকাতরতা। অন্যের ভালো দেখতে না পারা। কারো উন্নতি দেখলে অন্তরজ্বালা সৃষ্টি হওয়া এবং এই জিনিস ও আশা করা যেন আল্লাহ তার থেকে সেই নিয়ামত যেন ছিনিয়ে নেন।

অন্যকথায় হিংসা হচ্ছে অন্যের ভালো কিছু দেখে তা ধ্বংস হওয়া বা হারিয়ে যাওয়ার কামনা করা। কেউ ভালো পথে চলতে থাকলে কিংবা ভালো কোনো কাজ করতে গেলে সেখান থেকে সে ফিরে আসা, বাধাগ্রস্ত হওয়া কিংবা ব্যর্থ হওয়ার কামনা করা। এগুলোই হিংসা।

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হলো মানুষ তার নিজের জিনিস অন্য কাউকে দিতে চাইনা। মানুষ সর্বদা এটা চিন্তা করে সমস্ত ভালো কিছু তার হোক।ভালোটা যেন অন্যের কাছে কোন ভাবেই না যায়।সে হোক টাকা পয়সা,সম্পদ,সন্মান বা প্রভাব- প্রতিপত্তি। মানুষের চাহিদা সবসময় ঊর্ধ্বমুখী। চাওয়া-পাওয়ার যেন শেষ নেই। এক চাহিদা পূর্ণ হল তো আরেক চাহিদা এসে হাজির। এক লক্ষ্য অর্জিত হল তো আরেক লক্ষ্যের পেছনে অবিরাম ছুটে চলা। এটা স্বাভাবিকতা। এখান থেকেই জন্ম নিয়ে থাকে হিংসা এ সম্মান কিংবা এ পদ অথবা এত এত অর্থ আমার কাছে না এসে তার কাছে কেন? তা আমার কাছে চলে আসুক। তা যদি না হয় কমপক্ষে তার কাছ থেকে হারিয়ে যাক। এটাই হিংসা।

আমাদের সমাজের কিছু চিত্র লক্ষ্য করলে হিংসার ধারণা পরিষ্কার হয়ে যাবে। কেউ একজন পরীক্ষায় প্রথম হলো সেটা দেখে অন্যজনের ভালো লাগলো না। সে মনে মনে চাইলো পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ব্যক্তিটি যেন আর ভালো পড়াশোনা করতে না পারে,প্রথম যেন হতে না পারে। পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ব্যক্তির যেন এই নিয়ামত চলে যায়। আর এটাই হলো হিংসা।

একটি অফিসে অনেকজন কর্মচারী কাজ করে থাকে। এরমধ্যে কারো প্রমোশন হওয়া দেখে যদি অপর কর্মচারী তার খারাপ চাই, প্রমোশনটা যেনো ডিমোশন এ রূপান্তরিত হয় এই কামনা করে তখন সেটাকে হিংসা বলে।

আবার ধরা যাক এলাকায় একজন ভালো মানুষ আছেন যাকে এলাকার সবাই পছন্দ করেন,সম্মান করেন, তাকে মান্য করে চলেন। কেউ একজন চাইলো এই সম্মান যদি লোকেরা তাকে না করে আমাকে করত,আমার কথা মান্য করে চলত,তার যদি সম্মানহানী হত। এমন অকল্যাণ কামনা করাই হলো হিংসা।

হিংসুক ব্যক্তি নিজেকে সবার সামনে সম্মানিত ভাবে উপস্থাপন করতে চাই আর বাকি সবাই তার চেয়ে নগণ্য।

হিংসুটেকে সমাজে কেউ পছন্দ করে না। সবাই তাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে। সমাজে সবার সঙ্গে বসবাস করলেও কেউ তাকে ভালো জানে না।

দুনিয়ার প্রথম হত্যাকাণ্ডের সূচনা ও হয়েছিল এই হিংসা থেকেই।হযরত আদম আলাইহিসসালাম ও হাওয়া (রা:) ছিলেন দুনিয়ার প্রথম মানব-মানবী।হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও হযরত হাওয়া রা.-এর সন্তান জন্ম নিত জোড়ায় জোড়ায়।এক ছেলে এক মেয়ে। তাদের জন্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ বিধান ছিল এমন যে জমজ ভাইবোন পরস্পর বিয়ে করতে পারবে না। যাদের জন্ম আগে-পরে, তারা একে অন্যকে বিয়ে করতে পারবে।

হযরত আদম আলাইহিস সালামের দুই ছেলের নাম ছিল হাবীল ও কাবীল। কাবীলের সঙ্গে যে বোনের জন্ম হয় সে ছিল অধিক সুন্দরী । তাই নিয়ম ভেঙ্গে কাবীল তাকেই

বিয়ে করতে চায়। আর নিয়ম টিকিয়ে তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী ছিল হাবীলও। দ্বন্দ্ব নিরসনে তাদেরকে কুরবানী করতে বলা হল। যার কুরবানী কবুল হবে সে-ই তার উক্ত বোনকে বিয়ে করতে পারবে। এর পরের কাহিনী পবিত্র কুরআনের ভাষায়:

اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِىْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ اِنِّىٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ...

যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল, কিন্তু তাদের একজনের পক্ষ থেকে তা কবুল করা হল এবং অপরজনের পক্ষ থেকে কবুল করা হয়নি। সে বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। অপরজন বলল, আল্লাহ তো মুত্তাকীদের থেকেই কবুল করে থাকেন। তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্যে আমার দিকে তোমার হাত বাড়িয়ে দাও, তবুও আমি তোমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তোমার দিকে আমার হাত বাড়াব না। আমি অবশ্যই বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহকে ভয় করি। অবশ্যই আমি চাই, তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ বহন কর, এরপর তুমি দোজখিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আর এটাই জালেমদের শাস্তি। অবশেষে তার মন তাকে ভাই-হত্যার বিষয়ে প্ররোচিত করল, এরপর সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। (সূরা মায়িদা : ২৭-৩০ আয়াত)

পবিত্র কুরআনের বর্ণনানুসারে, এই হচ্ছে পৃথিবীতে সংঘটিত প্রথম হত্যাকান্ড। পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম অপরাধ। প্রথম এই হত্যাকান্ডের পেছনের কারণও আমরা উপরোক্ত আয়াতসমূহে দেখতে পাই, 'তোমার কুরবানী কবুল হয়েছে আর আমারটি হয়নি'এই চিন্তা থেকেই কাবীলের মনে হিংসা জমাট বাঁধতে থাকে আর এর পরিণতিতেই সে তার ভাই হাবীলকে হত্যা করে। যে হিংসা মানুষকে দিয়ে পৃথিবীতে পাপের সূচনা করাল, সে-ই হিংসা জগতে আরও কত শত অনিষ্ট ঘটিয়েছে তার হিসাব একমাত্র আল্লাহ সুবহানা তায়ালা ই জানেন।

আল্লাহ সুবহানা তায়ালা কুরআনে বলেছেন:

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰي سُرُر مُّتَقٰبِلِيْنَ

আর আমি তাদের অন্তর থেকে হিংসা বিদ্বেষ বের করে ফেলব, তারা সেখানে ভাই ভাই হয়ে আসনে মুখোমুখি বসবে। (সূরা আল হিজর আয়াত ৪৭)

আরেকজনের কোনো নিআমত দেখে তা বিলুপ্তির কামনা করা হিংসার প্রথম ধাপ। এর পরের ধাপ হচ্ছে, মনে যখন কারও প্রতি হিংসা জন্ম নেয় তখন এর চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা। তা হতে পারে তার কোনো ক্ষতি করার মধ্য দিয়ে, হতে পারে তার কোনো ক্ষতিতে আনন্দ প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এসব যেহেতু তার কর্ম। তাই এর কারণে সে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।

হিংসুক হিংসার আগুনে জ্বলে। কারণ হিংসা কারও কোনো ক্ষতি করতে পারে না। যাকে এগিয়ে যেতে দেখে কেউ হিংসা করছে, সে তো এগিয়েই যায়। হিংসা তার এগিয়ে চলার গতি রোধ করতে পারে না। কারও মনে সৃষ্ট হিংসা যদি অন্য কারও নিআমতকে বিনাশ করতে পারত, তাহলে তো জগতের কেউই ভালো কিছু অর্জন করতে পারত না।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে আমরা দেখতে পায়:

إِيّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النّارُ الْحَطَبَ أَوْ قَالَ الْعُشْبَ.

তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থেকো। কারণ হিংসা নেক আমলসমূহকে গ্রাস করে নেয়, যেভাবে আগুন গ্রাস করে লাকড়ি (অথবা ঘাস)। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯০৫) হাদীসের ভাষ্য এমন:

إِنّ الْحَسَدَ يُطْفِئُ نُورَ الْحَسَنَات.

সন্দেহ নেই, হিংসা নেক আমলসমূহের নূর ও আলোকে নিভিয়ে দেয়। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯০৬)

হিংসা তাই সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য। এ হিংসা কোনো মুমিনের চরিত্র হতে পারে না। হাদীসের বক্তব্য এমনই:

لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ.

কোনো বান্দার হৃদয়ে ঈমান ও হিংসা একত্রিত হতে পারে না। (সুনানে নাসাঈ, হাদীস ৩১০৯)

হৃদয়কে হিংসামুক্ত রাখার উপায় :

১.দুয়া করা

হিংসা হ'ল শয়তানী আমল। শয়তান সর্বদা মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে থাকে। তাই তার হাত থেকে বাঁচার জন্য শয়তানের প্রতি তীব্র ঘৃণা থাকা এবং তার বিরুদ্ধে প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকা আবশ্যক। সেইসাথে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে সর্বদা ছালাত শেষে বা ঘুমাতে যাবার সময় বা যেকোন সময় সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়া। এছাড়া নিম্নোক্ত দো'আটি পড়া আবশ্যক।

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ও আমাদের সেইসব ভাইকে তুমি ক্ষমা কর। যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর তুমি আমাদের অন্তরে মুমিনদের বিরুদ্ধে কোনরূপ বিদ্বেষ সঞ্চার করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয়ই তুমি স্নেহশীল ও দয়াবান' (হাশর ৫৯/১০)।

২.নিজের নিয়ামতের দিকে তাকানো

আল্লাহ সুবহানা তায়ালার চেয়ে বেশি তার বান্দাদের কেউ ভালোবাসতে পারেনা। আমাদের জন্য কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ সেই জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই রয়েছে।এইজন্য তিনি তার বিভিন্ন বান্দাকে বিভিন্ন নিয়ামত দান করেছেন। তিনি কিছু বান্দাকে নিয়ামত দিয়ে পরীক্ষা করেছেন আবার কিছু বান্দাকে নিয়ামত না দিয়ে। তাই আমাদের উচিত হবে অন্যের কি আছে সেই দিকে না তাকিয়ে, তাকে হিংসা না করে নিজের নিয়ামতের দিকে তাকানো। আল্লাহ যেসব নিয়ামত দিয়েছেন তা নিয়ে শুকরিয়া আদায় করা। নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে আমাদের নিজেদের ই লাভ। কারণ কুরআনে আল্লাহ সুবহানা তায়ালা বলেছেন:

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ

আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, ‘যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার আযাব বড় কঠিন।(সূরা ইব্রাহিম আয়াত ০৭)

৩.আল্লাহর ফয়সালাতে সন্তুষ্ট হওয়া

আল্লাহ সুবহানা তায়ালা তার সকল বান্দাদের একই রকম নিয়ামত দেন নি। কাউকে সুস্থতার নিয়ামত দিয়েছেন।কাউকে বা সন্তানের। কেউ আছেন ধনী আবার কেউ বা অনেক জ্ঞানী। আল্লাহ যার জন্য যা ফয়সালা করেছেন আমাদের তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।কাকে কি নেয়ামত দেয়া হবে সেটার অধিকার একমাত্র আল্লাহর ই রয়েছে,আমাদের না।তাই আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন আমাদের উচিত সেটাই সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করা।

৪.হিংসাকে পাপ হিসেবে গণ্যকরা

হিংসা ভয়ানক ব্যাধি হওয়া সত্ত্বেও আমরা এটাকে পাপের কাজ হিসেবে গন্য করিনা। আমরা ভাবি হিংসা করলে তো আর মানুষ অন্তরের খবর জানেনা। কিন্তু ভুলে যায়

আল্লাহ সুবহানা তায়ালা সব খবর ই জানেন। তাই আমাদের উচিত হিংসা থেকে বেচে থাকার সব চেষ্টা করা।

৫.যাকে হিংসা করা হয় তার গুন খুঁজে বের করা

মোটাদাগে কোন মানুষই খারাপ না।ভালো মন্দ মিলিয়েই মানুষ। আমাদের উচিত মানুষের ভালো গুন গুলো খুজে বের করা,সেগুলো অন্যের নিকট প্রকাশ করা ও প্রশংসা করা।মন থেকে যদি প্রশংসা না ও করতে পারি তবুও জোর করেই যেন প্রশংসা করা শুরু করি। কারণ আমরা কেউ ই চায় না আমাদের কষ্টের আমল হিংসার কারণে শেষ হয়ে যাক।

৬.হাদিয়া পাঠানো

যে ব্যক্তিকে হিংসা করা হয় তার নিকট হাদিয়া পাঠানো।হাদিয়া পাঠানোর মাধ্যমে হিংসা দূর হয়। হাদিয়া দাতা ও গ্রহীতার মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এবং সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

৭.বিনয়ের সাথে মেলামেশা করা

যে ব্যক্তির প্রতি হিংসার উদ্রেক হয় আমাদের উচিত তার সাথে বিনয়ের সাথে মেলামেশা করা। তার খোজ খবর রাখা,বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

রিয়া

দৈনন্দিন জীবনে আমরা ইবাদত হিসেবে এমন অনেক কাজ ই করে থাকি যা শেষ পর্যন্ত নিয়তের গড়মিলের কারনে গোনাহের কাজে পরিণত হয়। ইসলামের অন্যতম ফরজ বিধান হলো নামাজ।

নামাজকে ফরজ হিসেবে আদায় করার জন্যই আমরা নামাজে দাঁড়াই।কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় নামাজ রত অবস্থায় কেউ একজন আমাকে দেখছে তখন নামাজের ধরণটা ভিন্ন হয়ে যায়। রুকু সিজদা গুলো আগের চাইতে আরো বেশি সময় নিয়ে করা হয়,নামাজের কাজ গুলো ধীরগতিতে করা হয়,নামাজ শেষ করার কোন তাড়া থাকেনা। একই নামাজ যখন আবার একাকী নির্জন স্থানে পড়া হয় তখন দেখা যায় নামাজের রুকু সিজদা গুলো আর সময় নিয়ে করা হয়না,ছোট সূরা দিয়ে দ্রুত ই নামাজ পড়ে শেষ করতে চাই।

একই চিত্র দেখা যায় যাকাত আদায়, কুরবানী দেওয়া বা যেকোন নফল দান সাদকার সময়। যাকাত ও নামাজের মতই একটি ফরজ বিধান।এটি ধনীর সম্পদে গরীবের হক। যা ঠিক মত আদায় না করলে একটি ফরজ বিধান অবমাননার গুনাহ আমল নামায় যুক্ত হয়। কিন্তু এই যাকাত আদায় ও এখন লোক দেখানোর কাজে পরিণত হয়েছে। যাকাত আদায়কারী ব্যক্তি দোকানে যাকাতের জন্য কাপড় কিনতে যায়,সবাই জানে সে যাকাতের কাপড় নিতে এসেছে।এরপর সেই কাপড় ও দান করা হয় পুরো গ্রাম বা মহল্লাকে জানিয়ে। কাপড় বিতরণের জন্য দিন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। মানুষ জড়ো হয় এলাকার মানুষ জানে আজ যাকাতের কাপড় বিতরণ হচ্ছে। যতো বেশি মানুষ জানে বাহবাহ এর পরিমাণ ততো বাড়তে থাকে। যাকাত আদায়কারী ব্যক্তি ও ভুক্তে থাকে আত্ন তৃপ্তিতে আর আমল নামায় যুক্ত হতে থাকে সওয়াবের পরিবর্তে পাহাড়সম গুনাহ।

কুরবানী হওয়া উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। কিন্তু এখানেও চলে লোক দেখানো ও মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর প্রতিযোগিতা। কে কত বড়, কত বেশি টাকা দিয়ে কুরবানির

পশু কিনতে পারে চলে সেই অসুস্থ প্রতিযোগিতা। সন্মানের মাপকাঠি নির্ধারণ করে টাকা।এতসব প্রতিযোগিতার ভিড়ে পেছনে পরে যায় কুরবানী কবুল হওয়ার নিয়ত,আল্লাহর সন্তুষ্টি।

এমন হাজারো কাজ আমরা করে থাকি নিত্যদিন যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টির তুলনায় মানুষের প্রশংসা মুখ্য হয়ে থাকে।

এগুলোই হলো গোপন শীরক বা রিয়া।

গোপন শিরকের অর্থ হলো, এই জন্য আল্লাহর ইবাদত করা যাতে অন্যরা তা দেখে খুশি হয়। অথবা ইবাদতের মাধ্যমে ইবাদতকারীর পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য হয় যেমন: ইজ্জত-সম্মান, ধনসম্পদ, সুনাম- সুখ্যাতি ইত্যাদি। শরিয়তের দৃষ্টিতে এই কাজ যদিও কুফর ও শিরকের স্তরের নয়, তবে তা অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। তা মানুষের মেহনতকে নিমিষেই বরবাদ করে দেয়। এ সংক্রান্ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু বাণী নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِذَا تَزَيَّنَ الرَّجُلُ لِعَمَلِ الْآخِرَةِ وَهُوَ لَا يُرِيدُهَا وَلَا يَطْلُبُهَا لُعِنَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

যে ব্যক্তি আখিরাতের প্রকৃত প্রয়াসী না হয়ে আখিরাতের আমল দ্বারা সুশোভিত হয়, তাকে আসমান-জমিনে অভিশাপ দেওয়া হয়। (আত-তারগিব ওয়াত তারহিব, ১/৩২)

২. হযরত জারুদ রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ طُمِسَ وَجْهُهُ ومُحِقَ ذِكْرُهُ وَأُثْبِتَ اسْمُهُ فِي النَّارِ.

যে ব্যক্তি আখিরাতের আমলের মাধ্যমে দুনিয়া অন্বেষণ করে, তার চেহারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, নাম-ধাম মিটে যাবে এবং জাহান্নামীদের তালিকায় তার নাম লেখা হবে।(তাবারানী, ২০২৪; আত-তারগিব ওয়াত তারহিব, ১/৩২।)

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ أَحْسَنَ الصَّلَاةَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ، ثُمَّ أَسَاءَهَا حِينَ يَخْلُو، فَتِلْكَ اسْتِهَانَةٌ اسْتَهَانَ بِهَا رَبَّهُ.

যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য নামায উত্তমভাবে আদায় করে, পক্ষান্তরে নির্জনে অবহেলা করে, এটা মূলত এমন অবহেলা, যা সে আল্লাহর প্রতি প্রদর্শন করছে। (মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক, ৩৭৩৮; আত-তারগিব ওয়াত তারহিব, ১/৩৩।)

৪.হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস রা. বলেন, রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ.

যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে রোযা রাখল, সে শিরক করল। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ল, সে শিরক করল। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে দান-সদকা করল, সেও শিরক করল। (আবু দাউদ, ১২১৬)

৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

الشِرْكُ الْخَفِيُّ، أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ، لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ.

শিরকে খফী হলো, নামায আদায়কালে কেউ তার নামায দেখছে এমন ধারণা হলে নামায আরও সুন্দর করে পড়া। (ইবনে মাজাহ, ৩১০, আত-তারগিব ওয়াত তারহিব, ১/৩৩।)

৬. হযরত মাহমুদ ইবনে লাবিদ রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَشِرْكَ السَّرَائِرِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا شِرْكُ السَّرَائِرِ؟ قَالَ: يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ

হে লোকসকল, গোপন শিরক থেকে বেঁচে থাকো। সাহাবায়ে- কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, গোপন শিরক কী? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নামায আদায়- কালে মানুষ দেখলে নামাযকে চেষ্টা করে সুন্দর করাই হলো গোপন শিরক। (বাইহাকী, ২৮৭২; আত-তারগিব ওয়াত তারহিব, ১/৩৪।)

৭.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ " قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : "الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ

فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً.

আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভয় পাই ছোট শিরকের। সাহাবায়েকেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, ছোট শিরক কী? জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, রিয়া। আল্লাহ তায়ালা মানুষের আমলের বিনিময় প্রদানকালে বলবেন, তাদের কাছে যাও, যাদের দেখানোর উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় তোমরা আমল করতে। গিয়ে দেখো, তাদের কাছে কোনো প্রতিদান পাও কি না? (মুসনাদে আহমদ, ২৩৬৩০; আত-তারগিব ওয়াত তারহিব, ১/৩৪।)

৮. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَنَا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا وَلَا حَجَرًا وَلَا وَثَنًا، وَلَكِنْ يُرَاءُونَ بِأَعْمَالِهِمْ، وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ: أَنْ يُصْبِحَ أَحَدُهُمْ صَائِمًا، فَتَعْرِضُ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ شَهَوَاتِهِ، فَيَتْرُكُ صَوْمَهُ.

(উম্মতের মাঝে শিরক ব্যাপকতর হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন) মানুষ চাঁদ-সূর্য, পাথর বা মূর্তির ইবাদত করবে না; তবে লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করবে (এটাই শিরক)। আর গোপন প্রবৃত্তি হলো, মানুষ রোযাদার অবস্থায় দিন শুরু করলেও কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় রোযা ভেঙে ফেলবে। (মুসনাদে আহমদ, ১৭১২০; মিশকাত, ২/৪৫৬।)

উপরিউক্ত কয়েকটি হাদিসই আমাদের টনক নড়ানোর জন্য যথেষ্ট যে, আমাদের মাথাকে প্রত্যেক ঐ আমল ও আকিদা থেকে দূরে রাখা উচিত, যা আল্লাহর প্রতি লজ্জার পরিপন্থী। রিয়া, লৌকিকতা, ইবাদতে অন্য কাউকে শরিক করা ইত্যাদি মূলত আল্লাহর প্রতি নিতান্ত লজ্জাহীনতার শামিল।

গোপন শীরক থেকে বেচে থাকার উপায়

১.নিয়তকে বিশুদ্ধ করা

গোপন শিরক থেকে বেচে থাকার জন্য সর্বপ্রথম আমাদের যে কাজটি করতে হবে তা হলো নিয়তকে বিশুদ্ধ করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে।

এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি আমাদের কাজের ফলাফল আমাদের নিয়তের উপর নির্ভর করবে। আমরা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন কাজ করি তাহলে সে অনুযায়ী আমরা পুরষ্কার পাবো। অপরদিকে কোন কাজ যদি আমরা মানুষের কাছে ভালো হওয়ার জন্য, মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য করি তাহলে এর প্রতিদান আল্লাহর কাছে পাবোনা বরং আমাদের আমল নামায় যোগ হবে গোপন শিরক এর মত পাপ। তাই আমাদের উচিত হবে কোন কাজ করার আগে আমাদের নিয়তকে বার বার যাচাই করা যে ইবাদত বা কাজ আমরা করছি সেটা কেন করছি,কার সন্তুষ্টির জন্য করছি,কার কাছে প্রতিদান আশা করছি। নিয়ত যাচাই না করার কারণে আমরা সহজেই শয়তানের ফাদে পা দিয়ে ফেলব।আমরা ধরে নিব যে আমরা ইবাদত করছি,ভালো কাজ করছি কিন্তু নিয়ত ঠিক না থাকার কারণে দিনশেষে টাকা, শ্রম ব্যয় করে আমরা আমাদের চির শত্রু শয়তানকেই খুশি করছি।

২.শিরক থেকে বাচার দুয়া পড়া

নিয়ত যাচাই করার পরেও আমরা অনেক সময় শয়তানের ফাদে পরে যেতে পারি।আমাদের অজান্তে গোপন শিরক করে ফেলতে পারি।সেক্ষেত্রে আমাদের উচিত হবে বেশি বেশি শিরক মুক্ত থাকার দুয়া পড়া।

দুয়া টি নিম্নরূপ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

হে আল্লাহ, আমি জ্ঞাতসারে শিরক করা থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এবং অজ্ঞাতসারে যা ঘটে তার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমাদের মধ্যে শিরক পিপিলিকার পদচারণার চেয়েও সূক্ষ্ম। আবূ বাকর (রা) বলেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা বা ডাকাই কি শুধু শিরক নয়? রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, ... বরং তা পিপিলিকার পদচারণার চেয়েও সূক্ষ্ম। আমি তোমাকে একটি বিষয় শিখিয়ে দিচ্ছি যা পালন করলে ছোট ও বড় শিরক তোমার থেকে দূরিভূত হবে। তুমি -উপরের দুআটি- বলবে।" হাদীসটি সহীহ।(আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃষ্ঠা ২৫০; আলবানী, সহীহুল আদাবিল মুফরাদ ১/২৫৯।)

৩. আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দুয়া করা

দুয়াকে বলা হয় মুমিনের হাতিয়ার। কোন কিছু যদি ভাগ্য বদলাতে পারে তবে সেটা হচ্ছে দুয়া। তাই আমাদের উচিত বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে দুয়া চাওয়া। আল্লাহ যেন আমাদের লোক দেখানো কাজ কর্ম থেকে বিরত রাখেন এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় ইবাদত ও ভালো কাজ করার তৌফিক দেন।

৪. সর্বদা অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত রাখা

আমাদের অন্তরে সর্বদা আল্লাহর ভয় থাকা উচিত। কারণ আল্লাহ্ অন্তরযামী, আমাদের অন্তরের খবর জানেন। আমরা মানুষের চোখ কে ফাকি দিয়ে সুনাম অর্জন করতে পারি।কিন্তু আল্লাহর সাথে এমনটা করা সম্ভব না। তাই আমাদের সকল কাজের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টি।

৫. কৌশল অবলম্বন

শয়তান যদি আমাদের বার বার লোক দেখানো কাজ করার জন্য উৎসাহ দিয়ে থাকে তাহলে আমাদের ও উচিত হবে শয়তানকে পরাজিত করার কিছু কৌশল অবলম্বন করা। যেমন

ক. কারো সামনে যখন আমরা নামাজ বা কুরআন তেলাওয়াত করবো তখন চেষ্টা করবো একাকী অবস্থায় আমার নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত যেমন তেমন ভাবে করতে।

খ. প্রকাশ্যে দান করতে কোন বাধা নেই। তবে যদি রিয়ার আশংকা থাকে তাহলে দান সাদকা গোপনে করা উত্তম।

গ. যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের উচিত প্রকৃত যাকাতের হকদারকে খুজে বের করে তার কাছে তার প্রাপ্য পৌছে দেওয়া। এতে করে যাকাত ও আদায় হয়ে যাবে এবং একজন প্রকৃত হকদার তার প্রাপ্য পেয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ।

ঘ.কুরবানীর পশু কেনার সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় কুরবানী করি তবেই আমাদের কুরবানী কবুল হবে। কারণ আল্লাহ আমাদের অন্তরের নিয়ত দেখবেন।

মনে রাখতে হবে কুরবানীর পশুর দাম বা আকার আকৃতি কুরবানী কবুল হওয়ার শর্ত নয়।

কুরআনে আল্লাহ সুবহানাতায়ালা বলেছেন

لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰي مِنْكُمْ ۚ

আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এগুলোর গোশ্ত ও রক্ত; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া।(সূরাআল-হাজ্জ আয়াত ৩৭)

নেতৃত্বের লোভ

অন্তরের একনিষ্ঠতা-একত্বতাকে বিনষ্টকারী, দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধিকারী এবং আখিরাত থেকে বিমুখকারী বস্তুসমূহের অন্যতম হলো নেতৃত্বের লোভ। এটি ভয়ংকর এক দুরারোগ্য ব্যাধি। এ পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় হয়। এর জন্য প্রবাহিত হয় রক্ত। এর কারণেই ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। এমনকি পিতা-পুত্রের মধ্যেও শুরু হয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত।

প্রধানত নেতৃত্বের লোভ ২ ধরনের হয়ে থাকে

ক. দুনিয়াবি নেতৃত্বের লোভ

খ. দ্বীনি ইলমি নেতৃত্বের লোভ

ইবনে রজব রহ. বলেন, মর্যাদা অর্জনের লোভ দুধরনের হয়ে থাকে। প্রথম প্রকার- দুনিয়ার নেতৃত্ব, বাদশাহি, সম্পদ অর্জনের লোভ। এ ধরনের লোভ মারাত্মক বিপজ্জনক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন লোভ আখিরাতের কল্যাণ, মর্যাদা ও সম্মান লাভের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ বলেন-

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا
فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

“ওই পরকালীন নিবাস তো আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করি; যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য। (সূরা কাসাস: আয়াত ৮৩)

তারপর ইবনে রজব রহ. বলেন, দ্বিতীয় প্রকার- দীনি কোনো বিষয় যেমন, ইলম, আমল, দুনিয়াবিমুখতা দ্বারা মানুষের মাঝে উচ্চতা ও সম্মান কামনা করা।

সম্মান অর্জনের লোভের এ ধরনটি আগের প্রকারের চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট ও কুৎসিত, অধিক ফাসাদময় ও বিপজ্জনক। কেননা, ইলম, আমল ও দুনিয়াবিমুখতা দ্বারা আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত উন্নত মর্যাদা, স্থায়ী নেয়ামত, তাঁর নৈকট্য, তাঁর নিকটতম স্থান প্রার্থনা করা হয়। যারা এগুলো দ্বারা মানুষের নিকট সম্মান ও মর্যাদা তালাশ করবে, তারা অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, ইলম আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে বিধায় এটি মর্যাদাপূর্ণ। না হলে অন্য বস্তুর মতো এটিও সাধারণ।

কিন্তু যদি উল্লিখিত বিষয়সমূহ দ্বারা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার কোনো বস্তু কামনা করা হয়, তবে তার প্রকারও দুটি।

প্রথমত: এগুলো দ্বারা অর্থ-সম্পদ কামনা করা। এমনটা মূলত সম্পদের প্রতি লোভ ও হারাম মাধ্যম ব্যবহার করে সম্পদ অর্জনের চেষ্টার একটি রূপ।

দ্বিতীয়ত: যে ব্যক্তি ইলম, আমল ও দুনিয়াবিমুখিতা দ্বারা সৃষ্টি জীবের ওপর নেতৃত্ব চাইবে, বড়ত্ব চাইবে, সৃষ্টির আনুগত্য চাইবে। চাইবে যে, তারা যেন তার প্রতি ঝুঁকে যায়। তার অভিমুখী হয়। অন্যান্য আলেমের ওপর তার ইলমের প্রবৃদ্ধির কথা মানুষের নিকট যেন স্পষ্ট হয়ে যায়। এর দ্বারা সে অন্যদের চেয়ে বড় হয়ে যায়। এমন ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত। কেননা, সৃষ্টির ওপরে নিজেকে বড় করার ইচ্ছা করাও হারাম। আর যখন এমন ক্ষেত্রে আখিরাত অর্জনের কোনো একটি মাধ্যম ব্যবহৃত হবে, তখন তো তা দুনিয়া অর্জনের মাধ্যম সম্পদ ও বাদশাহি থেকে অধিক কদাকার ও মন্দ হবে।

নেতৃত্বের লোভের চিকিৎসা:

বান্দাদের ওপর আল্লাহ তাআলা'র করুণা অসীম। তিনি যে-ই রোগ বানিয়েছেন, সাথে সাথে তার ওষুধও সৃষ্টি করেছেন। এমন একটি রোগের নাম নেতৃত্বের লোভ। এ রোগের চিকিৎসা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

০১. ইখলাস নিশ্চিত করার প্রতি লক্ষ্য রাখা

শরীয়তের বিভিন্ন বিধি-বিধান, ফতোয়া, ঘটনা-কাহিনী, উপদেশসহ বিবিধ জ্ঞান হলো প্রকাশ্য জ্ঞান। এগুলো মানুষের নিকট প্রকাশ্য থাকে। ফলে এ ধরনের জ্ঞানের জ্ঞানী মানুষের নিকট মর্যাদা ও সম্মান পেয়ে থাকে। অন্যদিকে অপ্রকাশ্য জ্ঞান হলো মানুষের অন্তরে আল্লাহর পরিচয়, তাঁর ভয়, ভালোবাসা, ধ্যান, তাঁর সাথে সম্পর্ক গড়া, তাঁর সাক্ষাতের জন্য উদগ্রীব থাকা, তাঁর ওপর ভরসা করা, তাঁর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার বিষয়বস্তু থেকে বিমুখ থাকা, চিরস্থায়ী আখিরাতের প্রতি এগিয়ে আসা- এসব আল্লাহর নিকট উক্ত ব্যক্তির মর্যাদা ও নৈকট্য বাড়ায়। মানুষের নিকট মর্যাদা লাভ করা আর আল্লাহর নিকট মর্যাদা ও তাঁর নৈকট্য লাভ করা- এই দুই মর্যাদার একটি অন্যটির বিপরীত।

অতএব যে মানুষের নিকট স্বীয় মর্যাদা নিয়ে অটল থাকে, প্রকাশ্য ইলমের মাধ্যমে দুনিয়ার সম্মান অর্জন করার দ্বারা মানুষের নিকট তার অর্জিত মর্যাদা নিয়ে পড়ে

০২. নেতৃত্বের আবেদন নাকচ করা

আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَهُ، فَقَالَ: إِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ

"আমি ও আমার দুই চাচাতো ভাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলাম। তাদের একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কোনো বিষয়ে আমীর নিযুক্ত করুন। অন্যজনও ঠিক এমনি করে বলল। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম!

যারা নেতৃত্ব চায়, আমরা তাদেরকে এ দায়িত্ব দেই না। এমন কাউকেও দেই না যে এর প্রতি লোভ করে।(সহীহ বুখারী: ৭১৪৯)

আবু মূসা রাযি. থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

اتقوا الله فإن أخونكم عندنا من طلب العمل

"আল্লাহকে ভয় কর! নিশ্চয়ই আমাদের নিকট সে ব্যক্তিই অধিক খেয়ানতকারী, যে নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের আবেদন করে।" (তবারানী: ১০৩)

০৩. পরামর্শ করা

এ ক্ষেত্রে পরামর্শ করা দুভাবে উপকারী হতে পারে।

প্রথমত, যখন কোনো বান্দার ওপর নেতৃত্ব উপস্থাপন করা হয় বা চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন কল্যাণকামী ও সত্যপন্থীদের সাথে পরামর্শ করে নিতে হবে যে, উক্ত ব্যক্তি যোগ্য নাকি অযোগ্য। আবু যার রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে কোনো নেতৃত্বের কাজে নিয়োগ করবেন না? তিনি স্বীয় হাত দিয়ে আমার কাঁধে মৃদু আঘাত করে বললেন-

يَا أَبَا ذَرَّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقَّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

"হে আবু যার! তুমি তো দুর্বল। নেতৃত্ব হলো আমানত। কিয়ামতের দিন নেতৃত্ব লাঞ্ছনাকর ও লজ্জাকর হয়ে দেখা দেবে। তবে সে ব্যতীত যে এ আমানত আদায় করে ও রক্ষা করে।"(সহীহ মুসলিম: ১৮২৫)

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন-

يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ

“হে আবু যার! আমি তোমাকে দুর্বল দেখছি। আর আমি নিজের জন্য যা পছন্দ করি, তোমার জন্যও তা-ই পছন্দ করি। তুমি দুজনকে নেতৃত্ব দেবে না এবং ইয়াতীমের মাল সংরক্ষণের দায়িত্ব নেবে না।" (সহীহ মুসলিম: ১৮২৬)

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু যারের মাঝে দুর্বলতা দেখার কারণে তাকে নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব অর্পণ থেকে নিষেধ করেন।

০৪. সর্বদা আত্মসমালোচনা, তাওবা ও ইসতিগফার করা

ইবনে হিব্বান রহ. বলেন, যে ব্যক্তি মুসলিমদের কোনো বিষয়ে নেতৃত্ব পেয়েছে তার ওপর ওয়াজিব হলো, সে প্রতিটি সময় প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর দিকে রুজু হবে। সে সব সময় আল্লাহর বড়ত্ব, শক্তি ও সামর্থ্যের কথা স্মরণ করবে। সে মনে রাখবে, যদি জুলুম হয়, আল্লাহই সে জুলুমের প্রতিশোধ নেবেন। আর যে পুণ্য কাজ করবে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে। তাই অবশ্যই সে তার শাসনে এমন আচরণ করবে, যা তার জন্য উভয় জাহানে কল্যাণ বয়ে আনবে। সে তার পূর্ববর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত থেকে শিক্ষা নেবে। কেননা, সে আজ যে ক্ষমতায় আছে সেজন্য তাকে কৃতজ্ঞতা পোষণ করতে হবে। যেমনি নিঃসন্দেহে তাকে একদিন এর হিসেবও দিতে হবে। (রওযাতুল উকালা ও নুযহাতুল ফুযালা: ২৭৭)

০৬. ইলমের প্রতি মনোনিবেশ করা এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া

উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নেতৃত্বে যাওয়ার আগে তোমরা জ্ঞান অর্জন করে নাও। আবু আব্দুল্লাহ বুখারী রহ. বলেন, নেতৃত্বে যাওয়ার পরও তোমরা বিদ্যার্জন

চালিয়ে যাও। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ বৃদ্ধ বয়সেও জ্ঞান অর্জন করেছেন। (সহীহ বুখারীর টীকা: ১/৩৯)

হাসান ইবনে মানসূর আল-জাসসাস রহ. বলেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. কে বললাম, 'কতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ লিখে যাবে? উত্তরে তিনি বললেন, মৃত্যু পর্যন্ত। (তবাকাতুল হানাবিলাহ: ১/১৪০)

৭. দুনিয়া বিমুখ হওয়া, আখিরাতের সাথে সম্পর্ক গড়া, এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করা

ইবনে রজব রহ. বলেন, জেনে রেখ! মানুষ নিজের জাতির সন্তানদের ওপরেই নিজেকে উচ্চ ও মর্যাদাবান দেখতে পছন্দ করে। এ থেকেই সৃষ্টি হয় হিংসা ও অহংকার। কিন্তু জ্ঞানীগণ সব সময় প্রতিযোগিতা করে চিরস্থায়ী মর্যাদা নিয়ে, যাতে রয়েছে আল্লাহ তাআলা'র সন্তুষ্টি ও তাঁর নৈকট্য অর্জন। এবং তারা এই ধ্বংসশীল মর্যাদার উচ্চাসন থেকে সর্বদা বিমুখ থাকে, যার ওপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ ও তাঁর অসন্তুষ্টি। এবং তার নিজের পতন ও ধ্বংস। যে উচ্চতা তাকে আল্লাহর থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তাকে পৃথক করে দেয় তার রব থেকে। এটি হলো দ্বিতীয় শ্রেণির উচ্চতা, যা নিন্দনীয়। বলতে গেলে এটি হলো পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার প্রদর্শন ও অত্যাচারকরণ।

অন্যদিকে প্রথম প্রকারের উচ্চতা ও সম্মান এবং এর প্রতি লোভ থাকা প্রশংসিত। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

"আর এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা যেন প্রতিযোগিতা করে

(সূরা মুতাফফিফীন: আয়াত ২৬)

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, দুনিয়ার বিষয়টাই তুচ্ছ। দুনিয়ার বড়টাও ছোট। দুনিয়াদারদের উদ্দেশ্য হলো, নেতৃত্ব ও মালের অধিকারী হওয়া। নেতৃত্বের সর্বোচ্চ পর্যায় হলো ফেরাউনের মতো প্রভুত্ব দাবি করা, যে কারণে আল্লাহ তাকে ডুবিয়ে দিয়েছেন। মালের অধিকারীর সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য হলো কারুনের মতো হওয়া, যা আল্লাহ জমিনে ধসে দিয়েছেন। সে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এভাবে নিচের দিকে যেতেই থাকবে। (মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৬১৫)

০৮. নেতৃত্ব থেকে বিমুখ হয়ে দুনিয়াতে এর বদলে আল্লাহ যে নেয়ামত দান করেন সে বিষয়ে চিন্তা করা

নেতৃত্বের লোভ না করে আমাদের উচিত আল্লাহ সুবহানা তায়ালা আমাদের যে নেয়ামত দিয়েছেন তা নিয়ে চিন্তা -ভাবনা করা এবং শুকরিয়া আদায় করা।

০৯. কর্তৃত্বের জবাবদিহিতার গুরুত্ব বোঝা- এটি কোনো সম্মানপ্রদর্শন নয়; বরং কষ্টপ্রদান

ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لَا يَسْتَرْعِي اللهُ عَبْدًا رَعِيَّةً قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَ فِيهِمْ أَمْرَ اللَّهِ أَمْ أَضَاعَهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ
خَاصَّةً

"আল্লাহ তাআলা বান্দাকে কম হোক বা বেশি যে কোনো দায়িত্বই দেন না কেন কিয়ামতের দিন তিনি তাকে তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন, সে কি তাদের মধ্যে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করেছে না করেনি? এমন কি তার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে তার দায়িত্ব সম্পর্কেও তাকে জিজ্ঞাসা করবেন।"(মুসনাদে আহমাদ: ৪৬২৩, শুআইব আরনাউত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)

দুনিয়ার প্রতি মুহাব্বত

নানা রকম ভোগ সামগ্রী দিয়ে মুড়ানো দুনিয়ার জীবন। ক্ষনিকের এই দুনিয়াবী জীবনে আমরা মেতে থাকি ভোগ বিলাসিতায়।আমাদের চাহিদার কোন শেষ নেই।দিন দিন চাহিদার তালিকা বাড়তেই থাকে একটা পূরণ হলে আরেকটা এসে হাজির। দুনিয়ার মোহে পরে নানা রকম হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পরি।দূরত্ব তৈরি করে ফেলি চিরস্থায়ী জান্নাতের সাথে।দুনিয়ার জীবন নিয়ে আমাদের কত শত পরিকল্পনা। আমরা দুনিয়ার ঘর সাজাতে ব্যস্ত। কিন্তু আমাদের আমলের খাতা পরে থাকে শুন্য।

দুনিয়াবী ব্যাংক একাউন্ট কিভাবে বাড়ানো যায় সেই আশায় দিন রাত ছুটতে থাকি। মাঝখানে ছুটে যায় আমাদের ফরজ ইবাদত গুলো, দিন দিন বাড়তে থাকে আল্লাহর সাথে দূরত্ব।আমাদের প্রয়োজনগুলো নিয়ে যেখানে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানানো দরকার ছিল সেখানে আমরা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছি দিন শেষে হতাশা আর অপ্রাপ্তি আমাদের অর্জন। দুনিয়া নিয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাতায়ালা ইরশাদ করেছেন-

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ(

“জেনে রেখ, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব-অহংকার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র। এর উপমা হলো বৃষ্টির মতো, যার উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে আনন্দ দেয়। তারপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও। তারপর তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর আখিরাতে আছে কঠিন আযাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। বস্তুত, দুনিয়ার জীবনটা তো ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা হাদীদ: ২০)

আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ(

“দুনিয়ার জীবনের তুলনা তো পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে নাযিল করি, অতঃপর তার সাথে জমিনের উদ্ভিদের মিশ্রণ ঘটে, যা মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু ভোগ করে। অবশেষে যখন জমিন শোভিত ও সজ্জিত হয় এবং তার অধিবাসীরা মনে করে জমিনে উৎপন্ন ফসল করায়ত্ত করতে তারা সক্ষম, তখন তাতে রাতে কিংবা দিনে আমার আদেশ চলে আসে। অতঃপর আমি সেগুলোকে বানিয়ে দেই কর্তিত ফসল, মনে হয় গতকালও এখানে কিছু ছিল না। এভাবে আমি চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করি।"(সূরা ইউনুস: ২৪)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-

(وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

“আর এ দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। নিশ্চয়ই আখিরাতের নিবাসই হলো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত। (সূরা আনকাবুত: ৬৪)

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

"দুনিয়া মুমিনদের জন্য জেলখানা আর কাফেরদের জন্য জান্নাত। "(সহীহ মুসলিম: ২৯৫৬)

উপরের হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি কাফেররা পরকালে বিশ্বাস করে না, আল্লাহর সামনে নিজের প্রত্যেকটি কাজের হিসাব দিতে হবে, এ বিশ্বাস তাদের নেই। এজন্যই তারা মন যা চায়, তা-ই করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের জন্য দুনিয়াটা জান্নাত। কিন্তু পরকালে তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে। কঠিন শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। আর মুমিনরা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলে। মন যা চায়, তা-ই

করার সুযোগ তাদের নেই। এজন্যই দুনিয়ার জীবন তাদের জন্য জেলখানার মতো। কিন্তু পরকালে তাঁরা জান্নাতে পরম সুখ ও অনাবিল আনন্দ ভোগ করতে থাকবে। তাদের মন যা চায়, তা-ই লাভ করবে।

মুস্তাওরাদ ইবনে শাদ্দাদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ - وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ - فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ؟

"...দুনিয়ার জীবন আখিরাতের জীবনের তুলনায় এমন, যেমন তোমাদের কেউ তার এ আঙুলটি (বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইশারা করলেন) সমুদ্রে পানিতে ভিজিয়ে দেখল এর সাথে কতটুকু (পানি) লেগে এসেছে? (সহীহ মুসলিম: ২৮৫৮)

সমুদ্রের পানির তুলনায় আঙুলের সাথে ওঠে আসা পানির পরিমাণ এতই নগণ্য যে, তা হিসাবেই ধরা হয় না। অনুরূপভাবে আখিরাতের জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবন একেবারেই হিসাবের বাইরে। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোঝানোর জন্য একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন মাত্র।

দুনিয়ার মহব্বত দূর করার চিকিৎসা

দুনিয়ার মহব্বত কতটা মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক ব্যাধি, তা ওপরের আলোচনার দ্বারা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই জরুরি এ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করা। এমন কোনো রোগ নেই, যা নিরাময়ের ব্যবস্থা নেই। অন্তর থেকে দুনিয়ার মহব্বত দূর করার কার্যকরী অনেক ব্যবস্থা বা চিকিৎসা রয়েছে। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

০১. দুনিয়ার হাকীকত সম্পর্কে গভীর ইলম থাকতে হবে

দুনিয়ার হাকীকত সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে এই দুনিয়া ক্ষনস্থায়ী। আমরা এখানে কতদিন বাচব তার কোনো ঠিক নেই। আখিরাতের জীবন হলো অনন্তকালের জীবন। আমাদের উচিত ক্ষনস্থায়ী দুনিয়ার পিছনে না ছুটে স্থায়ী জীবনের পাথেয় সংগ্রহে লেগে পরা।

০২. দুনিয়াকে নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ জানা

দুনিয়ার সব ই ক্ষনস্থায়ী। ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা,আত্নীয় স্বজন,খ্যাতি আজ আছে তো কাল নেই। কিন্তু আমল থেকে যাবে শেষ পর্যন্ত। তাই এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার পিছনে না ছুটে আমলের দিকে ছুটে চলা।

০৩. দুনিয়া খুব দ্রুত ধ্বংস হবে আর আখিরাত অতি নিকটে- এ বিষয়ে চিন্তা করা

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, যে দুনিয়া-প্রেমিক ও দুনিয়ার মহব্বতকারী দুনিয়াকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে, সে দুনিয়াতে সবচেয়ে নির্বোধ, বোকা ও জ্ঞানহীন। কারণ, সে বাস্তবতার ওপর নিছক ধারণাকে প্রাধান্য দিয়েছে। আর নিদ্রাকে প্রাধান্য দিয়েছে জাগ্রত থাকার ওপর। দুনিয়াতে সে ক্ষণস্থায়ী ছায়াকে বেছে নিয়েছে- যা একটু পর থাকবে না- এমন জিনিসের বিপরীতে, যা চিরস্থায়ী নিয়ামত, যার কোনো শেষ নেই। সে সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী জীবনকে স্থায়ী জীবনের বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করেছে। চিরস্থায়ী হায়াত, উন্নত জীবন ব্যবস্থাকে।(উদ্দাতুস-সাবেরীন: ১৮৫-১৮৬)

০৪. অল্পে তুষ্টি

আল্লাহ তাআলা বলেন-

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ

“প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে উদাসীন করে রাখে।"(সূরা তাকাসুর: ১)

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ

“যে ব্যক্তির জীবনে আখিরাত অর্জন করাই তার বড় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আল্লাহ তার অন্তরকে অভাবমুক্ত করে দেন। তার জন্য তিনি তার সম্পদকে সহজ করে দেন। আর দুনিয়া তার নিকট অপমান- অপদস্ত হয়ে আসতে থাকে। আর যে ব্যক্তির জীবনে দুনিয়া অর্জন করাই তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আল্লাহ দরিদ্রতা ও অভাব তার চোখের সামনে তুলে ধরেন এবং তার ওপর বিশৃঙ্খলা চাপিয়ে দেন। সে যতই চেষ্টা করুক না কেন আল্লাহ তার ভাগ্যে যতটুকু লিপিবদ্ধ করেছেন, তার বাইরে সে দুনিয়া হাসিল করতে পারবে না। (সুনানে তিরমিযী: ২৪৬৫)

০৫. দুনিয়ার মহব্বতের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করা

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত মানুষের পেটে খাবারের ক্ষুধার মতো। বান্দা যখন মারা যাবে, তখন সে অবশ্যই তার অন্তরে দুনিয়ার মহব্বতের পরিণতি দুর্গন্ধ ও খারাবি দেখতে পাবে। মানুষের খাবার যখন হজম হয়ে যায়, তখন তা ঘৃণিত, পচা ও দুর্গন্ধ হয়ে মলদ্বার দিয়ে বের হয়। দুনিয়ার মহব্বতের পরিণতি অনুরূপ। মানুষ যখন মারা যাবে তখন সে দুনিয়ার মহব্বতের পরিণতি কী, তা চাক্ষুষ দেখতে পাবে। এর দুর্গন্ধ সে অনুভব করবে। দুনিয়াতে খাদ্য যত উন্নত ও মজাদার হয়, তার দুর্গন্ধ তত বেশি হয়। মানুষের নিকট প্রবৃত্তির চাহিদা যত বেশি আনন্দদায়ক

ও মজাদার হয়, তার মৃত্যুযন্ত্রণাও হবে বেশি কষ্টদায়ক ও যন্ত্রণাদায়ক। মানুষ যখন কাউকে অধিক ভালোবাসে, তখন তাকে হারালে সে অধিক কষ্ট পায়: এ কষ্টের তীব্রতা তার মহব্বত অনুযায়ী হয়ে থাকে। ভালোবাসা বেশি হলে কষ্ট বেশি হয় আর ভালোবাসা কম হলে কষ্টও কম হয়।

নিজের পছন্দের ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া ইবনে রজব রহ. বলেন, পূর্বেকার কোনো কোনো সালাফের কিতাবে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে মহব্বত করে, তার কাছে আল্লাহর মহব্বতের চেয়ে প্রিয় আর কোনো কিছু হতেই পারে না; সে সব সময় আল্লাহর মহব্বতকে প্রাধান্য দেবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াকে মহব্বত করে, তার কাছে দুনিয়া ছাড়া আর কোনো কিছু প্রাধান্য পাবে না। ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. স্বীয় সনদে হাসান রাযি. থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি কোনো বস্তুকে আমার চোখ দ্বারা দেখিনি, কোনো কথা আমার জবান দ্বারা উচ্চারণ করিনি, কোনো বস্তুকে আমার হাত দ্বারা স্পর্শ করিনি এবং পা দ্বারা পদপিষ্ট করিনি যতক্ষণ না আমি চিন্তা করে দেখি যে, এতে আল্লাহ তাআলা'র আনুগত্য (সন্তুষ্টি) নাকি তাঁর নাফরমানি। যদি দেখতাম এতে আল্লাহর আনুগত্য রয়েছে, তখন আমি তা অতি তাড়াতাড়ি পালন করতাম। আর যদি দেখতাম এতে আল্লাহর নাফরমানি রয়েছে; তাহলে তা থেকে বিরত থাকতাম।

০৬. জান্নাতের নেয়ামতসমূহের ব্যাপারে ফিকির করা

ইবনে রজব রহ. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ

“হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই একমাত্র জীবন।" (তবারানী: ৪৯৫৯ সাহল ইবনে সা'দ রাযি. বর্ণিত)

এর কারণ হলো, আদম সন্তানকে রূহ ও দেহের সমন্বয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর রূহ ও দেহ উভয়টি বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য-বস্তু ও যা দ্বারা তার শক্তি সঞ্চার হয়, তার প্রতি মুখাপেক্ষী। আর এটাই হলো তার বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় এবং এটাই হলো

একমাত্র জীবন। খাদ্য, পানীয়, বিবাহ, লেবাস, পোশাক ইত্যাদি আরও যেসব জীবনাপকরণ রয়েছে, তা নিয়ে হলো দেহের জীবন।

আল্লাহর উপর মানুষকে প্রাধান্য দেওয়া

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন।এই সুন্দর পৃথিবীতে বসবাসের জন্য পাঠিয়েছেন। আমাদের রিযিকের ব্যবস্থা ও তিনিই করেছেন। বসবাসের জন্য তিনি আমাদের পরিবার পরিজন দিয়েছেন। একে অপরের প্রতি মায়া মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন।তিনিই আমাদের বুদ্ধি বিবেক দিয়েছেন যেটা কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের নিত্যদিনের প্রেয়াজন পূরন করছি। মোট কথায় আমাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু তিনি আমাদের দিয়ে রেখেছেন।তার নেয়ামতের পাহাড় আমাদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। আর আমরা হলাম আল্লাহর নগণ্য বান্দা। আল্লাহ তায়ালার হুকুম ব্যাতীত গাছের পাতাও নড়ে না। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যাতীত কোন কিছুই আমাদের পক্ষে করা সম্ভব না। আমরা আল্লাহর নগণ্য বান্দা হওয়ার পরেও আমাদের কথায় কাজে আল্লাহর সাথে করা নাফরমানী ই বেশি প্রকাশ পায়।

এমন অনেক গুনাহ আছে যা আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে করতে পছন্দ করি যাতে আমাদের ভালো মানুষের মুখোশটা কারো সামনে খুলে না পরে। কিন্তু এ কথা আমরা বেমালুম ভুলে যায় আমাদের কথা, কাজ বা চিন্তা সবই আল্লাহ অধীনে।

আমরা ঘরে দরজা বন্ধ করে হারাম জিনিস দেখি,আল্লাহর অবাধ্যতাই মেতে উঠি কিন্তু এটা ভুলে যায় আল্লাহ যদি অক্সিজেনের সরবরাহ বন্ধ করে দেন আমাদের অবস্থাটা কি হবে। আমাদের মাথায় তখন শুধু এই চিন্তায় থাকে কেউ আমাকে দেখে ফেললো কিনা,কিন্তু আল্লাহ সুবহানা তায়ালা যে আমাকে সর্বদা দেখছেন সে কথা আর মাথায় থাকেনা।

অল্প বয়সী তরুণ যে কিনা নিজের বাবা মা কে লুকিয়ে ধূমপান করে সে কি কখনো ভেবে দেখেছে সে আল্লাহকে লুকিয়ে কিছু করতে পারে কিনা?? সে বাবা মায়ের ভয়ে কোনো খারাপ কাজ বাবা মায়ের সামনে করেনা। কিন্তু তাদের চোখের আড়ালে ঠিকই হারামে মেতে উঠে।

আমরা কোন বড় মাপের মানুষের সাথে কথা বলার আগে হাজারো প্রস্তুতি নেই। নিজেকে সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করি।নির্ধারিত সময়ের আগেই গিয়ে উপস্থিত হয়ে যায়।সেই আমরা ই কি নামাজে দাঁড়ানোর আগে সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হই?? সঠিক সময়ে নামাজে দাঁড়ায়?সহীহ শুদ্ধ ভাবে কুরআন টা পড়ি?? পুরো নামাজে খুশু ধরে রাখতে পারি??খুব কম মানুষই আছে যারা তার রবের সামনে দাঁড়ানোর আগে এমনটা করে থাকে।অধিকাংশ ই তাড়াহুড়োর সাথে নামাজ শেষ করি।নামাজে দাড়ালে হাজারো দুনিয়াবি চিন্তা আমাদেরকে ঘিরে ধরে।

আমরা সর্বদা মানুষকে খুশি করার চিন্তায় মগ্ন থাকি। লোকে কি বলবে সেই চিন্তা করি। আল্লাহ গীবত করা ও শোনাকে হারাম করেছেন। মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। তারপরেও আমরা গীবত করি,আরেকজন গীবত করলে তাকে থামায় না পাছে সে যদি কিছু মনে করে। নামাজের সময় চলে যায় তার পরেও আমরা গীবতের আসর ছেড়ে উঠিনা আল্লাহর বান্দাকে খুশি করার জন্য।কিন্তু আমরা খুব সহজেই আল্লাহর আদেশের অবাধ্য হয়ে যায়।

এখন আমরা আমাদের সন্তানকে শিখাচ্ছি দুনিয়াকে প্রাধান্য দিতে। দুনিয়াবি পড়াশোনার জন্য আমরা ব্যাতিব্যাস্ত হয়ে পরি। কিন্তু কুরআন পড়ানো হয়ে ওঠে না।আমাদের সন্তানদের দিনের পর দিন ফরজ মিস হয়,অন্যান্য ওয়াক্তের নামাজ মিস হয় কিন্তু আমাদের সন্তানদের স্কুল মিস যেন না হয় সে ব্যাপারে আমরা সর্বদা সজাগ। আমরা সন্তানের ভালো রেসাল্ট নিয়ে চিন্তিত থাকি কিন্তু সন্তান কুরআন থেকে দূরে থাকলে আমাদের সে ব্যাপারে মাথা ব্যাথা নেই।

শুধু মাত্র লোক লজ্জার ভয়ে আমরা এমন অনেক গুনাহ ই যা আল্লাহর আদেশের বিপরীত।

এমন হাজারো উদাহরণ দেওয়া যাবে যাতে প্রকাশ পায় আমরা আল্লাহর আদেশের উপরে বান্দার খুশিকে প্রাধান্য দেই।

লোকে কি বলবে এই ভয় দেখিয়ে শয়তান ও তার উদ্দেশ্যে হাসিল করে ফেলে।দিন শেষে আমাদের আমল নামা পূর্ণ হয় গুনাহ দ্বারা। অনেক সময় আমরা এগুলোকে গুনাহ ই মনে করিনা। যেহেতু গুনাহ মনে করিনা সেহেতু তওবা করার ও প্রশ্ন আসেনা। এভাবেই গোপন গুনাহ আমাদের আমল নামাকে পূর্ণ করে তোলে।

নবীজির সিরাত থেকে আমরা জানতে পারি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা আবু তালিব ছোট বেলা থেকে নবীজিকে লালন পালন করে আসছেন পিতৃ স্নেহে। নবুয়্যাতের আগে বা পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর যত ঝড় ঝাপটা এসেছে আবু তালিব সমস্ত কিছুতে ঢাল হয়ে ছিলেন।তিনি জানতেন তার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলছে তাই সত্য ধর্ম এবং পরকালের মুক্তির একমাত্র পথ।

তবু তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এতো কাছের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন ইসলাম থেকে দূরে। কারণ তার মনে একটাই ভয় ছিল সে যদি তার পিতৃধর্ম ত্যাগ করে তাহলে লোকে তাকে কি বলবে।আল্লাহর আগে মানুষকে প্রাধান্যের কারণে ইসলামের এতো কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও ইসলামের সুশীতল ছায়ায় তার ঠাই হয়নি। শুধু আবু তালিব ই নয় মক্কার অনেক কাফের মুশরিক গোত্র নেতা ও বুঝতে পেরেছিল ইসলাম ই সঠিক পথ তারা ভুল পথে আছে। পাছে লোকে তাদের কাপুরষ বলবে এই ভয়ে তারা তাদের ভুলের উপর ই অটল থেকেছে এবং কাফের মুশরিক অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করেছে।

আমাদের ও এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে আল্লাহর আদেশ নিষেধ বাদ দিয়ে আমরা যদি লোকে কি বলবে সেটাকে গুরুত্ব দেয় তাহলে আমরা আস্তে আস্তে ইসলাম থেকেই বিচ্যুত হয়ে পড়ব।হয়তোবা ঈমান হারা অবস্থায় মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছাবো।

আল্লাহকে প্রাধান্য দেয়ার উপায়

১. গুরুত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহকে প্রাধান্য দেয়া

সবকিছুর উপরে আল্লাহকে প্রাধান্য দিতে হবে।সর্বদা আল্লাহর পছন্দ অপছন্দ মেনে চলতে হবে।হালাল হারাম সম্পর্কে জানতে হবে। আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা মেনে চলতে হবে এবং আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে বিরত হতে হবে।

২.তাকওয়া অর্জন

সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ কে ভয় করে চলতে হবে। সব সময় মনে রাখতে হবে আল্লাহ আমাকে দেখছেন এবং আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

৩.জাহান্নাম ও জান্নাতের কথা স্মরণ রাখা

আমাদের সব সময় জান্নাত এর পুরষ্কার ও জাহান্নামের শাস্তির কথা মাথায় রাখতে হবে।তাহলে এ ধরণের গুনাহ থেকে বেচে থাকা সম্ভব।

অহংকার

গোপন গুনাহ সমূহের মধ্যে অন্যতম হলো অহংকার। অহংকারকে বলা হয়ে থাকে সকল পাপের জননী। নিজেকে বড় ভাবা,শ্রেষ্ঠ ভাবা,অন্যকে নীচু চোখে দেখা সবই হলো অহংকারের অন্তর্ভুক্ত। প্রাপ্ত নিয়ামতের কোন কিছু নিয়ে বড়াই করা,যার সে নিয়ামত নেই তাকে খারাপ চোখে দেখাই হলো অহংকার।

অহংকার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন-

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

আর যমীনে বড়াই করে চলো না; তুমি তো কখনো যমীনকে ফাটল ধরাতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনো পাহাড় সমান পৌঁছতে পারবে না।(সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত ৩৭)

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قال الله تعالى: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظْمَةُ إِزَارِي، مَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا، قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ.

আল্লাহ তায়ালা বলেন, অহংকার আমার চাদর। বড়ত্ব আমার পরনের পোশাক। যে ব্যক্তি এই দুই বস্তুর কোনো একটি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।(আবু দাউদ ২/৫৬৬)

সৃষ্টির প্রথম পাপ ই হলো অহংকার। আদম আলাইহিসসালাম হলেন প্রথম মানব। আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ তাআলা যখন ফেরেশতাদেরকে তাঁর মানব-সৃষ্টির ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন তখন তারা বলেছিল-আপনি আমাদেরকে রেখে এমন কোনো জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা নৈরাজ্য ঘটাবে, একে অন্যের রক্ত ঝরাবে, অথচ আমরা তো সর্বদা আপনার ই ইবাদত করছি! তারা ভেবেছিল-আল্লাহ তাআলা কিছুতেই এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন না, যে তাদের চেয়ে বেশি জানে এবং আল্লাহর নিকট ফেরেশতাদের তুলনায় অধিক সম্মানিত হবে।

আল্লাহ তায়ালা আদম আলাইহিসসালাম কে সৃষ্টি করলেন এবং ফেরেশতাদেরকে যখন বললেন, তোমরা সবাই আদমকে সিজদা কর, তখন সকলেই আল্লাহর আদেশ মোতাবেক সিজদা করল। কিন্তু ফেরেশতাদের মাঝে বেড়ে ওঠা শয়তানের মধ্যে অহংকার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সে আল্লাহর আদেশের অবাধ্যতা করে বসলো এবং আদম আলাইহিসসালাম কে সিজদা করতে অস্বীকার করল।অহংকার বশত সে যুক্তি দেখালো মাটি আর আগুন এক হতে পারে না।

সে আগুনের তৈরি বলে মাটির তৈরি মানুষকে সিজদা করতে পারবেনা।

এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে এসেছে-

وَ كَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ اَبٰى وَ اسْتَكْبَرَ.

সে অস্বীকৃতি জানাল এবং অহংকার করল।আর সে ছিল কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত- (সূরা বাকারাহ- আয়াত ৩৪)

আর এটিই ছিল প্রথম অহংকার সৃষ্টির ইতিহাস। কুরআনে কারীমে বর্ণিত প্রথম পাপের বিবরণ। অহংকারের কারণে শয়তান অভিশপ্ত হল এবং জান্নাত থেকে বিতাড়িত হল, মানুষের সাথে শত্রুতার ঘোষণা দিয়ে পৃথিবীতে নেমে এলো। কত শক্ত শপথ সেদিন সে করেছিল-

قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ اَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَآئِلِهِمْ   وَ لَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ.

সে বলল, আপনি যেহেতু আমাকে পথচ্যুত করেছেন তাই আমি অবশ্যই তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকব। এরপর আমি অবশ্যই তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, তাদের পেছন থেকে, তাদের ডান দিক থেকে এবং তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবেন না। (সূরা আ'রাফ ১৬-১৭)

এই যে শয়তানের শপথ এবং এ শপথের শক্তিতে সে বিভ্রান্ত ও পথহারা করে আসছে মানুষকে যুগের পর যুগ। আর এসবের মূলেই রয়েছে অহংকার। তাই অহংকারকে বিবেচনা করা হয় সবচেয়ে ভয়ংকর আত্মিক রোগ হিসেবে।

শয়তানের এই দেখানো পথে হেটেছে আরো অনেকে।এদের মধ্যে অন্যতম ছিল ফেরাউন।সে শুধুমাত্র অহংকারের কারণেই নিজেকে প্রভু দাবি করেছিল। ফেরাউনের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে এসেছে

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ۚ فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَي الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓي اِلٰهِ مُوْسٰي ۙ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ

فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ

আর ফির‘আউন বলল, ‘হে পারিষদবর্গ, আমি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ আছে বলে আমি জানি না। অতএব হে হামান, আমার জন্য তুমি ইট পোড়াও, তারপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ তৈরী কর। যাতে আমি মূসার ইলাহকে দেখতে পাই। আর নিশ্চয় আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত’।

আর ফির‘আউন ও তার সেনাবাহিনী অন্যায়ভাবে যমীনে অহঙ্কার করেছিল এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না।

অতঃপর আমি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করলাম, তারপর তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। অতএব, দেখ যালিমদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল? (সূরা কাসাস ৩৮-৪০ আয়াত)

নূহ আলাইহিস সালাম তার কওমকে ৯৫০ বছর ইসলামের দাওয়াত দেন। খুব অল্প সংখ্যক মানুষই সে দাওয়াত কবুল করেছিল।নূহ আলাইহিস সালাম এর কওম অহংকার বশত দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।তাদের ব্যাপারে কুরআনে এসেছে:

اِنَّآ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰي قَوْمِهٖٓ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۙ

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ۙ

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰٓي اَجَلٍ مُّسَمًّي ۭ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاۗءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا - فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا - وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا - ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا - ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا

নিশ্চয় আমি নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার কওমের কাছে (এ কথা বলে), ‘তোমার কওমকে সতর্ক কর, তাদের নিকট যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসার পূর্বে’।সে বলল, ‘হে আমার কওম! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী যে, তোমরা আল্লাহর ‘ইবাদাত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর’।‘তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেবেন; আল্লাহর নির্ধারিত সময় আসলে কিছুতেই তা বিলম্বিত করা হয় না, যদি তোমরা জানতে।“সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে রাতদিন আহ্বান করেছি। কিন্তু আমার আহ্বান কেবল তাদের পলায়নই বাড়িয়ে দিয়েছে। আর যখনই আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি, যেন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন; তারা নিজেদের কানে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, নিজেদেরকে পোশাকে আবৃত করেছে, (অবাধ্যতায়) অনড় থেকেছে এবং দম্ভভরে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে। তারপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহ্বান করেছি। অতঃপর তাদেরকে আমি প্রকাশ্যে এবং অতি গোপনেও আহ্বান করেছি। (সূরা নূহ- আয়াত ১-৯)

মক্কার কাফির মুশরিকরা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুয়্যাতকে অস্বীকার করেছেন তাদের দাম্ভিকতা ও অহংকারের কারণে। তারা বলত এতো আমাদের মতই মানুষ, আমাদের মতই চলা ফেরা,খাবার খায়,বাজারে যায়।তার সাথে কোন ফেরেশতা থাকেনা তাহলে আমরা কেন তাকে নবী হিসেবে মান্য করব। তাদের ব্যাপারে কুরআনে এসেছে:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا - وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًا كَبِيرًا

আর আপনার পূর্বে যত রাসূল আমি পাঠিয়েছি, তারা সবাই আহার করত এবং হাট-বাজারে চলাফেরা করত। আমি তোমাদের একজনকে অপরজনের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা কি ধৈর্যধারণ করবে? আর তোমার রব সর্বদ্রষ্টা। আর যারা আমার সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করে না, তারা বলে, 'আমাদের নিকট ফেরেশতা নাযিল হয় না কেন?

অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাই না কেন?' অবশ্যই তারা তো তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করেছে এবং তারা গুরুতর সীমালংঘন করেছে। (সূরা ফুরকান ২০-২১ আয়াত)

অহংকার এক ভয়ানক ব্যাধির মত ছড়িয়ে পরছে আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। অহংকার আমাদের ব্যাক্তিগত,পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সকল জায়গায় তার কুপ্রভাব ফেলে চলেছে। দুনিয়ার জীবনকে শেষ করার পাশাপাশি অহংকার আমাদের পরকালীন জীবনকেও তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছে।

আল্লাহ সুবহানা তায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ.

পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার প্রকাশ করে তাদেরকে অবশ্যই আমি আমার নিদর্শনাবলি থেকে বিমুখ করে রাখব। (সূরা আ'রাফ ১৪৬ আয়াত)

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّ هُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ لَا جَرَمَ اَنَّ اللهَ
يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ.

তোমাদের মাবুদ এক মাবুদ। সুতরাং যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না তাদের অন্তরে অবিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং তারা অহংকারে লিপ্ত। স্পষ্ট কথা, তারা যা গোপনে করে তা আল্লাহ জানেন এবং যা প্রকাশ্যে করে তাও। নিশ্চয়ই তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা নাহল : ২২-২৩)

উপরের আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি অহংকারীকে আল্লাহ সুবহানা তায়ালা পছন্দ করেন না। অহংকার শুধু লাঞ্চনা ই বয়ে আনে। অহংকারী ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকেও বঞ্চিত হয়।

একটি হাদীস লক্ষ করলে আমরা দেখতে পায় কিভাবে অহংকার আমাদের আখিরাত কে ধ্বংস করছে-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ

তিল পরিমাণ অহংকার যার অন্তরে আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না, আর তিল পরিমাণ ঈমান যার অন্তরে আছে সে দোজখে যাবে না। (জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯৯৮)

অহংকার যে কত বড় ভয়ানক ব্যাধি তার প্রমাণ উপরের হাদিসটি। আমাদের অন্তরে যদি সামান্য অহংকার ও থেকে থাকে তাহলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব না।জান্নাতে যেতে হলে আমাদের অহংকার মুক্ত অন্তর নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে।

সৃষ্টির শুরু থেকে এখন পর্যন্ত সেই অহংকার এখনো চলমান। সময় ভেদে মানুষ ভেদে অহংকারের রূপ ও পাল্টেছে। এখন মানুষ যে বিষয়গুলো নিয়ে অহংকার করে তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো:

ধন-সম্পদ নিয়ে অহংকার :

আজ কালকের যুগে মানুষ সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা নিয়ে অহংকার করে তা হলো ধন-সম্পদ বা টাকা পয়সার অহংকার। যার যত বেশি সম্পদ তার মূল্যায়ন ততবেশি।সন্মানের পারদ উঠা নামা করে সম্পদের ভিত্তিতে।সম্পদের অহংকারবশত ধনীরা এখন গরীবদের নীচু চোখে দেখে থাকে। বাড়িতে কোন ধনী আত্নীয় বেড়াতে আসলে তার আপ্যায়ন আর কিছুটা কম সামর্থ্যবান আত্নীয় আসলে তার আপ্যায়নে রয়েছে বিস্তর ফারাক। ধনী আত্নীয়দের নিয়ে আমরা অহংকার করি আর কিছুটা কম সামর্থ্যবান আত্নীয়দের এড়িয়ে চলতে পারলেই যেন বাচি।

অহংকার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন:

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ۟ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا ۙ قَالَ إِنَّمَآ أُوْتِيْتُهٗ عَلٰي عِلْمٍ ؕ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

অতঃপর কোন বিপদাপদ মানুষকে স্পর্শ করলে সে আমাকে ডাকে। তারপর যখন আমি আমার পক্ষ থেকে নি'আমত দিয়ে তাকে অনুগ্রহ করি তখন সে বলে, 'জ্ঞানের কারণেই কেবল আমাকে তা দেয়া হয়েছে'। বরং এটা এক পরীক্ষা। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।(সূরা যুমার আয়াত ৪৯)

এছাড়া ও সম্পদের অহংকার নিয়ে সূরা কাহাফে বলা হয়েছে:

وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا

আর (এতে) তার ছিল বিপুল ফল-ফলাদি। তাই সে তার সঙ্গীকে কথায় কথায় বলল, 'সম্পদে আমি তোমার চেয়ে অধিক এবং জনবলেও অনেক শক্তিশালী'। (সূরা কাহাফ আয়াত ৩৪)

আমরা ভুলে যায় এই ধন-সম্পদ আল্লাহর দান।আল্লাহ যেকোন সময় আমাদের থেকে এই সম্পদ ছিনিয়ে নিতে পারেন।ধন সম্পদের দিক থেকে আজ যারা আমাদের নিচে অবস্থান করছে আল্লাহ চাইলে তারা আমাদের থেকেও বেশি সম্পদের মালিক হতে পারে। আমরা আল্লাহর নগণ্য বান্দা। আমাদের অহংকার করা মানায় না।আল্লাহ আমাদের যা দিয়েছেন তা নিয়েই আল্লাহর দরবারে শুকরি আদায় করা উচিত।

শারীরিক গঠন নিয়ে অহংকার

আজকাল শারীরিক গঠন নিয়েও মানুষ অহংকার করে থাকে। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সুন্দর অবয়বে।শারীরিক গঠনে মানুষের কোন প্রকার হাত নেই।আমাদের মাঝে কেউ কালো কেউবা ফর্সা। কালো হওয়াতে মানুষের কোন দোষ নেই আবার ফর্সা হওয়াতেও মানুষের কোন কৃতিত্ব নেই।আল্লাহ যাকে যেভাবে মন চাই সৃষ্টি করছেন।কিন্তু আমাদের সমাজে কালো হওয়াকে নিচু চোখে দেখা হয়।কালো মানুষের

হাজার ও গুন ঢাকা পরে তার কালো রঙের কারণে। অপরদিকে ফর্সা হওয়াটাকে একটা গুনের মধ্যেই ধরা হয়ে থাকে।

আমাদের মাঝে কেউ লম্বা কেউ বা খাটো।লম্বা মানুষ গুলো এমন ভাবে অহংকার করতে থাকে যেন খাটো হওয়াটা কোনো অভিশাপের পর্যায়ে পরে। আমরা ভুলে যায় লম্বা বা খাটো হওয়া কারো নিজের হাতে নয়। সবই আল্লাহর সৃষ্টি।

আল্লাহ তায়া'লা কুরআনে বলেছেন:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۟

অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠনে।(সুরা ত্বীন আয়াত ৪)

আল্লাহ যেখানে ঘোষণা দিয়েছেন যে উনি মানুষকে সুন্দর ভাবে সৃষ্টি করেছেন সেখানে আমরা মানুষের শারীরিক গঠন নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত। আমাদের ভেবে দেখা উচিত শারীরিক গঠন নিয়ে আমরা যে অহংকার করছি তাতে করে আল্লাহর সৃষ্টিতেই ভুল ধরছি।নাউজুবিল্লাহ।

ইলম নিয়ে অহংকার

ইলমী বিষয় নিয়েও অহংকারে মেতে উঠেছে মানুষ। কে কার চাইতে কত বেশি ইলম ওয়ালা সেই প্রতিযোগিতায় সয়লাব। দ্বীনি বেদ্বীনি সবাই মেতে উঠেছে জ্ঞানের অহংকার নিয়ে। একশ্রেণীর মানুষ আছে যারা দুনিয়াবি ডিগ্রি নিয়ে অহংকার করে চলেছে।যার ডিগ্রি যত বেশি তার সফলতার হার ততবেশি। ইলমী অহংকারের দিক দিয়ে পিছেয়ে নেই দ্বীনি ঘরনার মানুষেরা।কেউ আলেম হয়ে অহংকার করছে কেউ না হাফিজ কিংবা মুহাদ্দিস হয়ে।আমরা ভুলে যায় আল্লাহর দয়া ছাড়া এই ইলম হাসিল করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। আমারা শুধু চেষ্টা করে যেতে পারি। দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ সুবহানা তায়ালারই রয়েছে। আল্লাহ তার অপার অনুগ্রহে আমাদের জ্ঞান অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছেন।আল্লাহ চাইলে আমাদের অন্তর থেকে ইলমের নূর ছিনিয়ে নিতে

পারেন,তার কালাম মুছে দিতে পারেন নিমিষেই আমাদের কলব থেকে। তবুও আমরা শয়তানের ধোকায় আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত নিয়ে দিনের পর দিন অহংকারে মেতে থাকি।

আমলের অহংকার

আরেকটি নিকৃষ্ট অহংকার হলো আমলের অহংকার। আমরা যারা নামাজসহ বিভিন্ন ফরজ ইবাদত পালন করতে পারি তারা যারা নামাজ বা অন্য ফরজ ইবাদত পালনে করতে পারেনা তাদেরকে নিচু চোখে দেখি।বিভিন্ন সময় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করি।নিজেকে বড় করে দেখি। কিন্তু এটা ভেবে দেখিনা যে আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন বলেই সম্ভব হয়েছে।

আমাদের বুঝতে হবে যে সে ফরজ ইবাদত ঠিকমত করতে পারছেনা হয়ত তার কোন ওজরের কারণে এমন হচ্ছে অথবা সে এই ফরজ বিধান পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত নয়।আমাদের উচিত হবে তার সেই ওজর জেনে তা দূর করার চেষ্টা করা, তাকে ফরজ ইবাদত পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে জানানো। আমরা সেটা না করে নিজের আমল নিয়ে অহংকার করতে থাকি।এতে অপর মানুষটার কোন লাভ তো হয় ই না বরং আমাদের আমল নামা ধ্বংস হতে থাকে।

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ

যদি কোনো ব্যক্তি বলে, মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে; তাহলে তাদের মধ্যে থেকে সে-ই অধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি।(সহীহ মুসলিম হাদিস নং ২৬২৩)

বংশ নিয়ে অহংকার

সমাজ ব্যবস্থার আদিকাল থেকে মানুষ বংশ নিয়ে অহংকারে মেতে আছে। উচু বংশীয়রা সর্বদা নিচু বংশের মানুষদের কে নিম্ন মানের মানুষ হিসেবেই গন্য করে আসছে। কিন্তু

একথা তারা বেমালুম ভুলে যায় সবাই ই আল্লাহর তৈরি মানুষ। আল্লাহর কাছে বংশ পরিচয়ের কোন মূল্য নেই। মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে তাকওয়ার ভিত্তিতে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াসম্পন্ন।(ফাতহুল বারী ১০/৪৬৮)

উপরোক্ত হাদিস থেকে বোঝা যায় একজন উচু বংশের মানুষের মাঝে তাকওয়া না থাকার কারণে তার মর্যাদা হতে পারে অনেক নীচুতে। অপরদিকে তাকওয়ার কারণে যে কোন নীচু বংশের মানুষের মর্যাদা ও হতে পারে অনেক উপরে।

সন্তান নিয়ে অহংকার

আল্লাহ সুবহানা তায়ালা মানুষকে নানা ভাবে পরীক্ষা করে থাকেন।কাউকে পুত্র সন্তান দান করেন,কাউকে কন্যা সন্তান দান করেন আবার কাউকে আল্লাহ সুবহানা তায়ালা কোন সন্তান ই দেন না।অথবা দেরিতে সন্তানের মুখ দেখান।

আল্লাহ সুবহানা তায়ালা এ সম্পর্কে কুরআনে বলেছেন:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۙ
اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।(সূরা আশ শুরা আয়াত ৪৯-৫০)

আল্লাহর দেওয়া এই নিয়ামত নিয়েও চলে অহংকার। পুত্র সন্তান লাভ করাকে সমাজের চোখে বিশেষ ভাবে দেখা হয়ে থাকে।অন্যদিকে কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়া কে পাপ হিসেবে দেখা দেয়। সন্তানহীনরা ও সমাজের চোখে খারাপ মানুষ হিসেবে গন্য হয়। কথার তীর বর্ষনে জর্জারিত করা হয় তার অন্তর। তাকে অপয়া,অলক্ষুণে ভূষণে ভূষিত করা হয়।আমরা আবারও ভুলে যায় আল্লাহ না চাইলে সন্তান নামক নেয়ামতটি আমরা ভোগ করতে পারতাম না।আমরা আমাদের নেয়ামতের শুকরিয়া না করেই অহংকার করে বসি আর নিজেদের নিয়ে যায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে।

অহংকার থেকে বেচে থাকার উপায়

অহংকার আমাদের দুনিয়াবী জীবনকে নি:শেষ করে দিচ্ছে।একজন অহংকারী ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক কোন জীবনেই সুখি না।অহংকারী ব্যক্তিকে কেউ পছন্দ ও করেনা।অহংকার আমাদের নেক আমলকে ধ্বংস করে চলেছে। অহংকার থেকে বেচে থাকাটা জরুরী হয়ে পরেছে। নিচে অহংকার থেকে বেচে থাকার কিছু উপায় তুলে ধরা হলো

১.দুয়া করা

আমাদের সর্বদা দুয়া করতে হবে আল্লাহ যেন আমাদের অহংকার করা থেকে দূরে রাখেন।আমাদের অন্তরে যেন তিল পরিমাণ অহংকার ও ঠাই না পায়।আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনভাবেই আমাদের অহংকার থেকে বেচে থাকা সম্ভব না। আল্লাহর অপার দয়াতেই মানুষ অহংকার থেকে বেচে থাকতে পারবে।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অহংকার থেকে বেচে থাকার দুয়া শিখিয়ে দিয়েছেন এবং নিজেও তা সালাতে বেশি বেশি পাঠ করেছেন।

দুয়াটি নিম্নরূপ

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا - ثَلَاثًا - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا - ثَلَاثًا - سُبْحَانَ اللَّهِ

بَكْرَةً وَأَصِيلًا - ثَلَاثًا - أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِن نَفْخِهِ، وَهَمْزِهِ، وَنَفْثِهِ

"আল্লাহ তাআলা সবকিছু থেকে বড় (তিন বার)। আল্লাহর জন্যই অধিক প্রশংসা।(তিন বার)আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি সকাল-সন্ধ্যায়(তিন বার)। আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, আমি আরও আশ্রয় চাচ্ছি তার অহংকার থেকে, তার প্ররোচনা থেকে ও তার ষড়যন্ত্র থেকে।(এক বার) (সহীহ ইবনে হিববান: ১৭৮০)

২.জাহান্নামের ভয়

হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি অহংকারকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। জাহান্নাম ই হবে তার আবাসস্থল। জাহান্নাম শাস্তির জায়গা।জাহান্নামের আযাব আমরা সহ্য করতে পারব না।দুনিয়ার আগুনের উত্তাপ ই আমরা সয্য করতে পারিনা। জাহান্নামে আমরা কেউ ই যেতে চাইনা।আমরা আমাদের মনে জাহান্নামের ভয় কে জাগ্রত রাখব যাতে করে আমরা অহংকার করা থেকে বেচে থাকতে পারি।

৩.আল্লাহকে নিয়ে চিন্তা করা

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন।তিনিই আমাদের পালন কর্তা। তার কাছে আমরা অতিনগণ্য বান্দা। তার অনুগ্রহের কারণে আমরা বেচে আছি।তার সৃষ্টি হয়ে আমাদের অহংকার করা মানায় না।আমরা আল্লাহর অধীন। আমরা চাইলেই নিজেদের মত করে সবকিছু করতে পারব না। আল্লাহ সুবহানা তায়ালা যেভাবে চাইবে সেভাবেই হবে সবকিছু।আমরা যা কিছু করি সবই আল্লাহ জানেন।উনি আমাদের অন্তরের খবর ও জানেন।আমরা গোপনে অহংকার করে মানুষের চোখে ভালো থাকতে পারব কিন্তু

আল্লাহর চোখে না। এমন চিন্তা যদি কেউ করে থাকে সে সহজেই অহংকার থেকে বেচে থাকতে পারবে।

৪.বিনয়ী হওয়া

অহংকার যেমন মানুষকে ধ্বংস করে দেয় তেমনি ভাবে বিনয় মানুষকে সফলতার শিখরে পৌছে দেয়।আমাদের উচিত আল্লাহর নেয়ামত নিয়ে অহংকার না করে শুকরিয়া আদায় করা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিনয়ী হওয়া। ধনসম্পদ,সন্তান,জ্ঞান,আমল, ইলম নিয়ে অহংকার না করে বিনয়ী ভাব প্রকাশ করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারাবিশ্বের নবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অহংকার করতেন না।সর্বদা বিনয়ীভাব প্রকাশ করতেন।তিনি নিজের কাজ নিজে করতেন।এমনকি স্ত্রীদের ও ঘরের কাজে সাহায্য করতেন।

আসওয়াদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

“আমি আয়েশা রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে কি কাজ করতেন? তিনি বলেন, তিনি ঘরের মধ্যে তাঁর পরিবারের খেদমত করতেন, যখন নামাজের সময় হতো, তখন তিনি নামাজের জন্য বের হয়ে যেতেন।” (সহীহ বুখারী হাদিস নং ৬৭৬)

আরেকটি হাদিসে এসেছে

ইমাম আহমাদ রহ. ও ইবনে হিব্বান রহ. ওরওয়া থেকে এবং ওরওয়া আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন—

كَانَ يَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ

"তিনি নিজে তাঁর কাপড় সেলাই করতেন এবং জুতায় তালি লাগাতেন।” (মুসনাদে আহমাদ হাদিস নং ২৪৯০৩)

আর আমরা সামান্য কিছু জ্ঞান অর্জন করেই নিজের কাজ নিজে করাকে ছোট করে দেখি।ঘরের কাজ করাকে সম্মানহানিকর মনে করে থাকি।

নবীজির হাদিস থেকে আমরা শিক্ষা পায় নিজের কাজ নিজে করা, অহংকার বর্জন করা অন্যকে সাহায্য করার মাঝেই প্রকৃত সফলতা।

পর্ণ আসক্তি

আজকের দিনের অনেক তরুণেরই এক বিপজ্জনক আসক্তি হলো পর্নোগ্রাফী। ভয়ংকর কালো থাবার ন্যায় গ্রাস করে চলেছে তরুণ সমাজকে।সমাজে নৈতিকতার অবক্ষয় শুরু হয়েছে এই পর্নোগ্রাফির হাত ধরে।এক সময়ের বহুবিধ চেষ্টার পর সন্ধান পাওয়ার মত গোপন এই পাপটির সাথে এখন হাতে থাকা মোবাইলফোনের মাধ্যমে মানুষ সহজেই সংযোজিত হতে পারছে। ফলে মানুষ খুব সহজেই এর সাথে জড়িয়ে পড়ছে এবং এতে আসক্ত হচ্ছে। শুরুতেই কেউ আসক্তি থেকে দেখা শুরু করে না।

অনেকে অবসরের নিছক বিনোদন হিসেবে, কেউ বা কৌতুহল থেকে আবার কেউবা বন্ধুর পাল্লায় পরে। অনেকেই শুরুতে শুধু দেখার জন্যই দেখে।এভাবে দেখতে দেখতে একসময় আসক্তি জন্মে যায়।যে আসক্তি থেকে বের হওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।আস্তে আস্তে হারিয়ে যেতে থাকে পাপের সাগরে। যে সাগরের কোনো কূল কিনারা নেই।দিন শেষে আছে শুধু হতাশা আর পাপের গ্লানি।শুরুতে মানুষ এর ভয়াবহতা সম্পর্কে আচ করতে পারেনা। যখন সম্বতি ফিরে পায় তখন দেখা যায় গুনাহের অনের গভীরে চলে গেছে যেখান থেকে ফিরে আসা কষ্ট সাধ্য।

এরপরেও অনেকে সাহস করে ফিরে আসার চেষ্টা করে।কেউ কেউ সফল ও হয়। আর কেউ এতোদূরে চলে যায় যেখান থেকে আর ফিরতে পারেনা। শয়তান তাকে ভুলিয়ে রাখে,ফেরার পথকে কঠিন করে তার সামনে উপস্থাপন করে। শয়তানের পাল্লায় পরে মানুষ ভুলে যায় যে কোন কাজ মানুষের জন্য অসাধ্য হলেও আল্লাহ সুবহানা তায়ালা চাইলেই তা সহজে সম্ভব।

ইন্টারনেট আজ হাতের মুঠোয় আসার মাধ্যমে যেমন বিনোদনসহ নানা সুযোগ সুবিধার দরজা খুলে দিয়েছে, তেমনই পর্নোগ্রাফিকে এনে দিয়েছে একেবারে নাগালের মধ্যে। আমাদের আশেপাশে এমন অনেকেই হয়ত আছেন যারা পর্নোগ্রাফি দেখতে বা পড়তে অভ্যস্ত। কিন্তু এই পর্ণ দেখার বা পড়ার অভ্যাসই যে কখন আসক্তি তে রূপান্তরিত হয়ে যায় তা তারা নিজেরাই বুঝতে পারেন না। তখন তারা পর্নোগ্রাফির প্রতি মানসিক ভাবে এতোটাই নির্ভরশীল হয়ে পরেন যার ফলে তাদের দৈনন্দিন জীবন, সম্পর্ক এবং কাজ করার দক্ষতায় প্রভাব ফেলতে থাকে।

পর্ণগ্রাফির কারণে মানুষ জড়িয়ে পরছে নানাবিধ অপরাধ কর্মে।হারিয়ে যাচ্ছে গুনাহের সাগরে। আর এসব ই হচ্ছে সমাজ থেকে ইসলামের অনুশাসন উঠে যাওয়ার কারনে। মানুষের মন থেকে আল্লাহ ভীতি উঠেই গেছে প্রায়। ঈমানের অবস্থা ও নড়বড়ে এখন।যার কারণে মানুষ সহজেই শয়তানের ধোকায় পরে নানাবিধ অপরাধের সাথে জড়িয়ে পরছে।যার ফলশ্রুতিতে সমাজের শান্তি বিনষ্ট হচ্ছে।

পর্ণগ্রাফি থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়

পর্ণগ্রাফির কুফল সম্পর্কে মানুষ জানার পরেও মানুষ বের হতে পারছেনা এই গুনাহ থেকে। যতই বের হতে চাচ্ছে ততই যেন এই গুনাহ মানুষকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরছে। এমনটা আসলে মানুষের চেষ্টার ত্রুটির কারনে। আল্লাহ সুবহানা তায়ালার অনুগ্রহ ও চেষ্টার মাধ্যমে এই গুনাহ থেকে বের হওয়া সম্ভব। নিচে কিছু উপায় বর্ণনা করা হলো:

১।তাকওয়া অর্জন

ইসলামে আছে অশ্লীলতাসহ সব ধরনের পাপাচার থেকে মুক্তির উপায়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং তার নৈকট্যের অনুসন্ধান কর, আর তার রাস্তায় জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফল হও। (সূরা আল মায়েদা আয়াত ৩৫)

উপরের আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি আল্লাহর ভয় করা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় মানুষের পক্ষে যেকোন পাপ কাজ থেকে দূরে থাকা সম্ভব।

২।দৃষ্টির হেফাজত

আমাদের উচিত সর্বদা নন-মাহরাম থেকে দৃষ্টি নিচু করা চলা। ভুলবশত দৃষ্টি পরে গেলে সাথে সাথে চোখ নামিয়ে ফেলা। বিপরীত লিংগের কাউকে নিয়ে অশ্লীল কিছু চিন্তা না করা।

দৃষ্টির হেফাজত সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۗ ذٰلِكَ اَزْكٰي لَهُمْ ۗ اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। (সূরা নূর আয়াত ৩০)

৩। পর্ণ উপকরণ থেকে দূরে থাকা

যেসব জিনিস পর্ণ দেখার উৎসাহ জোগায়, সেসব জিনিস থেকে দূরে থাকতে হবে। যেমন, গান-বাজনা, মুভি,বাজে বন্ধু,অনিয়ন্ত্রিত ইন্টারনেটের ব্যবহার ইত্যাদি।

৪.জামায়াতের সাথে সালাত আদায়

পর্ণ আসক্তি থেকে বেচে থাকতে হলে আমাদের চেষ্টা করতে হবে নিয়মিত জামায়াতের সাথে সালাত আদায়ের।কারণ নামাজ মানুষকে যাবতীয় খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ সুবহানা তায়ালা কুরআনে বলেছেন

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰي عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ

তোমার প্রতি যে কিতাব ওহী করা হয়েছে, তা থেকে তিলাওয়াত কর এবং সালাত কায়েম কর। নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন যা তোমরা কর। (সূরা আনকাবুত আয়াত ৪৫)

৫। সাওম রাখা

মাঝে মাঝে সওম রাখার অভ্যাস করা। ইনশা আল্লাহ এর দ্বারা পর্ণ আসক্তি দূর হয়ে যাবে।

৬.যিকির করা

অবসর সময়ে অবশ্যই যিকির করা উচিত। আমরা যদি যিকির করা কমিয়ে দেয় শয়তান এই জিনিসের ফায়দা নিবে।সে আমাদের মনে নানা কুচিন্তা ঢুকিয়ে মনকে বিক্ষিপ্ত করে গুনাহের দিকে ধাবিত করে।

৭ দুয়া ও বেশি বেশি ইস্তেগফার করা

আল্লাহর সাহায্য ব্যাতীত এই পাপ থেকে আমাদের বেচে থাকা সম্ভব না। আমরা এই পাপের জন্য বেশি বেশি আল্লাহর দরবারে মাফ চাইবো,ইস্তেগফার করব।আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবেন।

৮.পারিবারিক সম্পর্কের প্রতি যত্নবান হওয়া

আমরা অনেক সময় হতাশা বা অবসর সময় কিভাবে কাটাবো সেই চিন্তা থেকে পর্নের মত ভয়াবহ পাপে জড়িয়ে পরি।শুরুতেই কেউ আসক্তি নিয়ে জড়িয়ে পরেনা।এক্ষেত্রে আমাদের উচিত পারিবারিক বন্ধনকে মজবুত করা।হতাশা বা যে কোনো সমস্যা পরিবারের মানুষের সাথে আলোচনা করা।ইন্টারনেটে অধিক সময় না কাটিয়ে সেসময়টা পরিবারের মানুষের সাথে কাটানো, পরিবারের সদস্যের প্রতি যত্নবান হওয়া তাদের প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখা।

৯.পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ কায়েম করা

পরিবার হলো সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। মানুষের বেড়ে ওঠার মূলচালিকা শক্তি হলো পরিবার।কোনো পরিবারে যদি দ্বীনি পরিবেশ কায়েম থাকে তাহলে সেই পরিবারের সদস্যদের বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।বেশিরভাগ মানুষ পারিবারিক অশিক্ষার কারনেই গুনাহের কাজে জড়িয়ে পরে।তাই আমাদের উচিত পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ জারি রাখা। পরিবারের সদস্যদের হারাম-হালাল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা,পর্দার জ্ঞান থাকা ও মেনে চলা,ফরজ বিধানগুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকা।

১০.একা থাকা পরিহার করা

আমাদের উচিত কোন সময় একাকী না থাকা; বরং সবসময় অন্যদের মধ্যে থাকা। পরিবার-পরিজন, বিবাহিত হলে স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে থাকা। স্ত্রী থেকে দূরে থাকলে স্ত্রীকে সঙ্গে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। স্ত্রীর মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র রাখা। চেষ্টা করা পরিবারের কাছেই থাকা এবং তাদের সঙ্গে বসবাস করা।

যখনই অন্তরে অশ্লীল কিছু দেখার খায়েশ জাগবে কিংবা অশ্লীল কোনো কিছু নজরে পড়ে যাবে, তখন শয়তানকে হারামের দিকে নিতে বাধা দিতে হবে। সবসময় সামাজিক কাজে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে।সামাজিক ও পারিবারিক বিভিন্ন হালাল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হবে।আত্মীয় স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

১১. ইন্টারনেটে প্রবেশ সীমিত করুন

নিজের কাজ করার কম্পিউটার প্রকাশ্য স্থানে রাখতে হবে যেন কম্পিউটারে কোন কিছু দেখলে বাসার অন্যরা ও দেখতে পারে। ইন্টারনেট শুধু নির্দিষ্ট প্রয়োজনে ব্যবহার করা।ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অহেতুক সময় ব্যয় না করে সে সময়টা দ্বীনি বইপত্র পড়া ও দ্বীনি ইলম অর্জনে ব্যয় করা উচিত

১২. তরুণ বয়সেই বিবাহ করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরুণদেরকে, যাদের সামর্থ রয়েছে বিবাহ করার, বিবাহ করে ফেলার আদেশ দিয়েছেন। অসৎ চিন্তা থেকে বিবাহই চূড়ান্ত প্রতিরক্ষা এবং পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য এটি উন্নত উপায় ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত।

১৩. অভিভাবকদের করণীয়

- সন্তানের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা
- সন্তানকে সময় দেওয়া
- সন্তান কার সাথে মিশে,কোথায় যায়,কি করে এসব বিষয়ে সতর্ক থাকা
- সন্তানের হাতে ডিভাইস তুলে না দেওয়া
- দ্বীনি ইলম শিখানো

- পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত করা
- হালাল-হারাম নিয়ে বোঝানো
- ডিভাইস থেকে হারাম সাইট গুলো ব্লক করে দেওয়া
- সন্তানকে বিভিন্ন কাজে উৎসাহিত করা
- সন্তানের সাথে বইয়ের সুসম্পর্ক গড়ে দেওয়া

আল্লাহ আমাদের সকলকে সাহায্য করুন।

শেষ কথা

অন্তরের রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া গুনাহে ডুবে থাকার মূল একটি কারণ। যার অন্তর রোগাক্রান্ত, সে সত্যের দিকে ধাবিত হয় না। সঠিক বিষয়কে মেনে নিতে চায় না। প্রতিটি কাজে সে বক্রতার অনুগামী হয়। অন্যায়-অপরাধ তার কাছে খুব স্বাভাবিক বিষয়ই মনে হয়। আল্লাহর ইবাদত-আনুগত্যে সে স্বাদ পায় না। তার মাঝে কোনো ভালো চিন্তা আসে না। বাস্তবতা হলো, অধিকাংশ মানুষই নিজেদের অন্তরের অবস্থার ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। অথচ, আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তরের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করেন। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের দেহ এবং আকৃতি দেখেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন।" – সহীহ মুসলিম: ২৫৬৪

কারো বাহ্যিক আমল সুন্দর হওয়া নির্ভর করে তার অন্তরের অবস্থার ওপর। যার অন্তরের অবস্থা যত সুন্দর হবে, তার আমলও তত সুন্দর হবে। পক্ষান্তরে যার অন্তর অসুস্থ-রোগাক্রান্ত, তার আমলের মধ্যে পরিলক্ষিত হবে ত্রুটি-বিচ্যুতি। শুধু আমলই নয়, তার বিশ্বাসও হয়ে পড়বে দুর্বল-নড়বড়ে। সুতরাং অন্তরের অবস্থার ব্যাপারে বেখবর থাকা কিছুতেই উচিত নয়; বরং প্রত্যেক মুমিনের ওপর আবশ্যক, সে স্বীয় অন্তরের রোগগুলো থেকে বেঁচে থাকবে।

অন্তর তো প্রত্যেকের একটাই। একাধিক নয় যে, একটি অসুস্থ কিংবা বিনষ্ট হয়ে পড়লে অপরটি কাজ দেবে। তাই প্রত্যেককে নিজের এই একটি অন্তরকেই এমন সুস্থ, সুন্দর ও রোগমুক্ত রাখতে হবে; যেন তার মাঝে সত্য অনুধাবনের যোগ্যতা থাকে। যেন তা উপলব্ধি করতে পারে সঠিক বিষয়কে; নিরূপণ করতে পারে হক-বাতিলের বিভেদকে। তাই আসুন, আমরা বেঁচে থাকি অন্তরের সকল রোগ থেকে। সত্য-সঠিক বিষয়কে উপলব্ধি করি সুস্থ অন্তর দিয়ে।

গ্রন্থপঞ্জি

এ গ্রন্থ রচনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে, যে সকল গ্রন্থ থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে সেগুলোর তালিকা নিম্নে দেওয়া হলোঃ

১) কুরআন-হাদিসের আলোকে গুনাহ মাফের উপায় (শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল)

২) অন্তরের রোগ প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড (শায়েক মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ)

৩) গুনাহ মুক্ত জীবন (মুফতি সালমান মানসুরপুরী)

৪) ইসলাহী মাজালিস (মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ তাকী উসমানী)

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111377945/